মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী '৯৯

প্রকাশকঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬১৩৭৮।
মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية دينية

جلد:٢ عدد:٤، رمضان ١٤١٩هـ /يناير١٩٩٩م

رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

رب زدنى علما

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত 'কালাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স', জয়পুরহাট।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writers of home and abroad, aiming to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are, Such as: 1. Dars-i Quran 2. Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News: Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11.Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০/=
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০/=
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০/=
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০/=
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০/=
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০/=
* অর্ধ সিকি পৃষ্ঠাঃ	২৫০/=

স্থায়ী,বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/=	১১০/=
এশিয়া মহাদেশঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভূটানঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তানঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশঃ	৮৭০/=	৮০০/=

* ভি, পি, পি -যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট্ বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বরঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor: Dr.Muhammad Asadullah Al-Ghalib.
Edited by: Muhammad Sakhawat Hossain
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription at home Tk: 110/00 & Regd. Post: Tk. 155/00.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph: (0721) 760525. Ph & Fax: (0721) 761378.

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা
রামাযান ১৪১৯ হিঃ
পৌষ ১৪০৫ বাং
জানুয়ারী ১৯৯৯ ইং

প্রধান সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ওয়ালিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২,৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ২
- দরসে কুরআন ৩
- প্রবন্ধ ঃ
  - তাকবীরের সমস্যা ১২
    - ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা ১৪
    -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
  - তাবীয ১৭
    - মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
  - ভাল-র প্রকৃত স্বরূপ ১৯
    - *অধ্যাপক স. ম. আব্দুল মজীদ কাযিপুরী*
  - কসোভোর মুসলিম নিধনঃ মানবতার করুণ আর্তনাদ ২৩
    - মুহাম্মাদ আবু আহসান
  - হে মুছলিম জেগে ওঠো ২৫
    -মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী
- ছাহাবা চরিত
  হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ২৮
    - মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- হাদীছের গল্প
  ধৈর্যের সুফল ৩৪
    - গোলাম রহমান
- কবিতা ৩৬
  রামাযান -মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
  যুগের হাওয়া -খালিদ হাসান
  আহ্লান সাহ্লান -মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান
- সোনামণিদের পাতা ৩৭
- স্বদেশ-বিদেশ ৪১
- মুসলিম জাহান ৪৬
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৭
- সংগঠন সংবাদ ৪৮
- প্রশ্নোত্তর ৫১

বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

প্রশিক্ষণের মাস রামাযানঃ

ধৈর্য ও সংযমের সুমহান আদর্শ নিয়ে প্রতিবারের ন্যায় এবারও ফিরে এসেছে মাহে রামাযান। আত্মত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির মাস, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মাস, রহমত ও মাগফেরাতের মাস, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ বশীভূত করার মাস, জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের মাস, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের মাস, তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর মাস, সর্বোচ্চ কৃচ্ছ্রতা সাধনের মাস এই মাহে রামাযান। এ মাসেই একজন মুমিন ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে জীবনের সকল পাপ-পঙ্কিলতা ধুয়ে-মুছে নিষ্পাপ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। সুশৃংখল জীবন যাপনের সুতীব্র প্রেরণা নিয়ে আগামী ১১ মাসের জন্য মুমিন তার জীবনের একটি পরিকল্পনা স্থির করতে পারেন। সহনশীলতা ও সহমর্মিতার প্রশিক্ষণ নিয়ে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে পারেন। ধৈর্য ও সংযমের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে হ'তে পারেন আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র। শান্তি ও স্থিতিশীলতার শিক্ষা নিয়ে হ'তে পারেন শান্তিকামী জনতার অগ্রসৈনিক। কামাচার, পাপাচার, মিথ্যা ও অশ্লীলতা পরিত্যাগের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে চরিত্রবান আদর্শ ব্যক্তিত্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

আরবী মাস সমূহের মধ্যে রামাযান অন্যতম। বিভিন্ন কারণে মাসটি গুরুত্ববহ ও স্মরণীয়। এ মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ মাসে ছিয়াম সাধনা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। এ মাসেই লায়লাতুল ক্বদর রয়েছে। যা হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। সব মিলিয়ে এই মহিমান্বিত মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্য সকল ইবাদতের চেয়ে এ মাসের ছিয়াম সাধনা ভিন্ন। কারণ ছিয়াম সাধনায় 'রিয়া' বা লোক দেখানোর কোন অবকাশ নেই। ছিয়াম পালনকারী কেবল আল্লাহ্‌র ভয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তেই ছিয়াম পালন করে থাকেন। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'বান্দা একমাত্র আমার উদ্দেশ্যেই ছিয়াম পালন করে থাকে। আর আমিই এর প্রতিদান দিব' (বুখারী ও মুসলিম)।

সর্বাধিক প্রশিক্ষণের মাস রামাযান। এই এক মাসের প্রশিক্ষণেই বাকী ১১ মাস পথ চলার দিক নির্দেশনা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এ মাসেই জীবনের পাপ মোচনের মোক্ষম সময়। মহানবী (ছাঃ) একদা জুম'আর খুৎবা প্রদানের জন্য মিম্বরে উঠার সময় প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! পরক্ষণে ছাহাবীগণ এরূপ আমীন বলার কারণ জানতে চাইলে তিনি তিনবার আমীন বলার ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, আমি যখন মিম্বরে উঠছিলাম তখন জিব্রাঈল (আঃ) তিনটি দো'আ করছিলেন আর আমি আমীন বলছিলাম। এর মধ্যে একটি দো'আ ছিল 'ধ্বংস ঐ ব্যক্তির যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল অথচ তার গুনাহ মাফ করাতে পারল না' (হাকেম)।

দুর্ভাগ্য, এই মহিমাময় মাসকে বরণ করতে বিশ্বব্যাপী সকল প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন প্রায়, মুসলিম উম্মাহ শান্তির বার্তাবাহী এ মাসটির অপেক্ষায় যখন গভীর উৎসাহের সাথে পতীক্ষায় ছিল ঠিক তখনই মানবাধিকারের স্বঘোষিত বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার সন্ত্রাসী প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ইরাকের উপর বিমান হামলা চালায়। অর্ধশতাধিক মুসলিম হতাহত হন। ধ্বংস হয় কোটি কোটি টাকার সম্পদ। একদিনেই সে ক্ষান্ত হয়নি। পরপর কয়েকদিন সে হামলা চালায়। ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের এই পরিকল্পিত হামলা বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছে। বিস্মিত হয়েছে ও ধিক্কার দিয়েছে সকলে বোমার উপর 'এই নাও রামাযানের উপহার' লেখা দেখে।

অথচ এরপরও মুসলিম বিশ্বের নীরবতা হতাশা বৈ কি হ'তে পারে? ওআইসি, আরবলীগ সহ ইসলামী সংস্থা সমূহ এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তারই পরিচয় দিচ্ছে বলা চলে। আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলো যখন বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনে তৎপর, তখন মুসলিম বিশ্বের উচিত ছিল সম্মিলিত ভাবে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এজন্য ইসলামী সংস্থা সমূহকে আরো তৎপরতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। বৈষয়িক শক্তি অর্জনের চেয়ে আত্মিক শক্তি অর্জনের প্রয়োজন অনেক বেশী। কেননা ঈমান ও তাক্বওয়ার শক্তিতে বলিয়ান মুমিন সমাজকে প্রতিহত করার কোন ক্ষমতা কোন যুগেও কোন শক্তির হয়নি। আজও হবে না। কিন্তু আমরা ক্রমেই বস্তুবাসী হয়ে যাচ্ছি। ঈমানী জগত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনা থেকে প্রকৃত ঈমান ও তাক্বওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করে বাকী ১১ মাসের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে শক্তি অর্জনে সচেষ্ট হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন- আমীন!!

দরসে কুরআন

মা'রেফাতে দ্বীন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَ اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً وَّمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ لاَ هُدًى وَّ لاَ كِتَابٍ مُّنِيْرٍ-

১. উচ্চারণঃ

আলাম তারাও আন্নাল্লা-হা সাখ্খারা লাকুম মা ফিস্সামা ওয়া-তি ওয়া মা ফিল আরযে, ওয়া আসবাগা আলায়কুম নে'আমাহূ যা-হেরাতাওঁ ওয়া বাত্বেনাতান; ওয়া মিনান্না-সি মাইঁ ইয়ুজা-দিলু ফিল্লা-হি বিগায়রে ইল্‌মেওঁ ওয়া লা হুদাওঁ ওয়া লা কিতা-বিম মুনীর।

২. অনুবাদঃ

'তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুকে? এবং পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সমূহকে? বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়া করে কোনরূপ জ্ঞান, পথ নির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই' (লোকমান ২০)।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) *আলাম তারাও* (اَلَمْ تَرَوْا)ঃ 'তোমরা কি দেখ না'? বাক্যের শুরুতে 'হামযায়ে ইস্তিফহা-মিয়াহ' (أ) বা প্রশ্নবোধক হামযাহ আনা হয়েছে, শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করার জন্য এবং তার চকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। 'লাম তারাও' (لَمْ تَرَوْا) ছীগা جمع مذكرحاضر বা মধ্যম পুরুষ বহুবচনে পুংলিঙ্গ। فعل مضارع বা ভবিষ্যৎ কাল বাচক ক্রিয়ার প্রথমে 'লাম' (لَمْ) আসার কারণে নেতিবাচক অর্থ হয়েছে এবং উক্ত ক্রিয়ার প্রান্ত চিহ্ন نون جمع বা বহুবচনের নূন-কে ফেলে দিয়েছে। ফলে 'তারাওনা' (تَرَوْنَ)-এর স্থলে 'তারাও' (تَرَوْا) হয়েছে। ফে'ল মোযারে' -এর প্রথমে 'লাম' (لم جحد) আসলে কেবল শাব্দিক পরিবর্তন হয় না, বরং মুযারে'-এর অর্থ 'মাযী মান্‌ফী' করে দেয়। অর্থাৎ হাঁ-বোধক ভবিষ্যৎ কাল -এর পরিবর্তে অতীত কালের না-বোধক অর্থ প্রদান করে। সেকারণ এখানেও শুরুতে 'লাম' আসার ফলে হাঁ বোধক ভবিষ্যৎ কালের পরিবর্তে না বোধক অতীত কালের অর্থ হয়েছে।

(২) *আন্নাল্লা-হা* (اَنَّ اللّٰهَ)ঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ'। اَنَّ ও اِنَّ হরফ দু'টি কোন কার্যের নিশ্চয়তা বুঝাবার জন্য আসে। اِنَّ সাধারণতঃ বাক্যের প্রথমে এবং اَنَّ বাক্যের মধ্যখানে বসে ও 'কাফে বায়ানিয়াহ' বা বর্ণনার অর্থ প্রদান করে এবং উহার 'ইসম' ও 'খবর' মিলিত হ'য়ে অন্য একটি বাক্যের ফা'এল (কর্তা), নায়েবে ফা'এল, মাফ'উল (কর্ম), মুবতাদা কিংবা খবর হয়ে থাকে। এখানে اَنَّ তার 'ইসম' ও 'খবর' মিলিত হ'য়ে পূর্ববর্তী 'আলাম তারাও' ফে'ল -এর মাফ'উল হয়েছে। অর্থাৎ 'তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন...'।

(৩) *সাখ্খারা লাকুম* (سَخَّرَ لَكُمْ)ঃ 'তিনি অনুগত করে দিয়েছেন তোমাদের জন্য' سخّره اى كلّفه مالايريد وقهره অর্থাৎ 'জোর করে কাউকে অনুগত করানো'। নিঃসন্দেহে সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র এবং পৃথিবীর অধিকাংশ জীব-জন্তু, সিংহ-বাঘ, ভল্লুক-হরিণ, হাতি-ঘোড়া, গরু-মহিষ সবই মানুষের চাইতে অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী। অথচ আল্লাহ পাক তাদেরকে দুর্বল মানুষের গোলাম হ'তে বাধ্য করেছেন ও তাদেরকে মানুষের আনুগত্যশীল করে সৃষ্টি করেছেন।

(৪) *ওয়া আসবাগা আলায়কুম নে'আমাহূ* (وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ)ঃ 'এবং পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সমূহ'। سَبَغَ يَسْبُغُ سُبُوْغًا অর্থ- পূর্ণ হওয়া। সেখান থেকে বাবে এফ'আল -এর মাছদার 'এসবা-গ' (الإسباغ) অর্থ পরিপূর্ণ করা, প্রশস্ত করা। অতঃপর অতীত কাল বাচক ক্রিয়া (ফে'ল মাযী) একবচন পুংলিঙ্গে 'আসবাগা' (اَسْبَغَ) অর্থ 'তিনি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন'। 'নে'আমাহূ' অর্থ- 'তাঁর নে'মত বা অনুগ্রহ সমূহ'। نِعْمَةٌ -এর বহু বচন نِعَمٌ যেমন سِدْرَةٌ -এর বহু বচন سِدَرٌ। অবশ্য একবচন অনেক সময় বহু বচনের অর্থ দেয়। যেমন- আল্লাহ বলেন, وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা কর, তবে তার গণনা শেষ করতে পারবে না' (ইবরাহীম ৩৪)। এখানে نِعْمَةٌ একবচন ব্যবহৃত হ'লেও এর অর্থ হবে বহুবচন অর্থাৎ অসংখ্য নে'মত।

(৫) *যা-হেরাতাওঁ ওয়া বা-ত্বেনাতান* (ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً)ঃ 'প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য'। অর্থাৎ মানুষ যা প্রকাশ্যে দেখতে পায় ও দেখতে পায় না এবং গোপনে হৃদয়ে উপলব্ধি করে সেই সকল নে'মত।

(৬) *মাইঁ ইয়ুজা-দিলু* (مَنْ يُّجَادِلُ)ঃ 'যে ব্যক্তি ঝগড়া করে'। جَادَلَ يُجَادِلُ مُجَادَلَةً বাবে মুফা'আলাহ থেকে এসেছে। যার অর্থ 'পরস্পরে ঝগড়া করা'। 'ইয়ুজা-দিলু' ভবিষ্যৎ কাল বাচক ক্রিয়া বা ফে'ল মুযারে একবচন পুংলিঙ্গ। অর্থ- 'সে ঝগড়া করিতেছে বা করিবে'। ক্রিয়ার প্রথমে 'মান' (مَنْ) ইসমে মওছূল আনা হয়েছে। যার অর্থ- 'যে ব্যক্তি'। অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি (আল্লাহ সম্পর্কে) ঝগড়া করে'।

৪. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ্র উলূহিয়াত ও একত্ববাদের প্রমাণে অত্র আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাওহীদ বিরোধীদের অযৌক্তিক ও অহেতুক ঝগড়া ও সংশয় সৃষ্টির বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক অত্র আয়াতের শুরুতে মানব জাতির সেবার জন্য জগত সংসারের সবকিছুকে মানুষের অনুগত ও অধীনস্ত করে দেওয়ার অনুপম নে'মত ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। সৌরজগতের চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি আলো দিয়ে ও শক্তি দিয়ে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদেহের বৃদ্ধি, শক্তি বর্ধন ও আলোকবর্তিকা হিসাবে নিরলস ও বিরতীহীন সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ভূ-উপরিভাগের বায়ুমণ্ডল মানুষকে উল্কাপাতের ঢাল হিসাবে ও তার জীবনী শক্তির যোগানদাতা হিসাবে খেদমত করে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের মাটি-পাহাড়, নদী-নালা, বৃক্ষ-লতা ও ভূগর্ভের সঞ্চিত বিশুদ্ধ পানি, স্বর্ণ-রৌপ্য, লৌহ-তাম্র ইত্যাদি ধাতব পদার্থ সমূহের মূল্যবান খনি ও অন্যান্য নে'মতরাজি সর্বদা মানুষের সেবায় নিয়োজিত। এতদ্ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অসংখ্য-অগণিত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অজ্ঞেয় রহস্য ও নে'মত রাজি যা আজও মানুষের জানার বাইরে রয়ে গেছে, সবকিছু মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

অর্থাৎ 'আমি বনী-আদমকে মর্যাদা মণ্ডিত করেছি ও আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আমি তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি ও তাদেরকে অনেক সৃষ্টিকুলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি' (বনী ইসরাঈল ৭০)।

এতদ্ব্যতীত মানুষের নিজের বাহ্যিক দেহাবয়ব ও অঙ্গসৌষ্ঠব এবং আভ্যন্তরীণ চিন্তাশক্তি, জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতা এক কথায় ভিতর ও বাইরের পরিপূর্ণ, অনুপম ও সুসংবদ্ধ সৃষ্টি কৌশল ও অমূল্য নে'মত সমূহ নিয়ে চিন্তা করলে যেকোন সাধারণ জ্ঞানের মানুষও স্বীয় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে চিনতে পারবে ও তাঁর সম্মুখে সিজদাবনত হবে। আল্লাহ বলেন,

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّ نَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ

'মানুষ আমার সম্পর্কে বিভিন্ন উদাহরণ বর্ণনা করে; অথচ নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায় এবং বলে যে, কে এইসব পচা-গলা হাড়-হাড্ডি পুনর্জীবিত করবে? (ইয়াসীন ৭৮)। অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপন নে'মতের সমন্বয়ে মানুষ নিজেই যে সৃষ্টিকুলের বিস্ময়, এটা সে অনেক সময় বুঝতে অসমর্থ হয়। আর একইভাবে সে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্কে চিনতে ব্যর্থ হয়।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ত্বাবারী (২২৪-৩১০ হিঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা উল্লেখ করেন যে, যাহেরী বা প্রকাশ্য নে'মত বলতে মুখের কথা ও দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যেসব নে'মত অনুভূত ও গোচরীভূত হয়, সেগুলিকে বুঝায় এবং বাত্বেনী বা অপ্রকাশ্য নে'মত বলতে ই'তিক্বাদ ও মা'রিফাত তথা আক্বীদা ও সূক্ষ্মদর্শিতাকে বুঝায়, যা হৃদয় কোণে লুক্কায়িত থাকে' (তাফসীরে ইবনে জারীর)। হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) বলেন, যাহেরী ও বাত্বেনী নে'মত বলতে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে রাসূলগণ ও কিতাব সমূহ প্রেরণ ও তার মাধ্যমে অন্তরের রোগসমূহ দূরীকরণ বুঝায়' (ঐ, তাফসীর)। ইমাম মাওয়ার্দী (৩৬৪-৪৫০ হিঃ) ৯টি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যেমন প্রকাশ্য নে'মত বলতে দেহ সৌষ্ঠব ও গোপন নে'মত বলতে দ্বীন বা ধর্ম। কেউ বলেছেন, দুনিয়া ও আখেরাত ইত্যাদি। ইমাম কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১ হিঃ) মুহাসেবী-র বর্ণনা উল্লেখ করেন যে, প্রকাশ্য নে'মত বলতে দুনিয়াবী সম্পদ এবং অপ্রকাশ্য নে'মত বলতে আখেরাতের সম্পদ বুঝায়। কেউ বলেন, প্রকাশ্য নে'মত বলতে যা চোখে দেখা যায়। যেমন মাল-সম্পদ, মান-সম্মান, সৌন্দর্য এবং সৎকার্য সমূহ সম্পাদন ইত্যাদি। অপ্রকাশ্য নে'মত বলতে যা মানুষের হৃদয় জগতে লুক্কায়িত থাকে। যেমন আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান, ইয়াক্বীন ইত্যাদি (কুরতুবী)।

উপরোক্ত আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল এই যে, মানুষ যেন তাকে প্রদত্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নে'মত সমূহ স্মরণ

তাঁর এই আহবানে অনতিবিলম্বে বাস্তবায়িত হবে বলে কমিটির সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান ও উপস্থিত সকলে তাঁকে আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্য নির্মিত নীচতলায় ৪২টি দোকান সমন্বয়ে 'কালাই আহলোহদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সটি' গত ৬ সেপ্টেম্বর'৯৮ মুহতারাম আমীরে জামা'আত উদ্বোধন করেছিলেন। মসজিদ ও সুধী সমাবেশ পরিচালনা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান। এ সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সফর সঙ্গী ছিলেন, নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য এস, এম, মাহমূদ আলম, 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহবায়ক মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী, খুলনা যেলা আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

ফুলবাড়ী সম্মেলনঃ জয়পুরহাট সফর শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে পুনরায় গাইবান্ধা রওয়ানা হন এবং গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ ফুলবাড়ী ইশা'আতে ইসলাম সালাফিইয়াহ মাদ্‌রাসার ২৩তম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বর্তমানে মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিছ ও কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সফর সঙ্গীদের প্রায় সকলেই বক্তব্য রাখেন।

উক্ত সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রচলিত রাজনীতি ও ইসলামী রাজনীতির মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেন এবং দেশের সন্ত্রাস নির্ভর দলীয় রাজনীতির পরিবর্তনে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

কুরআন ও হাদীছের পক্ষে বক্তব্য রাখায় ফয়েয প্রহৃতঃ

গত ৪ঠা ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ ফয়েযুয যোহা শহরের ছাইপাড়া জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় তিনি শবেবরাত সহ প্রচলিত বিভিন্ন বিদ'আত পরিহার করে ছহীহ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সকল মুছল্লীর প্রতি আহ্বান জানান। তার এই বক্তব্যে বিদ'আতপন্থীরা ক্ষিপ্ত হয় ও রাস্তায় একা পেয়ে তার ওপর চড়াও হয় এবং তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। উল্লেখ্য, ঐ দিন সন্ধ্যায় তারা মসজিদ সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মাদ সায়ফুল ইসলামের বাসায় হামলা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এ ঘটনায় যুবসংঘের যেলা নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় আহলেহাদীছ জনগণ বিদ'আতপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলেন, পরবর্তীতে এই ধরণের যে কোন ঘটনার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা-র ঢাকা মহানগরী শাখা গঠন

গত ১৬ই ডিসেম্বর'৯৮ বুধবার বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা মহানগরী অফিস ২২০ বংশাল রোড ২য় তলা-য় সূধী সমাবেশ এবং ৩য় ও ৪র্থ তলায় মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। **আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর ঢাকা যেলা সভাপতি জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে 'ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা' বিষয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে **আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ও বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নাতিদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেন এবং ঊনবিংশ শতকে ফেলে আসা জিহাদ আন্দোলনকে পুনরায় জাগিয়ে তুলে আপোষহীনভাবে ও যেকোন মূল্যের বিনিময়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি মা-বোনদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর মহিলা ছাহাবীদের অনুসরণে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে স্ব স্ব ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার আহবান জানান ও এব্যাপারে মহিলা সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আকুল আবেদন জানান। ভাষণের শেষ পর্যায়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মা-বোনদের প্রেরিত অনেকগুলি লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম ও অনুষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন জনাব আযীমুদ্দীন ও আহলেহাদীছ যুবসংঘের ঢাকা যেলা আহবায়ক হাফেয আব্দুছ ছামাদ ও হাফেয মুহাম্মাদ শামসুল হক।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে ৩য় তলায় মহিলাদের সমাবেশ পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি **বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা**-র কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুহতারামা **তাহেরুন নেসা** সূরায়ে আছর থেকে দরসে কুরআন পেশ করেন ও তার আলোকে অভ্রান্ত সত্যের উৎস আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মা-বোনদেরকে স্ব স্ব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানান। এপ্রসঙ্গে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাঁচটি নির্দেশ অনুযায়ী জামা'আতবদ্ধ জীবন গঠনের মাধ্যমে এবং সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের মূল ভিত্তি পারিবারিক ইউনিটগুলিকে ইসলামের দুর্গ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মহিলা সমাজের

প্রতি আহবান জানান। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আহবায়ক কমিটি মনোনয়ন প্রদান করেন।-

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার ঢাকা যেলা কমিটিঃ

১. শামসুন্নাহার	ঃ	আহবায়িকা
২. নাজনীন আখতার	ঃ	যুগ্ম আহবায়িকা
৩. দিলারা মুসলিম	ঃ	সদস্যা
৪. ছালেহা আলম	ঃ	"
৫. মনোয়ারা ইসলাম	ঃ	"
৬. রোকেয়া বেগম	ঃ	"
৭. যেবা রহমান	ঃ	"
৮. নূরুন্নাহার	ঃ	"
৯. ছুফিয়া খাতুন	ঃ	"

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সিলেট যেলা আহবায়ক কমিটি গঠন

গত ১৯শে ডিসেম্বর'৯৮ ইং শনিবার বাদ এশা জৈন্তাপুর থানার অন্তর্গত সেনগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন শেষে বিশেষ আলোচনা সভায় উপস্থিত আহলেহাদীছ ভাইদের পরামর্শক্রমে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সিলেট যেলা আহবায়ক কমিটি গঠন করেন। সম্মানিত নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ উক্ত বৈঠকে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। আহবায়ক কমিটির সদস্যবর্গ নিম্নরূপঃ

আহবায়ক- মাওলানা মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান

যুগ্ম আহবায়ক- মাষ্টার শফীকুর রহমান ও মুনীর হোসায়েন এবং অন্যান্য সদস্যগণ।

প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা মীযানুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশে ইসলামের নামে প্রচলিত বিভিন্ন শির্ক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ থেকে তওবা করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বিশেষ করে দেশের আলেম সমাজ ও যুব সমাজকে সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক ইসলামকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিয়ে আসার আকুল আবেদন জানান।

সম্মানিত নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ বলেন, নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের দৃঢ় শপথ নিয়ে **আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ** সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। তিনি মুরব্বীদেরকে অত্র সংগঠনে যোগদান ও সার্বিক সহযোগিতা করার আকুল আবেদন জানান। উক্ত সংগঠনের অঙ্গ সংগঠন **বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা ও সোনামণি** সংগঠনে যোগদান করে মুরব্বী, মহিলা, ছাত্র ও যুবক এবং ১৩ বছরের নীচের সোনামণিদেরকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের আহবান জানান।

উল্লেখ্য যে, সেনগ্রাম নিবাসী মাষ্টার শফীকুর রহমানের বাড়ীতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীগণ আতিথ্য গ্রহণ করেন ও উক্ত বাড়ীতে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে আমীরে জামা'আতের স্ত্রী **বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা**-র মাননীয়া সভানেত্রী মুহতারামা তাহেরুন নেসা 'ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বিশেষ করে আহলেহাদীছ মা-বোনদেরকে প্রগতির নামে সৃষ্ট তথাকথিত নারীবাদী সংগঠন সমূহ থেকে এবং ইসলামের নামে সৃষ্ট বিভিন্ন তাক্বলীদপন্থী ও বিদ'আতী সংগঠন সমূহ থেকে বেরিয়ে এসে **আহলেহাদীছ আন্দোলনে** যোগদান করে সত্যিকারের ইসলামী পরিবার ও সমাজ গঠনে অবদান রাখার আকুল আবেদন জানান।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর চট্টগ্রাম যেলা আহবায়ক কমিটি গঠন

আহবায়ক- মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম

যুগ্ম আহবায়ক- মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

সদস্য- মুহাম্মাদ যিয়াউল হক, মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন ও অন্যান্যগণ।

প্রকাশ থাকে যে, গত ২১শে ডিসেম্বর'৯৮ ইং সোমবার উত্তর পতেঙ্গার টিএসপি কলোনীতে জনাব ছদরুল আনামের বাসাতে প্রথম ছিয়ামের ইফতার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সুধীদের সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বাংলাদেশে ইসলামের দুয়ার বা 'বাবুল ইসলাম' হিসাবে চট্টগ্রামের গুরুত্ব বর্ণনাকালে বলেন যে, ইসলামের প্রথম যুগেই আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। ঐ সময় আরাকান ছিল আরবীয় মুসলিমদের প্রথম জনপদ। সেই যুগে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত চার মাযহাবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোন শির্ক ও বিদ'আতেরও প্রচলন ছিল না। তারা নিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতেন। আরাকানে তারা নিজেদের নির্বাচিত 'আমীর' বা সুলতানের মাধ্যমে শাসিত হতেন। তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলমানদের হাদীছের প্রতি নির্ভরতার নমুনা হিসাবে আজও কোন কিছু হারিয়ে গেলে আমরা বলি, 'জিনিসটির হদিস পাওয়া গেল না'। দূর্ভাগ্য যে, বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমানগণ ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে সৃষ্ট চার মাযহাবকে ফরয গণ্য করেছেন ও সেই সাথে নিজেদের রচিত বিভিন্ন শির্ক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ জুড়ে দিয়ে ইসলামকে পাঁচমিশালী ধর্মে

করে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয় এবং তাঁর সম্পর্কে অহেতুক ঝগড়া না করে। বরং আল্লাহ্র প্রতি খালেছ ও নিরংকুশ আনুগত্য বজায় রাখে ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদতে রত হয়। এটা তো কেবল ঐসব নেককার বান্দাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত সমূহ নিয়ে সর্বদা চিন্তা-গবেষণা করে এবং তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে 'রব্বানা মা খালাক্বতা হা-যা বাত্বেলান, সুবহা-নাকা ফাক্বেনা আযা-বান্না-র' 'প্রভু হে! আপনি এসব কিছু বৃথা সৃষ্ট করেননি মহা পবিত্র আপনি। অতএব আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন' (আলে ইমরান ১৯১)। বলা বাহুল্য এই ধরণের সুস্থ অন্তরের অধিকারীরাই তো ক্বিয়ামতের দিন মুক্তি পাবে (শো'আরা ৮৯)। পক্ষান্তরে যারা বাঁকা অন্তরের অধিকারী তারা তাদের দুষ্ট চিন্তাকে মানুষের নিকটে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য কুরআনের মুতাশা-বিহ বা অস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত সমূহের আশ্রয় নেয়। যার প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না' (আলে ইমরান ৭)।

সৃষ্টির সকল ক্ষেত্রে যেমন কমবেশী স্তরভেদ রয়েছে, জ্ঞানের গভীরতার ক্ষেত্রেও তেমনি কমবেশী রয়েছে। 'মা'রেফাত' অর্থ চেনা। এখানে অর্থ হবে আল্লাহকে চেনা। যার অন্তর্দৃষ্টি যত বেশী তিনি তত বেশী আল্লাহ্কে চিনেন ও তাঁর প্রতি অনুগত হন। এটাই হ'ল প্রকৃত মা'রেফাত। ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন উম্মতের সেরা মানুষ এবং তাঁরাই ছিলেন মা'রেফাতে এলাহীর জ্ঞানে সর্বাধিক বিজ্ঞ। একজন মুমিন যখন ওযূ করে ছালাতে দাঁড়িয়ে যান, তখন তিনি শরীয়ত অনুযায়ী তা সম্পন্ন করেন। কিন্তু যখন তিনি ছালাতের গভীরে ডুবে যান এবং দুনিয়ার সকল চিন্তাকে হারাম করে কেবল আল্লাহ্র সান্নিধ্যে নিজেকে সঁপে দেন। রুকু ও সিজদাতে দেহ মন ঢেলে দিয়ে তাঁর রহমত প্রার্থনা করেন, তখন তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। যাকে সত্যিকারের মা'রেফাত বলা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি দেখতে না পাও তবে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২)। এই মা'রেফাত বা অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী মুমিন আল্লাহ ব্যতীত কারু সাহায্য কামনা করেন না। অন্য কারু সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা করেন না। আল্লাহ যা পসন্দ করেন, তিনি তাই পসন্দ করেন। আল্লাহ যা অপসন্দ করেন, তিনি তাই অপসন্দ করেন। সবকিছুর বিনিময়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য হয়। বলা বাহুল্য যে, রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন শরীয়ত ও মা'রেফাতের সর্বোত্তম নমুনা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, বর্তমান কালে মা'রেফাতের দাবীদার কিছু লোক সূরায়ে লোকমানের উপরোক্ত আয়াতটি ও আরও কতগুলি আয়াতকে তাদের আবিষ্কৃত বিদ'আতী তরীকাসমূহের দলীল হিসাবে ব্যবহার করছেন। মা'রেফাত পন্থী জনৈক লেখক উক্ত আয়াত পেশ করে বলেন, 'ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তরিকত, হাকিকত, মারেফতের কার্য্যকলাপ খোদার বাতেনী নেয়ামতের মধ্যে গণ্য'।[১]

বলাবাহুল্য বর্তমান যুগের মা'রিফাত আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্বের গবেষণা ও শারঈ ইল্মে সমৃদ্ধ সুক্ষ্মদর্শিতার পরিবর্তে ইসলাম বিরোধী দর্শন চিন্তার অনুকরণে সম্পূর্ণ নূতন ও পৃথক একটি শাস্ত্রের রূপ ধারণ করেছে। যার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ যুগের আমল-আচরণের দূরতম সম্পর্ক নেই।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে অনুপ্রেরণা ও উৎসের সন্ধান নিয়ে সুক্ষ্ম গবেষণার মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যেরা যখন এগিয়ে যাচ্ছে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে সৃষ্ট আল্লাহ্র অগণিত প্রকাশ্য ও গোপন নে'মতকে যখন অন্যেরা নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগাচ্ছে। তখন মা'রেফাতের নামে আল্লাহ্র গোপন নে'মতের সন্ধানে কিছু সংখ্যক লোক চোখ বন্ধ করে ভিত্তিহীন কাশ্ফ, ইলহাম ও বানোয়াট যিকরের কসরতে দরগাহ ও খানক্বাহ সরগরম করে চলেছেন। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশেই ১৯৮১ সালে সরকারী হিসাব মতে দুই লক্ষ আটানব্বই হাযার 'পীর'। যাদের অধিকাংশ তথাকথিত মা'রেফাতের দোকান খুলে বসে আছেন। যারা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে 'অসীলা' হিসাবে পুজিত হচ্ছেন। জীবিত হৌন বা মৃত হৌন যাদের সন্তুষ্টির উপরে মুরীদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে বলে ব্যাপকভাবে ধারণা প্রচলিত রয়েছে। ফলে কবর পুজা এদেশে একটি ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও বিনা পুঁজির ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এদের মতে পীরকে কামনা করা আল্লাহকে কামনা করার শামিল। পীর হলেন 'ক্বেবলা কা'বা'। ক্বেবলার দিকে সিজদা করলেও তা যেমন আল্লাহ্র জন্য হয়, তেমনি পীরের বা পীরের কবরের দিকে সিজদা করলেও তা আল্লাহ্র জন্য হয়। অতএব পীর হলেন মূল। যার পীর নেই শয়তান তার পীর'।[২] 'আত্মায় আত্মায় মিলন হ'লেই তবে পরমাত্মায় বিলীন হওয়া সম্ভব' এই ধোকা প্রচার করে দৈনিক লাখ লাখ মুরীদানের ঈমান, ইয্যত ও সম্পদ এঁরা লুটে নিচ্ছেন। টাকা চুরি হ'লেও তা উপার্জন করা যায়। কিন্তু ঈমান ও ইয্যত লুট হ'লে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। অথচ ছূফী ও আউলিয়া নাম ধারী এই সব ঈমান ও আমলের

১. মাওলানা আব্দুস সালাম, মুয়াল্লেমুল মারিফাত (খুলনাঃ ১৯৭২) পৃঃ ৪।
২. আব্দুর রহমান দেমাশক্বিয়াহ, আন-নাক্বশবান্দিইয়াহ (বিয়াযঃ দার ত্বাইয়েবাহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯/১৯৮৮) পৃঃ ৯১।

দেউলিয়াদের বিরুদ্ধে সরকার ও সমাজ নিশ্চুপ। এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে প্রচলিত ছূফীবাদ ও মা'রেফাতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বাস্তব কিছু চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

প্রচলিত মা'রেফাতঃ

হিন্দু, পারসিক ও গ্রীক দর্শনের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে মা'রেফাতের নামে ছূফীবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ছূফী আরবী 'ছূফ' (الصوف) শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ পশম। ছূফীরা পশমের কাপড় পরতো বলেই সম্ভবতঃ এই নামে পরিচিত হয়েছেন। কথিত আছে যে, এই পোষাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর পোষাকের সাথে সামঞ্জস্যশীল।[৩] সর্বপ্রথম ইরাকের বছরা নগরীতে 'যুহ্দ' বা দুনিয়া ত্যাগের প্রেরণা থেকে এটা শুরু হয়। অতিরিক্ত আল্লাহ ভীতি ও দুনিয়াত্যাগের বাড়াবাড়ি, সর্বক্ষণিক যিকর, আযাবের আয়াত পাঠে বা শুনে অজ্ঞান হওয়া বা মৃত্যু বরণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ছূফীবাদের যাত্রা শুরু হয়। যেমন বছরার বিচারপতি ক্বাযী যুরারাহ বিন আওফা একদা ফজরের ছালাতে فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ 'যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে' (মুদ্দাছছির ৮) আয়াতটি পাঠ করার সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন। অন্ধ আবু জুহায়েরও অনুরূপভাবে কুরআন শুনে মৃত্যুবরণ করেন।[৪] ছূফীবাদের পরিভাষায় এই অবস্থাকে 'হাল' (حال) বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে 'ছূফী' শব্দের সাথে কেউ পরিচিত ছিলেন না। বরং রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের তিনটি স্বর্ণযুগের পরে (তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে) এই প্রথা চালু হয়'।[৫] যখন অতি পরহেযগারীর নামে এগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে, তখন ছাহাবী ও তাবেঈগণ এসবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ), তৎপুত্র হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ), তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন প্রমুখ এইসব বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করেন।[৬]

ইবনুল জওযী বলেন, 'প্রথম দিকে দুনিয়া ত্যাগের প্রেরণা নিয়ে শুরু হ'লেও পরে এর সাথে গান ও নাচ (السماع والرقص) যুক্ত হয়। ফলে আখেরাতের সন্ধানীগণ দুনিয়া ত্যাগের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে এতে যোগ দেন। অন্য দিকে দুনিয়ার সন্ধানীরা খেল-তামাশার মজা লুটবার জন্য এতে অংশগ্রহণ করে।[৭]

মিসরীয় পণ্ডিত আবু যুহরা বলেন, মুসলমানদের মধ্যে এটা দু'ভাবে প্রবেশ লাভ করেঃ

১- প্রাচ্য দার্শনিকদের মাধ্যমে। যারা মনে করেন যে, রূহের উপরে কষ্ট দিয়ে বিশেষ কসরতের ফলে নফসের মধ্যে মা'রেফাত নিক্ষিপ্ত হয়।

২- খৃষ্টান পণ্ডিতদের প্রচারিত 'হুলূল'-এর আক্বীদার মাধ্যমে। যা পরে 'ইত্তেহাদ' বা 'অদ্বৈতবাদ'-এর দরজা খুলে দেয়। এই আক্বীদা ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী হিজরীতে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।[৮]

ছূফীদের মাযহাব সমূহঃ

ছূফীদেরকে তিনটি মাযহাবে ভাগ করা যায়। ১- প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক মাযহাব (المذهب الإشراقي) যা দক্ষিণ এশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিকট থেকে এসেছে। এই মাযহাবের অনুসারী ছূফীরা মা'রেফাত হাছিল করার জন্য দেহকে চরমভাবে কষ্ট দিয়ে স্বীয় ক্বলবকে তাদের ধারণা মতে জ্যোতির্ময় করার চেষ্টা করে থাকে। প্রায় সকল ছূফীই এরূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

২- খৃষ্টানদের নিকট থেকে আগত মাযহাব, যা 'হুলূল' ও 'ইত্তেহাদ' দু'ভাগে বিভক্ত। 'হুলূল' (المذهب الحلولي) অর্থ 'মানুষের দেহে আল্লাহ্র অনুপ্রবেশ' (هو القول بأن الله يحل في الإنسان)। হিন্দু মতে 'নররূপী নারায়ণ'। ইরানের আবু ইয়াযীদ বিস্তামী (মৃঃ ২৬১ হিঃ) ওরফে বায়েযীদ বুস্তামী ছিলেন এই মতের হোতা।[৯] এই মাযহাবের অন্যতম নেতা হুসাইন বিন মনছূর হাল্লাজ (মৃঃ ৩০৯ হিঃ) নিজেকে সরাসরি 'আল্লাহ' (আনাল হক্ব) বলে দাবী করায় মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।[১০]

---

৩. ডঃ মুহাম্মাদ বিন রবী আল-মাদখালী, হাক্বীক্বাতুছ ছূফিইয়াহ (রিয়াযঃ ওয়াক্বফ মন্ত্রণালয় ১৪১৭ হিঃ) পৃঃ ১৩।
৪. হাক্বীক্বাতুছ ছূফিইয়াহ, পৃঃ ১৪।
৫. ইবনু তায়মিয়াহ, মজমূ'আ ফাতাওয়া (রিয়াযঃ তাবি) ১১শ খণ্ড পৃঃ ৬।
৬. তদেব, পৃঃ ৭)।
৭. হাক্বীক্বাতুছ ছূফিইয়াহ পৃঃ ১৫; গৃহীতঃ ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস পৃঃ ১৬১।
৮. তদেব, পৃঃ ১৭।
৯. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, আল-ফিকরুছ ছূফী (কুয়েতঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ ২য় সংস্করণ, তাবি) পৃঃ ৬৫।= বায়েযীদ বোস্তামীঃ মূল নাম আবু ইয়াযীদ তায়ফূর বিন ঈসা বিন সুরূশান আল-বিসত্বামী (ইরানের) 'কূমিস' প্রদেশের অন্তর্গত 'বিসত্বাম' (بسطام) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই ২৬১/৮৭৪ খৃঃ অথবা ২৬৪/৮৭৭-৮ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। ইলখানী সুলতান মুহাম্মাদ খুদাবন্দা ৭১৩/১৩১৩ সালে বায়েযীদের সমাধির উপর একটি গুম্বয নির্মান করেছিলেন বলে খ্যাত। ...তাঁর সমাধি ছিল শহরের মধ্যস্থলে। =ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, আগষ্ট ১৯৮৬) ২য় খণ্ড পৃঃ ১৪৬; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ঐ, ১৯৮২) ২/১২২-২৩ পৃঃ। **এক্ষণে প্রশ্নঃ** বাংলাদেশের চট্টগ্রাম মহানগরীতে অবস্থিত বায়েযীদ বুস্তামীর নামে খ্যাত সুউচ্চ মাযারটি তাহ'লে কার? নাকি কবর ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ভূয়া মাযারের ন্যায় এটাও অনুরূপ কিছু।- লেখক।
১০. মাদখালী, হাক্বীক্বাতুছ ছূফিইয়াহ খৃঃ ১৯।

৩- ইত্তেহাদ বা ওয়াহ্দাতুল উজূদ (وحدة الوجود) বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শন বুঝায়, যা 'হুলূল'-এর পরবর্তী পরিণতি হিসাবে রূপ লাভ করে। এর অর্থ হ'ল আল্লাহ্র অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া (الفناء فى الله)। অস্তিত্ব জগতে যা কিছু আমরা দেখছি, সবকিছু একক এলাহী সত্তার বহিঃপ্রকাশ। এই আক্বীদার অনুসারী ছূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। এদের মতে মূসা (আঃ)-এর সময়ে যারা বাছুর পূজা করেছিল, তারা মূলতঃ আল্লাহকে পূজা করেছিল। কারণ তাদের দৃষ্টিতে সবই 'আল্লাহ'। আল্লাহ আরশে নন, বরং সর্বত্র ও সবকিছুতে বিরাজমান। অতএব মানুষের মধ্যে মুমিন ও মুশরিক বলে কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি মুর্তিপুজা করে বা পাথর, গাছ, মানুষ, তারকা ইত্যাদি পুজা করে, সে মূলতঃ আল্লাহকে পুজা করে। সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতির প্রকাশ রয়েছে। তাদের ধারণায় খৃষ্টানরা কাফের এজন্য যে, তারা কেবল ঈসা (আঃ)-কেই প্রভু বলেছে। যদি তারা সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ বলত, তাহ'লে তারা কাফের হ'ত না। বলা বাহুল্য এটাই হ'ল হিন্দুদের 'সর্বেশ্বরবাদ'।

তৃতীয় শতাব্দী হিজরী থেকে চালু এইসব কুফরী আক্বীদার ছূফী সম্রাট হ'লেন সিরিয়ার মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী (মৃঃ ৬৩৮ হিঃ)।[১১] বর্তমানে এই আক্বীদাই মা'রেফাত পন্থী ছূফীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই আক্বীদার নেতৃত্বে আরও রয়েছেন ইবনু সাবঈন, ইবনুল ফারিয, আফীফ তিলমেসানী, আব্দুল করীম জায়লী (মৃঃ ৮১১ হিঃ), আব্দুল গণী নাবলুসী ও আধুনিক কালে আবিষ্কৃত বিভিন্ন তরীকার ছূফীরা।[১২]

এদের দর্শন হ'ল এই যে, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার সম্পর্ক এমন হ'তে হবে যেন উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কোন ফারাক না থাকে'।[১৩] সম্ভবতঃ এই দর্শনের কারণেই দরগাহ ও খানক্বাহ গুলোতে ব্যভিচার ও সমকামিতার বিস্তার ঘটেছে বলে ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে। অথচ 'আল্লাহ কারু সাথে মিলতে পারেন না। আল্লাহ ও বান্দা কখনোই এক হ'তে পারে না। যেমন আল্লাহ বলেন, (ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير) 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (শূরা ১১)। 'তিনি কাউকে জন্ম দেন না, তিনি কারু জন্মিতও নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই' (ইখলাছ ৩-৪)। বলাবাহুল্য 'ফানাফিল্লাহ'-র উক্ত আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে কুফরী আক্বীদা। এই আক্বীদাই বর্তমানে চালু আছে।[১৪]

হিন্দু দার্শনিকগণ ঈশ্বর, মানুষ ও ব্যাঙের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে বলেন, 'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়। হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়'।

একই দর্শনের প্রভাবে মুসলিম ছূফীগণ আহমাদ ও আহাদ -এর মধ্যে কোন প্রার্থক্য খুঁজে পান না। তারা বলেন,

আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা;
'আহমাদ' 'আহাদ' হ'লে তবে যায় জানা।
মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেখরে মন,
দেখবি সেথায় বিরাজ করে 'আহাদ' নিরঞ্জন।

এরা আরও বলেন, 'যত কল্লা তত আল্লাহ'। হিন্দু দার্শনিকগণ সর্বত্র ঈশ্বর দেখেন। যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবিতা লিখছেন, 'তুমি আছ অনল-অনিলে চির নভো নীলে, ভূধর সলিলে গহনে। আছ বিটপী লতায় জলধের গায়, শশী তারকায় তপনে...'। উর্দু কবি বলছেন,

بتاؤ مہر منوّر میں نور کس کا ہے
میان انجم تاباں ظہور کس کا ہے

'বল জ্যোতির্ময় চন্দ্রের মধ্যে আলো কার? বল তারকারাজির দীপ্তির মাঝে কার প্রকাশ? বায়েযীদ বুস্তামী (মৃঃ ২৬১ হিঃ) বলেন, طلبتُ الله ستين سنة فإذا أنا هو '৬০ বছর ধরে আমি আল্লাহ্কে খুঁজেছি। এখন দেখছি তিনি আমিই'। হুসাইন বিন মনছূর হাল্লাজ (মৃঃ ৩০৯ হিঃ) আল্লাহ ও নিজের সম্পর্কে বলেন, نحن روحان حللنا بدنا 'আমরা দু'টি রূহ একটি দেহে লীন হয়েছি'। আর এজন্যেই তিনি নিজেকে 'আমিই সত্য' (أنا الحق) বা আল্লাহ বলেছিলেন।[১৫]

১- আল্লাহ সম্পর্কে মা'রেফাত পন্থীদের উপরোক্ত কুফরী ধারণা অবহিত হওয়ার পরে তাদের অন্যান্য আক্বীদা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব।-

---

১১. তদেব, পৃঃ ২০; যেমন ইবনু আরাবীর একটি কবিতা নিম্নরূপঃ

العبد حق والرب حق + ياليت شعري مَنِ المكلّفُ
إنْ قلت عبد فذاك حق + او قلت رب أنى يكلف

'বান্দা ও সত্য, রবও সত্য। জানিনা কে শরীয়তের বাধ্য?
যদি তুমি বলো যে, সে হ'ল বান্দা, তবে সেটাও সত্য। কিংবা যদি তুমি বলো যে, সে হ'ল রব, তবে কোথায় কাকে বাধ্য করা হবে?

১২. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, ফাযায়েহুছ ছূফিইয়াহ (কুয়েতঃ দারুসসালাফিইয়াহ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ৪৪।

১৩. ইবনু তায়মিয়াহ, আল উবূদিইয়াহ্ (রিয়াযঃ দারুল ইফতা ১৪০৪/১০৮৪) পৃঃ১০৮। أن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق فى نفس وجودهما-

১৪. তদেব, পৃঃ ১১৩ ও ১০৮।

১৫. আব্দুর রহমান দেমাশকী, আল-নাক্বশবান্দিইয়াহ (রিয়াযঃ দার ত্বাইয়েবাহ ৩য় সংস্করণ ১৪০৯/১৯৮৮) পৃঃ ৬২, ৭৪, ৭৫।

২- **রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কেঃ** মুহাম্মাদ (ছাঃ) স্বয়ং আল্লাহ হিসাবে আরশে সমাসীন। আসমান-যমীন সহ সমস্ত মাখলূকাত তাঁর নূরের সৃষ্টি। ইবনু আরাবী ও তার শিষ্যদের এটাই আক্বীদা। এদেশের মীলাদের মজলিসে ক্বিয়ামের অবস্থায় কবিতাকারে বলা হয়-

ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কর্
উতার পড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুছ্তফা হো কর্

অর্থাৎ 'আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, তিনিই মুছতফা রূপে মদীনায় অবতীর্ণ হলেন' (নাঊযুবিল্লাহ)। অন্ততঃ 'রাসূল (ছাঃ) যে আল্লাহ্র নূর' এবং 'আল্লাহ্র নূরে মুহাম্মাদ পয়দা ও মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান পয়দা' এ আক্বীদা এদেশের অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে বিরাজমান।

৩- **আউলিয়া সম্পর্কেঃ** তাদের মধ্যে কেউ আউলিয়াদেরকে নবী (ছাঃ)-এর উপরে স্থান দেন। তবে সাধারণ ছূফীগণ আউলিয়াদেরকে আল্লাহ্র গুণাবলীর সমান ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র ন্যায় তারাও রূযীদাতা, রোগ আরোগ্যদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা ইত্যাদি। তাদের ধারণায় অলিদের একটি বিরাট সাম্রাজ্যের জাল বিস্তৃত রয়েছে। যার মাধ্যমে তারা সৃষ্টিকুল পরিচালনা করে থাকেন। তাদের মধ্যে একজন 'গাউছ', চারজন 'কুতুব', সাতজন 'আবদাল' ও প্রত্যেক শহরে একজন করে 'নাজীব' রয়েছেন। প্রতি রাত্রিতে হেরা গুহাতে এরা সমবেত হয়ে সৃষ্টিকুলের তাক্বদীর পর্যালোচনা করেন।

৪- **জান্নাত ও জাহান্নামঃ** এ সম্বন্ধে তাদের আক্বীদা হ'ল কোন ছূফীর জন্য জান্নাতের আকাংখী হওয়া ও জাহান্নামের ভয় করা সিদ্ধ নয়। কামেল ছূফীর জন্য এটা বড় ধরণের ত্রুটি। বরং তাদের প্রধান লক্ষ্য হ'ল 'ফানাফিল্লাহ' বা আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন হওয়া। আর এটাই হ'ল ছূফীদের জন্য জান্নাত।

৫- **ইবলীস ও ফেরাঊনঃ** ইবলীস এদের নিকটে সৃষ্টিকুলের সেরা তাওহীদ পন্থী। কেননা সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করতে রাযী হয়নি। অনুরূপ ভাবে ফেরাঊন তাদের নিকটে সেরা তাওহীদবাদী মুমিন ও জান্নাতী। কেননা সে নিজেকে اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব' (নাযে'আহ ২৪) বলে আল্লাহ্র মূল হাক্বীক্বত উপলব্ধি করেছিল। কেননা كُلُّ مَوْجُوْدٍ هُوَ اللهُ 'প্রত্যেক অস্তিত্বই আল্লাহ'।

৬- **যিকরঃ** তাদের নিকটে 'যিকরের তাৎপর্য হ'ল আল্লাহ্র সত্তা বান্দার সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে জ্যোতির্ময় হওয়া' إن حقيقة الذكر عبارة عن تجليه سبحانه لذاته بذاته فى عين العبد ফলে 'যিকরকারী স্বয়ং আল্লাহতে পরিণত হয়ে যায়' يصبح الذاكر هو نفس المذكور و بالعكس)। আর একারণেই বায়েযীদ বুস্তামী বলেন, سبحاني ما أعظم شانى 'মহাপবিত্র আমি, আমার কতই না বড় মর্যাদা'! তাঁর দরজায় কেউ ধাক্কা দিলে তিনি বলতেন, ليس فى البيت غير الله 'বাড়িতে কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া। মনছূর হাল্লাজ বলেন, أنا الحق 'আমিই আল্লাহ'।[১৬]

৭- **ইবাদত সম্পর্কেঃ** তাদের ধারণায় ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদত সমূহ সাধারণ মুসলমানদের জন্য। ছূফীরা খাছ রবং খাছ -এরও খাছ। অতএব তাদের খাছ ইবাদত রয়েছে। তাযকিয়ায়ে নফ্স বা আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য তাছাউওফ পন্থীদের মূল ইবাদত হ'ল যিকরের মাধ্যমে আল্লাহ্র সঙ্গে মিলন হওয়া ও তাঁর অস্তিত্বে বিলীন হওয়া। যাতে একজন ছূফী কোন কিছুকে 'কুন' বল্লেই তা হয়ে যায়। তারা তাদের মা'রেফাতের চক্ষু দিয়ে সৃষ্টির গোপন বিষয় সমূহ দেখতে পান। ফলে যাহেরী শরীয়তে অনেক কিছু হারাম হ'লেও আউলিয়াদের শরীয়তে সেগুলি সিদ্ধ। কেননা মুহাম্মাদী শরীয়ত সাধারণ লোকের জন্য ও ছূফীদের শরীয়ত খাছ লোকদের জন্য। বরং তারা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেন,

كفرتُ بدين الله والكفرواجبٌ + لدىّ وعند المسلمين قبيح

'আমি আল্লাহ্র দ্বীনকে অস্বীকার করি। আর এই কুফরী আমার নিকটে ওয়াজিব ও মুসলমানদের নিকটে মন্দ কাজ।[১৭]

৮- **হালাল-হারামঃ** অদ্বৈতবাদী দর্শনের অনুসারী ঐসব ছূফীদের মতে তাদের জন্য কোন কিছু হারাম নয়। কেননা প্রত্যেক সৃষ্টিই সমান। তাদের মধ্যে ভেদাভেদ নেই। মদ্যপান, যেনা-ব্যভিচার, সমকামিতা, পশু কামিতা এদের ধারণা মতে হারাম নয়। বরং তাদের উপরে হারাম-হালালের বিধানই প্রযোজ্য নয়।

৯- **শাসন ও রাজনীতিঃ** এ সম্পর্কে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। ছূফীদের আক্বীদা মতে অন্যায়ের প্রতিরোধ বা শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন প্রচেষ্টা সিদ্ধ নয়। কেননা আল্লাহ সবকিছুকে যেভাবে খুশী সেভাবে দাঁড় করিয়ে থাকেন'। বরং আল্লাহ হওয়ার দাবীদার তো স্বয়ং ছূফীরাই। অতএব রাজনীতির উত্থান-পতন তো তাদের হাতেই। সুতরাং তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করাতো অন্যায় বটেই। সম্ভবতঃ

১৬. আন-নকশবন্দীয়াহ পৃঃ ৭৫, ৭৭।
১৭. আন-নক্শবন্দীয়াহ পৃঃ ৬৫।

এই বিশ্বাসের কারণেই আমাদের দেশের রাজনীতি করা জীবিত কিংবা মৃত পীর-ফকীরদের দরবারে যান ও তাদের দরগাহে প্রার্থনার মাধ্যমে ইলেকশন অভিযান শুরু করেন এবং সর্বদা তাদের সাহায্য ও সন্তুষ্টি কামনা করেন।

১০- প্রশিক্ষণঃ মা'রেফাতের ধোকার জালে আবদ্ধ করার জন্য ছূফীদের বিশেষ তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে তারা সবাইকে হতবুদ্ধি করে দেয়। অতিবড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও এদের খপ্পরে পড়ে ঈমান হারায়।[১৮] এজন্য এ পর্যন্ত দু'শতাধিক তরীকা আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৯] মাইজভাণ্ডারী তরীকা মতে রাসূল (ছাঃ)-এর পরে হযরত আলী (রাঃ) হ'লেন বেলায়াতের সর্ববাদী সম্মত ইমাম। তারপরে বাগদাদের গাওছুল আযম সৈয়দ আব্দুল কাদের জীলানী। তারপর ভারতের খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী। তারপর চট্টগ্রামের সৈয়দ আহমাদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারী ও তারপর বেলায়াতের সর্বশেষ নিশানবরদার হিসাবে বিশ্বে আবির্ভূত হয়েছেন গওছুল আযম সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী। এই চারজন গাউছুল আযমের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইলমে বেলায়াতকে প্রকাশ করে পূর্ণতা নকশবন্দী দান করেছেন।[২০] মোজাদ্দেদী তরীকার পীরগণ ক্বলবকে জ্যোতির্ময় করে আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে বিলীন করার জন্য মানব দেহকে ১০টি লতীফায় ভাগ করেছেন। যথা- ক্বলব, রূহ, সির্র, খফি, আখফা, নফস, আব, আতশ, খাক, বাদ। নফসের স্থান ললাটে, শেষের চারটি তামাম দেহে ও বাকী পাঁচটি বক্ষদেশে। রূহ ডান স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে ও খফি তার দু'আঙ্গুল উপরে, ক্বলব বাম স্তনের দু'আঙ্গুল নীচে ও সির্র তার দু'আঙ্গুল উপরে। আখফা হ'ল বক্ষদেশের নিম্ন মধ্যস্থলে।

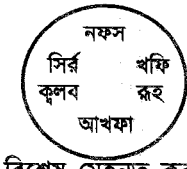

এগুলির প্রত্যেকের উপরে বিশেষ মেহনত করতে হয়, যা অতীব কষ্টসাধ্য।[২১] নকশবন্দী তরীকার একটি নির্দেশ নিম্নরূপঃ

وبعد الفناء فى الله كن كيفما تشاء + فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر

'ফানাফিল্লাহ্'র পরে তুমি যেমন খুশী তেমন হও। তোমার ইলমে কোন অজ্ঞতা নেই তোমার কর্মে কোন পাপ নেই'।[২২]

পরিশেষে বলব, ইসলামী আক্বীদার সাথে মা'রেফাতের নামে প্রচলিত ছূফীবাদী আক্বীদার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও ছূফীদর্শন সরাসরি সংঘর্ষশীল। ছূফীবাদের ভিত্তি হ'ল আউলিয়াদের কাশ্‌ফ, স্বপ্ন, মুরশিদের ধ্যান ও ফয়েয ইত্যাদির উপরে। পক্ষান্তরে ইসলামের ভিত্তি হ'ল আল্লাহ্ প্রেরিত 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে। ছূফীদের আবিষ্কৃত তরীকা সমূহ তাদের কপোলকল্পিত। এর সাথে কুরআন, হাদীছ, ইজমায়ে ছাহাবা, ক্বিয়াসে ছহীহ কোন কিছুরই দূরতম সম্পর্ক নেই। ছূফীদের ইমারত খৃষ্টানদের বৈরাগ্যবাদ (رهبانية)-এর উপরে দণ্ডায়মান। ইসলাম যাকে প্রথমেই দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে (হাদীদ ২৭)। বর্তমান কালের ছূফী ও মা'রেফতী জটাধারী ফকীরেরা তাদের বাহ্যিক নোংরা ও দুর্গন্ধময় বৈরাগ্যবাদী পোষাকের আড়ালে চরম ভোগবাদী অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। তথাকথিত মাযারগুলির সাথে সংশ্লিষ্টরা এবিষয়ে যথেষ্ট ধারণা রাখেন।

অতএব তাওহীদী আক্বীদাকে ঐসব কুফরী মা'রেফতী আক্বীদা হ'তে পরিচ্ছন্ন করা ব্যতীত সত্যিকারের মুমিন হওয়ার কোন পথ নেই। দেহের জন্য যেমন বিষাক্ত খাবার ক্ষতিকর, রূহের জন্য তেমনি ঐসব বিষাক্ত আক্বীদা অত্যন্ত ক্ষতিকর, যার চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম। দর্শনের নামে এইসব হলাহল থেকে দূরে থেকে ঈমান ও আমলের মাধ্যমে জান্নাত তালাশ করতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত যাহেরী ও বাত্বেনী নে'মত সমূহ উপলব্ধি করে তা যথার্থ পথে ভোগ ও ব্যবহার করতে হবে এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁকে সত্যিকারভাবে চিনবার বুঝবার ও আনুগত্য করার তাওফীক দিন- আমীন!

সমন্বয় প্রচেষ্টাঃ

কোন কোন মুসলিম বিদ্বান ছূফীবাদকে ইসলামের সাথে সমন্বয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। এমনকি রাসূল 'মুহাম্মাদ (দঃ)-কে সুফীবাদ বা ইসলামী মারেফাতের আদিগুরু' বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। তাঁরা ইসলামের মহান চার খলীফাকেও এই কাতারে শামিল করেছেন এবং বলেছেন যে, 'ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্র (দঃ) একদল শিষ্য যাহারা আহলুস সাফ্‌ফা (বরং ছুফ্‌ফাহ -লেখক) নামে পরিচিত। তাহারাও রাসূলুল্লাহ্র (দঃ) আধ্যাত্মিক শিক্ষার পথ অনুসরণ করিয়া মসজিদের এক কোণে খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন'। যখন এইচ, মর্টেন, গোল্ডযীহের প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ছূফীবাদকে বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের শিক্ষা হ'তে উদ্ভূত বলেন, ভনক্রেমার, নিকলসণ প্রমুখ পণ্ডিতগণ একে খৃষ্ট্রানী ও নিও-প্লেটোনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত বলেন, ব্রাউন ও তাঁর অনুসারী

১৮. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক ফাযায়েহুছ ছূফিইয়াহ (কুয়েতঃ দারুস সালাফিইয়াহ ১৪০৪/১৯৮৪) পৃঃ ৪৪-৪৯।
১৯. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা (বগুড়াঃ সাহিত্য কুটির, ৩য় সংস্করণ মার্চ ১৯৭৬) পৃঃ ৩৮৫।
২০. সৈয়দ সফিউল বশর মাইজভাণ্ডারী আল-হাচানী, নিশানে ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়া (গাউছিয়া রহমান মনজেল, পোঃ ভাণ্ডারী শরীফ, চট্টগ্রাম, তাবি) পৃঃ ৪।
২১. মাওলানা আব্দুস সালাম, মুয়াল্লেমুল মা'রিফাত পৃঃ ২৬-২৭।
২২. আন-নকশবন্দীয়াহ পৃঃ ৬২।

দার্শনিকগণ ছূফীবাদকে পারসিক প্রভাবিত বলেন, তখন ছূফীবাদের পক্ষে আমরা কুরআনের কিছু আয়াত এবং হাদীছের নামে কিছু বানোয়াট উক্তিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, 'সূফীবাদ ইসলামী জমিনে উপ্ত ও ইসলামী আবহাওয়ায় বর্ধিত'। এমনকি তারা রাসূল (ছাঃ)-কেও 'পীর' বানিয়ে ছেড়েছেন। যেমন তাঁরা বলেন, 'সকল সূফী তরীকা হজরত মুহম্মাদ (দঃ)-কে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পীর বলিয়া অভিহিত করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস বলিয়া মনে করেন। ...সূফী তরীকা অসংখ্য। কতকগুলি বহু পুরাতন, আবার নূতন কতকগুলি তরীকা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুই শতের অধিক তরীকা বর্তমান। [২৩]

দেশের অন্যতম বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত একটি বইয়ের উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ প্রমান করে যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্র পড়ানোর নামে মুসলিম ছাত্রদের আক্বীদাকে কিভাবে বিনষ্ট করা হচ্ছে এবং অমুসলিম বিদ্বানদের কাছে ইসলামকে কিভাবে হেয় করা হচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে ও তাঁর ছাহাবীগণের যাবতীয় অধ্যাত্ম সাধনা ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর জন্য তাঁরা পৃথক কোন যিকরের তরীকা আবিষ্কার করেননি। তাঁরা ছালাতে এমনভাবে নিমগ্ন হ'তেন যেন আখেরাতের এক পাগলপরা মুসাফির। ছালাত শেষে বেরিয়ে যেতেন ব্যবসা-বাণিজ্য, জিহাদ ও অন্যান্য দুনিয়াবী কাজে। যারা মসজিদে নববীতে আশ্রিত ছিলেন, তারা হাদীছ শ্রবণ ও মুখস্ত করণে এবং নফল ইবাদতে রত থাকতেন। প্রয়োজনে জিহাদে গমন করতেন। হযরত আবু হুরায়রা (ছাঃ) ছিলেন যাদের অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব। যিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বাহরায়েনের ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে মদীনার গভর্ণর ছিলেন। চার খলীফার তিন খলীফাই অমুসলিম, ফাসিক ও বিদ'আতীদের হাতে শহীদ হয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) নিজে মাক্কী জীবনের ১৩ বছরে লোকদের নিকটে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। বিনিময়ে পেয়েছেন ধিক্কার, গীবত, তোহমত, বয়কট অবশেষে হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিনামে হিজরত। মাদানী জীবনের ১০ বছরের ২ থেকে ৯ম হিজরী পর্যন্ত আট বছরে ১৯টি 'গাযওয়া' ও ৬৩টি 'সারিইয়াহ' সহ মোট ৮২টি ছোট বড় যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন।[২৪] ওহোদের যুদ্ধে তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছে। তিনি বিয়েশাদী করেছেন, সন্তান পালন করেছেন, হালাল ব্যবসা করেছেন, ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি সম্পাদন করেছেন। তিনি সম্পদকে ঘৃণা করেননি। বরং সম্পদশালী হওয়ার জন্য প্রিয় ছাহাবী আনাস (রাঃ)-এর জন্য দো'আ করেছেন।[২৫] বর্তমান যুগে মুমিনের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে শরীয়ত, তরীক্বত, মা'রেফাত ও হাক্বীক্বত- এই চার ভাগে ভাগ করে আমলকে শরীয়তের বিষয়বস্তু, ঈমান ও আক্বীদাকে ইলমে কালাম বা দর্শন শাস্ত্রের বিষয়বস্তু, ইহসান ও ইখলাছকে তরীক্বত ও হক্বীক্বত-এর বিষয়বস্তু গণ্য করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক শাস্ত্র হিসাবে পেশ করা হচ্ছে। অথচ ইসলাম মানুষের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ধর্ম। জীবনের সকল স্তরের জন্য ইসলাম সর্বদা হেদায়াতের আলোক বর্তিকা স্বরূপ। ঈমান, আমল ও ইহসানের ত্রিবিধ সমাহারে একজন প্রকৃত মুমিন হয়ে ওঠেন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ বা ইনসানে কামেল। এই কামালিয়াত বা পূর্ণতার মধ্যেও সর্বদা কমবেশীর প্রতিযোগিতা চলবে। যেমন রাসূলগণের ও ছাহাবীগণের মধ্যে ছিল। তাই প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই ঈমান, আমল ও ইখলাছের ক্ষেত্রে সর্বদা অধিক হ'তে অধিকতর পূর্ণতা হাছিলের চেষ্টায় রত থাকবেন এবং আল্লাহ্র মাগফেরাত ও জান্নাত লাভে সচেষ্ট হবেন। এটাই আল্লাহ্র কাম্য ও এটাই হ'ল ইসলামী দর্শনের মূল কথা। মুমিনকে আল্লাহ প্রদত্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহরাজির সন্ধানে সদা তৎপর থাকতে হবে ও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আজ কাফেররা আল্লাহ্র গোপন নে'মত সমূহ আবিষ্কার করে বিশ্ববাজার দখল করছে। আর নামধারী আউলিয়ারা সারা জীবন দরগাহে বসে যিকর করে 'ফানাফিল্লাহ্'র মহড়া দিচ্ছেন। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন!!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, করাচীর মুফতী মুহাম্মাদ শফী কৃত তাফসীর 'মা'আরেফুল কুরআন' যা ঢাকার মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক অনুদিত ও সংক্ষেপায়িত এবং সঊদী আরব সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত যা বাংলাভাষীদের নিকটে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য প্রেরিত হয়েছে, সেখানে সূরা হিজর-এর ২৯ নং আয়াতে বর্ণিত 'রূহ' সম্পর্কিত আলোচনায় ছূফীবাদের ঐসব অনুমানভিত্তিক কথার অবতারণা করা হয়েছে এবং পরিশেষে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে (উক্ত তাফসীর পৃঃ ৭২৯-৩০)। আল্লাহ বলছেন, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَ مَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً 'বলে দিন (হে রাসূল!) 'রূহ' আমার প্রভুর একটি হুকুম মাত্র এবং তোমাদেরকে এ বিষয়ে খুবই কম জ্ঞান

২৩. প্রাগুক্ত, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা পৃঃ ৩৮১-৮৫।
২৪. সুলায়মান মনছূরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন (দিল্লীঃ ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউস, ১ম প্রকাশ ১৯৮০) ২য় খণ্ড পৃঃ ১৮৫-২০২।
২৫. বুখারী, কিতাবুদ দা'ওয়াত হা/৬৩৪৪; তিনি বলেন,
نعم المال الصالح للمرء الصالح
'নেক্কার ব্যক্তির জন্য হালাল সম্পদ কতই না উত্তম, (আহমাদ, ৪/১৯৭, সনদ ছহীহ; গৃহীতঃ হাক্বীক্বীতুছ ছূফিইয়াহ পৃঃ ২৪)।

দান করা হয়েছে' (বনী ইসরাঈল ৮৫)। পক্ষান্তরে এঁরা রূহকে স্বর্গজাত ও মর্ত্যজাত দু'ভাগে ভাগ করে স্বর্গজাত রূহকে আল্লাহ্র আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম কল্পনা করেছেন এবং বলেন যে, 'অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান'। শুধু তাই নয় ঐ রূহকে আবার 'পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়' বলে মত প্রকাশ করেছেন। যথাঃ কলব, রূহ, সির, খফী, আখফা। অতঃপর মর্ত্যজাত রূহ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন। এই মর্ত্যজাত রূহকেই 'নফস' বলা হয়'। যেখানে আল্লাহপাক মাটিকেই মানব সৃষ্টির উপাদান হিসাবে ঘোষণা করছেন (হিজর ২৬), সেখানে এঁরা বলছেন- 'কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানবসৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিষের মধ্যে পরিব্যপ্ত'। ছূফীদের নিকটে যা দশটি লতীফা হিসাবে পরিচিত। অর্থাৎ কলব, রূহ, নফস, সির্র, খফী, আখফা, আগুন, পানি, মাটি ও বায়ু। বলা হয়েছে, 'এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রেফতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্য পাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ المرء مع من أحب অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গ লাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে। খোদায়ী দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং খোদায়ী সঙ্গ লাভের কারণেই খোদায়ী রহস্য দাবী করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সেজদা করুক। আল্লাহ বলেন, فَقَعُوْا لَهُ سٰجِدِيْنَ (তারা সবাই তার প্রতি সেজদায় অবনত হলো)'।

কি সুন্দর তাফসীর! সম্মানিত মুফাসসিরে কুরআন অবশেষে মানুষকে আল্লাহ বানিয়েই তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর এই উর্বর কল্পনা শক্তির জন্য ধন্যবাদ দিতাম, যদি তিনি স্বীয় কল্পনার পক্ষে কুরআন ও হাদীছকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার না করতেন। বর্ণিত হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, হে রাসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তি একটি কওমকে ভালবাসে। কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হ'তে পারেনি। তখন রাসূল (ছাঃ) জওয়াবে বললেন, ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে যাকে সে মহব্বত করে'। অর্থাৎ দুনিয়ায় তার সাথে সাক্ষাত না হ'লেও আখেরাতে তার সাথে মিলিত হবে। পরবর্তী হাদীছে যা হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত সেখানে বলা হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কখন হবে? রাসূল (ছাঃ) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি বলল, কোন প্রস্তুতি নেইনি। কেবল এতটুকুই যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أنت مع من أحببتَ তুমি যাকে ভালবাস, তার সাথেই থাকবে'।[২৬] উপরোক্ত হাদীছে কোথাও বান্দার সঙ্গে 'আল্লাহ্র আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ' -এর কথা ইশারা ইঙ্গিতেও বলা হয়নি। এই স্পষ্ট হাদীছের উদ্ভট ও অপব্যাখ্যা করেই ছূফীরা তাদের 'ফানাফিল্লাহ্' নামক মাতলামি দর্শনের পক্ষে দলীল খাড়া করেছেন ও আল্লাহ কর্তৃক 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত অভিসম্পাতগ্রস্ত' ও 'কাফির' (হিজর ৩৫, বাক্বারাহ ৩৫) ইবলীসকে খাঁটি তাওহীদবাদী ঈমানদার হিসাবে গণ্য করেছেন। কারণ সে আদমকে সিজদা না করে স্রেফ আল্লাহকেই সিজদা করতে চেয়েছিল। সে যে আদম (আঃ)-কে সিজদা করার ব্যাপারে আল্লাহ্র হুকুমকে অগ্রাহ্য করেছিল, এ বিষয়টি ছূফীদের কাছে কোন অন্যায় নয়। আশেক-মা'শূকের প্রেমসাগরে হাবুডুবু খেয়ে ফানাফিল্লাহ্র দর্শন প্রচারের মাধ্যমে আব্দ ও মা'বূদের পার্থক্য ঘুঁচিয়ে দিয়ে মানুষের উপরে তাঁরা নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করতে চান। নির্ভেজাল তাওহীদী দর্শন এইসব ধোকাবাজি দর্শনের সুউচ্চ সৌধকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম ইনশাআল্লাহ।

বলা আবশ্যক যে, ইসলামী শরীয়তে মানুষের সিজদা পাওয়ার যোগ্য কেবলমাত্র আল্লাহ, অন্য কেউ নয়। রাসূল (ছাঃ)-এর অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা বিষয়টি সাব্যস্ত। দুর্ভাগ্য যে, এইসব লোকেরা কোনরূপ দলীল প্রমাণ ছাড়াই কেবলমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে আল্লাহ সম্পর্কে অহেতুক ঝগড়া সৃষ্টি করেছে এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি তথা আব্দ ও মা'বূদকে একাকার করে ফেলেছে। অতঃপর নিজেদেরকে 'আল্লাহ'র আসনে বসানোর দাবী করেছে। এভাবে তারা মানুষের উপরে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করতে চায় ও ভক্তির চোরাগলি দিয়ে ভক্তের শুধু পকেট ছাফ করেনা বরং তার সবকিছু লুট করে নেয়। আল্লাহ আমাদের সুমতি দিন- আমীন!!

২৬. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত 'আদাব' অধ্যায়; 'আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা' অনুচ্ছেদ, হা/৫০০৮, ৫০০৯।

তাকবীরের সমস্যা

- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

[যশোর নওয়াপাড়া বেঙ্গল টেক্সটাইল মিল্‌স হ'তে সরদার আশরাফ হোসায়েন সম্প্রতি আমাদের নিকটে ঈদায়েনের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে জানার জন্য একটি পত্র ও তৎসহ আনুসঙ্গিক কিছু পত্রাদির অনুলিপি প্রেরণ করেন। যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল। পত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধান সম্পাদক ছাহেবকে বিষয়টির উপরে লেখার জন্য অনুরোধ করা হয়। এক্সিডেন্ট-এর কঠিন কষ্ট সহ্য করেও তিনি প্রবন্ধটি লিখে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর নিকটে কৃতজ্ঞ।- সম্পাদক।

পত্রাদির সার সংক্ষেপঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে সনদ প্রাপ্ত জনৈক আলেম বিগত ২২.০৪.৯৫ ইং তারিখে দৈনিক সংগ্রাম সহ অন্যান্য জাতীয় দৈনিকে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান যে ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেন, হাদীছে তার কোন ভিত্তি নেই। উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে কয়েক বৎসর হয়ে গেল। অথচ এ যাবত কোন আলেম উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ছয় তাকবীরের পক্ষে দলীল ভিত্তিক কোন বক্তব্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায়নি।

ইতিমধ্যে মাসিক 'মদীনা' জুন'৯৭ সংখ্যার ১৮ নং প্রশ্নের উত্তরে দেখলাম সেখানে বলা হয়েছে, 'তবে যেহেতু আমাদের নিকটে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর সম্পর্কিত বর্ণনাই সর্বপেক্ষা শুদ্ধ এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে, একারণে আমরা ছয় তাকবীর দেওয়াটাই সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত মনে করছি'। এটা পাওয়ার পরে আমি সম্মানিত মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে ছয় তাকবীরের পক্ষে দলীল প্রমাণ সহ তাঁর বক্তব্য পেশ করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখি। তখন তিনি আমার পত্রের উল্টা পিঠে উক্ত বিজ্ঞপ্তিকে 'কোথাকার কোন চুনো পুটির আস্ফালন' বলেন ও ছয় তাকবীরের পক্ষে তারজুমানুস সুন্নাহ, তাহাবী শরীফ এবং ফেকহুস সুনানে ওয়াল আছার নামক কেতাবগুলি পড়ে দেখতে বলেন। জনৈক বিজ্ঞ আলেমকে বললে তিনি ঐসব গ্রন্থে ছয় তাকবীরের কোন হাদীছ না পেয়ে আমাকে লিখিত ভাবে জানান যে, 'মুহতারাম মদীনা সম্পাদক আপনার প্রশ্নের যে জওয়াব দিয়েছেন, তা অন্ধকে হাইকোর্ট দেখানোর মত'। তিনি বলেন যে, মাওলানা মুহতারামকে লিখুন, ঐ তিনটি কেতাব হ'তে ছহীহ, মরফূ, মুত্তাছিল একটি হাদীছ লিখে দিতে। তার জবাব দুনিয়াতে পাবেন বলে আমার মনে হয় না'।

এর পরে ফেরত খামসহ মুহতারাম 'মদীনা' সম্পাদক ছাহেবকে পুনরায় অনুনয়-বিনয় করে লিখলে তিনি একইভাবে আমার পত্রের নীচে লেখেন যে, 'আপনার সাথে তর্কযুদ্ধ করার পর্যাপ্ত সময় আমার নেই বলে দুঃখিত। আপনি 'এ'লা-উস্ সুনান' নামক হাদীছ সংকলনীতে ঈদের তাকবীর বিষয়ক আলোচনা টুকু একবার পড়ুন। আশা করি কোন দ্বিধা থাকবে না'। কিন্তু মুশকিল হ'ল, তাঁর পরামর্শমত পূর্বের তিনটি কেতাবে যখন পাওয়া যায়নি, তখন সর্বশেষ এই কেতাবেও যে পাওয়া যাবে, সে বিশ্বাস আমার হারিয়ে গেছে। তাই অবশেষে আত-তাহরীক -এর শরণাপন্ন হ'লাম। আশা করি আমাদের মত সাধারণ মানুষকে জান্নাতের পথ দেখাতে কোনরূপ কার্পন্য করবেন না।]

ঈদায়নের তাকবীর সংখ্যা প্রথম রাক'আতে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট বারো। হাফেয ইবনু আবদিল বার্র বলেন, শক্তিশালী বা দুর্বল কোন সনদে এর বিপরীত কিছু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়নি এবং এর উপরেই প্রথম যুগের আমল প্রচলিত ছিল।[১] ১২ তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে আবুদাঊদ শরীফে ছহীহ ও হাসান সূত্রে ৪টি (হাদীছ সংখ্যা ১১৪৯-৫২; ঐ ছহীহ হা/১০১৮-২১), ইবনু মাজাহ শরীফে ৩টি (হা/১২৭৮-৮০), তিরমিযী শরীফে ১টি (হা/৫৪২, ঐ, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২)। আমর বিন আওফ আল-মুযানী (রাঃ) বর্ণিত তিরমিযী শরীফের উক্ত হাদীছটি নিম্নরূপঃ[২]

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰه عليم و سلم كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْأُوْلٰى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِى الْاٰخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ –

হাদীছটি উল্লেখ করে ইমাম তিরমিযী বলেন, حديث حسن و هو أحسن شىئ روي فى هذا الباب عن النبي (ص) و فى الباب عن عائشة و ابن عمر و عبد الله بن عمرو

অর্থ- হাদীছটি হাসান এবং এটিই অত্র বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত সর্বাপেক্ষা সুন্দর হাদীছ। অত্র বিষয়ে হযরত আয়েশা, আব্দুল্লাহ বিন ওমর ও আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকেও বর্ণনা রয়েছে'। তিনি বলেন যে, 'আমি ইমাম বুখারীকে অত্র বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ليس فى هذا الباب شىئ أصح من هذا و به أقول অর্থাৎ 'এ বিষয়ে এই হাদীছের চাইতে ছহীহ কোন হাদীছ নেই এবং আমিও একথা বলি' (বায়হাক্বী ৩/২৮৬)। ইমাম আহমাদ ও আলী বিনুল মাদনীও হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন' (তালখীছ -এর বরাতে তুহফাতুল আহ্ওয়াযী,

১. ফিকহুস সুন্নাহ (কায়রোঃ দারুল ফাৎহ, ৫ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২) ১ম খণ্ড পৃঃ ২৩৯।
২. তিরমিযী (দিল্লীঃ মুজতাবায়ী প্রেস ১৩০৮ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৭০; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৯; মিশকাত- আলবানী, হা/১৪৪১।

উক্ত হাদীছের টীকা দ্রষ্টব্য)। তিরমিযীর ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, এর চাইতে বরং আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণিত ১২ তাকবীরের হাদীছটি অধিকতর ছহীহ যা আবুদাঊদে (হা/১১৫১-৫২) বর্ণিত হয়েছে (তুহফা হা/৫৩৪ -এর টীকা)। আয়েশা (রাঃ) থেকে আবুদাঊদে ছহীহ সূত্রে আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৩]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ফারেগ জনৈক আলেম ও মরহুম মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল স্বীয় নামায শিক্ষা ২য় খণ্ডে ১২ তাকবীরের পক্ষে ১৩টি হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত যথাক্রমে ২১ ও ২২টি হাদীছ পেশ করেছেন। বরং সঠিক সংখ্যা তার চাইতে বেশী। বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ শরীফে ঈদায়নের তাকবীর সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, আহমাদ, বায়হাক্বী, তাবারাণী, দারাকুৎনী, হাকেম, দারেমী, মুসনাদে বাযযার, মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, মুসনাদে আব্দুর রাযযাক, তাহাবী, ইবনু আদী, ফিরিয়াবী প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থ সমূহে ১২ তাকবীরের পক্ষে বেশী কিছু ছহীহ ও হাসান এবং অনেক যঈফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি 'শাওয়াহেদ' হিসাবে পরস্পরকে শক্তিশালী করে।

১২ তাকবীরের উপরে চার খলীফাসহ অধিকাংশ ছাহাবী, তাবেঈ, মদীনাবাসী বিশেষ করে মদীনার শ্রেষ্ঠ সাতজন তাবেঈ ফক্বীহ, খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয, ইবনে শিহাব যুহরী, মাকহূল, ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, আওযাঈ সহ প্রায় সকল সালাফে ছালেহীনের আমল বর্ণিত হয়েছে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) ১২ তাকবীরের উপরে আমল করতেন। দেওবন্দের খ্যাতনামা হানাফী আলেম আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, و إما ثنتا عشرة تكبيرة فجائز عندنا، عرف الشذى ص ٤١ অর্থাৎ 'বারো তাকবীর আমাদের নিকটে জায়েয আছে'।[৪]

৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন মরফূ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে কয়েকজন ছাহাবীর আমল যা 'আছার' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ১- ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও হোযায়ফা (রাঃ)-এর আছার যা আবুদাঊদে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (হা/১১৫৩;ঐ, ছহীহ- আলবানী হা/১০২২)। উক্ত হাদীছে 'জানাযার ন্যায় চার তাকবীর' বলা হয়েছে। ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে যে, উক্ত চার তাকবীরের মধ্যে একটি হ'ল তাকবীরে তাহরীমা। কিন্তু এটি নিজস্ব ব্যাখ্যা - যা হাদীছে উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য বাকী তিনটি তাকবীরের কোন উল্লেখ উক্ত হাদীছে নেই। ইমাম বায়হাক্বী বলেন যে, উক্ত হাদীছটি মরফূ নয় বরং মওকূফ এবং এ কথাই প্রসিদ্ধ যে, এটি ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নিজস্ব ফৎওয়া, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ নয়'।[৫]

২- ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত আছার যেখানে ৯ (নয়) তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। সেখানে প্রথম রাক'আতে পাঁচ -এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ও তাকবীরে রুকূ বাদে অতিরিক্ত তিন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চার-এর মধ্যে তাকবীরে রুকূ বাদ দিলে অতিরিক্ত তিন। মোট তিনে তিনে ছয় হ'ল। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে অতিরিক্ত তাকবীরগুলি দিতে হবে। ইমাম তিরমিযী বলেন, একাধিক ছাহাবী থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এটি হ'ল কূফাবাসীদের আমল। সুফিয়ান ছওরীও অনুরূপ বলেন'।[৬] উক্ত আছারটিকে যহীর আহসান নীমবী স্বীয় 'আছারুস সুনান' কিতাবে 'ছহীহ' বলেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। কেননা এর সনদে আবু ইসহাক্ব সুবায়ঈ রয়েছেন, যিনি 'মুদাল্লিস' অর্থাৎ সূত্র গোপনকারী। দ্বিতীয়তঃ এর সনদে আলক্বামা ও আসওয়াদ হ'তে 'আনআনা' সূত্রে বর্ণনা এসেছে। আছারটি মুসনাদে আব্দুর রাযযাকে একইভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা যঈফ (তুহফা)।

৩- আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) ও মুগীরাহ বিন শো'বা (রাঃ) থেকেও ৯ (নয়) তাকবীরের আমল বর্ণিত হয়েছে (তুহফা)। অবশ্য ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ৭,৯,১১,১২,১৩ তাকবীরের আমলও ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[৭]

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ছয় তাকবীরের পক্ষে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই। অতঃপর ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর আমল হিসাবে যে ছয় তাকবীরের কথা বলা হয়, তারও সনদ যঈফ। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর আমলেও ছয় তাকবীর নেই, তা পরিষ্কার। আব্বাসী খলীফাগণ সকলেই ১২ তাকবীরের অনুসারী ছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, ইবনু আব্বাসের নিয়মিত আমল ১২ তাকবীর ছিল (বায়হাক্বী ৩/২৯১)। তবে 'তিনি এ বিষয়ে সম্ভবতঃ কিছুটা উদার তা দেখিয়ে

---

৩. عن عائشة ان رسول الله (ص) كان يكبر فى الفطر والأضحى فى الأول سبع تكبيرات وفى الثانية خمسًا رواه ابو داؤد - (صحيح)
দ্রঃ আবুদাঊদ 'ঈদায়নের তাক্বীর' অধ্যায় হা/১১৪৯-৫০।
৪. মির'আত শরহে মিশকাত ২/৩৪০-৪১ পৃঃ।
৫. নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৪ ও ২৫৬ পৃঃ, 'ঈদায়েন -এর তাকবীর' অধ্যায়।
৬. তিরমিযী, 'ঈদায়নের তাকবীর' অধ্যায়; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ (বোম্বেঃ ১৯৭৯) ২য় খণ্ড ১৭৩ পৃঃ।
৭. তাহাবী ২/৪০১; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/১১১-১২ পৃঃ।

থাকবেন'।[৮]

ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর উক্ত (৫+৪) নয় তাকবীরের হাদীছটি বর্ণনা শেষে ইমাম বায়হাক্বী বলেন, هذا رأي من جهة عبد الله رضي الله عنه و الحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع و باالله التوفيق - 'এটা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদের নিজস্ব রায়। অতএব মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারি আছে, তার অনুসরণ করাই উত্তম'।[৯] ৪- তাহাবী, শারহু মা'আনিল আছারে 'জানাযার ন্যায় চার চার' বলে একটি মরফূ হাদীছ বর্ণনা শেষে সেটিকে 'হাসান' (حسن الإسناد) বলা হয়েছে। কিন্তু মুহাদ্দেছীনের নিকেট তা 'যঈফ' বলে প্রমাণিত।[১০]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা চলে যে, ১২ তাকবীরের পক্ষে বেশকিছু ছহীহ মরফূ হাদীছ যেমন রয়েছে, তেমনি বহু সংখ্যক যঈফ হাদীছ রয়েছে। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের পক্ষে রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ বা যঈফ কোন মরফূ হাদীছ নেই। কয়েকজন ছাহাবী ও তাবেঈর আমল বর্ণিত হ'লেও রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ মরফূ হাদীছের মোকাবিলায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। **দ্বিতীয়তঃ** ১২ তাকবীরের পক্ষে খুলাফায়ে রাশেদীন ও মদীনা বাসীর আমল বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্যের আমল বর্ণিত হয়েছে। তার বিপরীতে ইবনু মাসঊদ, হুযায়ফা বিনুল ইয়ামান (রাঃ) প্রমুখ কয়েকজন ছাহাবী ও কূফাবাসীদের ছয় তাকবীরের আমল গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কর্তৃক নয় তাকবীরের অপর একটি বর্ণনায় প্রতি তাকবীরের মাঝে আল-হামদুল্লিাহ ও দরূদ শরীফ পড়তে বলা হয়েছে (বায়হাক্বী ৩/২৯১-৯২), যা ছয় তাকবীরের উপরে আমলকারী কোন ব্যক্তি পাঠ করেন বলে জানা যায় না।

হাফেয আবুবকর আল-হাযেমী স্বীয় 'ই'তিবার' কিতাবে বলেন, যখন কোন বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল প্রমাণিত হবে ও অন্যটায় হবে না, সেক্ষেত্রে প্রথমটাই গ্রহণ করতে হবে' (তুহফা)। ১২ তাকবীরের ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল প্রমাণিত রয়েছে (মির'আত ২/৩৪০)। সেকারণ সেটিই অগ্রাধিকার যোগ্য বলে প্রতীতি জন্মে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

مسلك سنت په اے سالك چلے جاے دهڑك

جنت الفردوس تك سيدهي چلي گئي يه سڑك

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে সিধা চলে গেছে এই সড়ক।

৮. ইরওয়াউল গালীল ৩/১১২ পৃঃ।
৯. বায়হাক্বী ৩/২৯১ পৃঃ।
১০. মির'আত শরহে মিশকাত ২/৩৪০ পৃঃ।

বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা

*-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান**

আরবী নবম মাসের নাম রামাযান। এ মাসে আল্লাহ মুমিনদের উপর ছিয়াম বা রোযা ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে। যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার' (বাক্বারাহ ১৮৩)। কুরআনের এই বাণী থেকে দু'টো জিনিস সুস্পষ্ট। এক- রোযা আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে এবং আমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরয করা হয়েছিল। দুই- এই বিধান সঠিকভাবে পালন করলে মুত্তাক্বী হওয়া যাবে, তাক্বওয়া অর্জন করা যাবে। হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে রোযার বিধান চালু ছিল। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরীর রামাযান মাসে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার উপর ছিয়াম ফরয হয়।[১] মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী লিখেছেন, হযরত আদম (আঃ)-এর যুগ হ'তে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও ছিয়ামের প্রচলন ছিল। তবে প্রত্যেকের ছিয়ামের ধরন আলাদা ছিল।[২] পাশ্চাত্যের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তথ্য ভাণ্ডার 'ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটানিকা'র নিবন্ধকার তার 'ফাষ্টিং' নামক নিবন্ধে লিখেছেন, জল-বায়ু, জাতি-ধর্ম ও পারিপার্শ্বিকতা ভেদে ছিয়ামের নিয়ম-পদ্ধতি বিভিন্ন হলেও এমন কোন ধর্মের উল্লেখ করা কঠিন, যার ধর্মীয় বিধানে ছিয়ামের আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়নি।[৩] ইহুদীদের 'ইউম কিপ্পর' উৎসব হচ্ছে ছিয়ামের উৎসব। এ দিনে তারা যাবতীয় কর্ম থেকে বিরত থাকে, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে না এবং কৃত পাপের জন্য বিধাতার নিকট শাস্তি কামনা করে।

আয়াতটির দ্বিতীয় অংশে তাক্বওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তাক্বওয়া শব্দের অর্থ- পরহেযগারীতা, সাবধানতা। একদা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) মসজিদে নববীর ঈমাম খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত উবাই বিন কা'আব (রাঃ)-কে তাক্বওয়ার অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আপনি কি কখনো কাঁটা বিছানো রাস্তা দিয়ে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। উবাই (রাঃ) বললেন, তখন কিভাবে চলেছেন? ওমর (রাঃ) বললেন, অতি সাবধানে চলেছি। উবাই (রাঃ) বললেন, فذلك التقوى 'ওটাই তাক্বওয়া'।[৪]

** ৩য় বর্ষ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. অধ্যাপক হাফেয শায়খ আইনুল বারী, সিয়া-ম ও রমাযান' (উত্তর চব্বিশ পরগণাঃ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯২) পৃঃ ৭।
২. সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ১-৭ রামাযান, ৩১ ডিসেম্বর-৬ জানুয়ারী ১৯৯৮ পৃঃ ১০।
৩. মিশকাত, 'রোযা' পর্ব, (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী জুলাই ১৯৯৬) পৃঃ ২১৩।
৪. ইবনু কাছীর ১/৪২; গৃহীতঃ মাসিক আত্-তাহরীক ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং পৃঃ ৫।

ছিয়াম যে শুধুমাত্র আত্মিক উন্নতি এবং বেহেশত পাবার জন্য নয়, আজকের উন্নত বিজ্ঞান তার প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। আসলে এর নির্গলিতার্যতা হচ্ছে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। অর্থাৎ যে মনুষ্যত্বের কারণে আমরা মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করি তারই পরিচর্যা, তাকে পল্লবিত করা, কুসুমিত করা, সুষমামণ্ডিত করে তোলা। ছিয়ামে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি হুকুম যদি আমরা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে দেখি তাহলে সেই সত্যটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং ছিয়াম সাধনার এই ব্যাপারটি যে কতটা বাস্তব সম্মত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত তাও সহজে উপলব্ধি করতে পারি।

ছিয়াম সাধনার ফলে মানুষ পাপ ও কালিমা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় এবং পবিত্র হয়। আত্মশক্তি লাভ করে মানুষ উন্নততর, মহত্তর চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হ'তে পারে। সংযম অভ্যাস করে আল্লাহ্‌র বিধি নিষেধ পালনে অভ্যস্ত হ'তে পারে। ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। মিঃ ভনক্রিট বলেন, ছিয়ামের মাধ্যমে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে- অন্তরের নির্মলতা, আত্মার পবিত্রতা, চিন্তা-ভাবনার উৎকর্ষতা এবং দেহের পরিচ্ছন্নতা। কাজেই দেখা যাচ্ছে একত্রে এতগুলো জিনিসের জন্যে ছিয়ামের চেয়ে শ্রেয় আর কিছু নেই। আর ইসলাম কেবল তারই অনুসারীদের জন্যে এ ছিয়াম দান করেছে। এক্ষেত্রে মুসলিম জাতি কতই না শ্রেষ্ঠ এবং সৌভাগ্যবান।[৫]

আরবী 'রামাযান' শব্দটির উৎপত্তি হ'ল 'রময' ধাতু হ'তে। যার অর্থ দহন বা পোড়ানো। অন্যদিকে একবচনের ছওম ও বহুবচনের ছিয়াম -এর অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা।[৬] এ জন্যই বলা হয় রামাযান মাস হচ্ছে সংযমের মাস, আত্মশুদ্ধির মাস। কারণ রামাযান মাসে একজন রোযাদার মানব চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলোকে শুধু দগ্ধীভূতই করে না বরং দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য বিষয় যেমন- ক্ষুৎপিপাসা, যৌন লালসাগুলোর উপরও তার ব্যক্তিসত্তার নিয়ন্ত্রণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।[৭] শরীয়তের পরিভাষায় 'ছিয়াম' হ'ল কতিপয় বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে বিশেষ বিষয় হ'তে নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষভাবে বিরত থাকা।[৮] কাজেই ছিয়াম পালনকারী মিথ্যাবাদী, অশ্লীল ও কটুভাষী হ'তে পারে না।

অপরদিকে লোভ, মিথ্যা প্রভৃতি যে পরিহার করতে পারল না তাঁর ছিয়ামের কোন মূল্য নেই। মহানবী (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ পরিহার করে না তার শুধু পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্‌র কোনই প্রয়োজন নেই।[৯] ইমাম গায্‌যালী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'এহইয়াউল উলম'-এ রোযার তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন।- (১) পরম প্রিয়তম আল্লাহ্‌ পাকের প্রেমে বিভোর ও তন্ময় থেকে ছুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, কামাচার এবং সকল প্রকার পাপাচার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকাই প্রকৃত ছিয়াম। (২) পানাহার, কামাচার এবং যাবতীয় পাপাচার পরিহার করা। (৩) শুধু পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকা। এটি রোযার সর্বনিম্ন স্তর। কিন্তু ছিয়াম পালন করেও যদি কেউ কু-কথা, কু-কাজ, অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হয়, তবে তার ছিয়াম সাধনা হয় ব্যর্থ এবং উদ্দেশ্য হয় বিনষ্ট।[১০] সুতরাং ছিয়াম অবস্থায় সকল প্রকার শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। তবেই ছিয়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হাছিল হবে।

এক্ষণে আমরা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা পর্যালোচনা করব-

১. রোযার মধ্যে দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য বেশী খাওয়ার প্রয়োজন নেই বরং অল্প ও পরিমিত খাওয়া উচিত। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে- 'বেশী বাঁচবি তো কম খা'। এটি বৈজ্ঞানিক সত্য। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক ইবনে সীনা তাঁর রোগীদের তিন সপ্তাহের জন্য উপবাস পালনের পরামর্শ দিতেন।[১১] বছরে একমাস ছিয়াম পালনের ফলে শরীরের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্রাম পায়। ডাঃ হিমেলা এলাইটস অনেক আগেই বলেছেন, "The more you nourish diseased body the worse you make it" অর্থাৎ 'অসুস্থ্য দেহে যতই খাবার দিতে থাকবে ততই রোগ বাড়তে থাকবে'।[১২] ডাঃ নাকিউন বলেন, নিম্নের তিনটি নিয়ম পালন করলে শরীরের বিষাক্ত দ্রব্য বের হয়ে যায় এবং বার্ধক্য থামিয়ে দেয়। নিয়ম তিনটি হ'ল- (১) অধিক পরিশ্রম দেহকে সতেজ রাখে। (২) বেশী পরিমাণ হাঁটা-চলা করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। (৩) প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে একদিন অভুক্ত থাকলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।[১৩]

২. ছিয়াম হজমের যন্ত্র। ছিয়াম সাধনা পাকস্থলীকে সর্বদা কার্যে লিপ্ত হওয়া হ'তে বিরতী দান করে এবং শরীরের যে বর্জ্য পদার্থ আছে তাকে নিঃসরণ করে। শরীরে শক্তি যোগায় আর নানা ধরণের রোগেরও নিরাময় করে।[১৪] ডাঃ সলোমান তাঁর গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য বিধিতে মানব দেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন, 'ইঞ্জিন রক্ষা কল্পে মাঝে মাঝে

৫. ইমাম গায্‌যালী (রঃ), সিয়াম সাধনা ও শান্তির পাথর অনুবাদঃ মৌঃ মেহাম্মদ হোছাইন (ঢাকাঃ হাফেযিয়া কুতুব খানা, জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং) পৃঃ ৮৮।
৬. তদেব।
৭. তদেব।
৮. সিয়াম ও রামাযান পৃঃ ১।
৯. বুখারী, মিশকাত (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৯৬ ইং) 'রোযার পবিত্রতা রক্ষা করা' অধ্যায়, হা/১৯০২; পৃঃ ২৩০।
১০. মাসিক আল-বালাগ, ৫ম সংখ্যা, ১৮ তম বর্ষ জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং পৃঃ ১৭-১৮।
১১. সাপ্তাহিক মুসলিম হাজান, ৩১ ডিসেম্বর ৬ জানুয়ারী ১৯৯৮ ইং পৃঃ ১১।
১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।
১৩. মিশকাত, 'রোযা অধ্যায়' (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৯৬ ইং) পৃঃ ২১২।
১৪. আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান, মূলঃ মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনূ। অনুঃ ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান। (ঢাকাঃ ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, ১৯৯৭ ইং) পৃঃ ৫৬।

ডকে নিয়ে চুল্লি হ'তে ছাই ও অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাষিত করা যেমন আবশ্যক, উপবাস দ্বারা মাঝে মাঝে পাকস্থলী হ'তে অজীর্ণ খাদ্য নিষ্কাষিত করাও তেমনি আবশ্যক।[১৫]

বিজ্ঞানী মেঘনার্থ সাহা বলেন, ছিয়াম নামক মুসলমানদের এ উপবাসব্রত একনিষ্ঠ মনে পালন করে যাওয়াটাকে যদি আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি তাহ'লে দেখা যাবে এর ফল অত্যন্ত মঙ্গলজনক। কারণ, এ ছিয়াম পালনে পেটের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থাকতে পারে না বলেই আমি মনে করি। মাঝে মধ্যে উপবাসব্রত পালনে ব্যক্তিগত জীবনে আমি এ উপকার পেয়েছি। কাজেই আমার এ ধারণা জন্মেছে যে, মুসলমানরা যেরূপ নিয়ম মাফিক ছিয়াম পালন করেন তাতে তাঁদের পেটের কোন গোলযোগেই তারা কষ্ট পান না।[১৬]

৩. ছিয়াম সাধনা ব্যক্তির মাঝে উন্নত নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করে। মনুষ্যত্ব বিকাশে উন্নত নৈতিকতাবোধ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযযালীর মতে, ছিয়ামের মাধ্যমে নিম্নের অসৎ স্বভাব বর্জন করা সম্ভব- অহংকার, হিংসা, শত্রুতা, ক্রোধ, নিন্দা, মিথ্যা, লোভ, কৃপনতা, রিয়া বা লোক দেখানো, নিজের ভুল ও সন্ত্রাস।[১৭] অধ্যক্ষ ডি, এস, ফোর্ড বলেন, 'ছিয়াম হচ্ছে ইমলামের নবী-রাসূলদের নির্দেশিত ইবাদত-বন্দেগীর মধ্য থেকে একটি নাম। এ ছিয়াম পালন আত্মশুদ্ধি এবং সংযমের সর্বশ্রেষ্ঠতম একটি উপায় বা পন্থা। যার মাধ্যমে স্রষ্টাকে লাভ করা যায়। স্বাস্থ্যকে রক্ষা করা যায়। সমাজচ্যুত হয়ে যাওয়া রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হিংসা-দ্বেষ এবং নৃশংস স্বভাব থেকে দূরে সরে থাকা যায়। খুব সহজেই কু-প্রবৃত্তির ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখা যায়। কেননা এ ছিয়াম হচ্ছে ইসলামের প্রাণ আর ইসলাম হচ্ছে সত্য ধর্ম'।[১৮]

৪. চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রেও ছিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। ছিয়াম উত্তম চরিত্রের ট্রেনিং হিসাবে কাজ করে। ছিয়াম পালন করলে ব্যক্তির অন্যায় করার প্রবণতা হ্রাস পায় এবং ভাল কাজ করার স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। ছিয়াম পালনকারী তার কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে সত্যিকার নৈতিকতার মহত্ত্বে পৌঁছতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করার সামর্থ রাখে না সে যেন রোযা রাখে'।[১৯] মিঃ হেনরী মূর বলেন, এক মাসের এ ছিয়াম মানে অসামাজিক কার্যকলাপ, কতিপয় ব্যক্তিগত সমস্যা ও রোগ-শোক এবং মিথ্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার মোক্ষম অবলম্বন। আমি এ মহা সত্যকে স্বীকার করছি যে, ছিয়াম পালন করার কঠোর নির্দেশের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে মানবের পবিত্র সুন্দর চরিত্র সৃষ্টির ঐশী অবদান।[২০]

অতএব, ছিয়াম সাধনা যেহেতু মানুষের সার্বিক দিক সুন্দর করার মোক্ষম অবলম্বন তাই ছিয়াম যেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও রাসুল (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী হয় সে চেষ্টা করতে হবে। রামাযান একটি শ্রেষ্ঠ ট্রেনিং-এর মাস। তাই ছিয়াম পালনকারীকে ক্রোধ, লোভ, অন্যায়-অত্যাচার, অশ্লীলতা, মিথ্যা, ঝগড়া-ফাসাদ, পরনিন্দা ইত্যাদি কু-স্বভাব চিরতরে পরিত্যাগ করার ট্রেনিং নিতে হবে এ মাসেই।

ছিয়াম পালনকারী ভাই-বোনদের প্রতি কতিপয় উপদেশঃ

১। ছালাতকে হেফাযত করুন। অনেক ছিয়াম পালনকারী আছেন যারা ছালাতকে অবহেলা করে থাকেন।

২। ছিয়াম অবস্থায় আজে-বাজে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন!

৩। ছিয়াম দ্বারা ধূমপান ত্যাগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন।

৪। মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দান হ'তে বিরত থাকুন।

৫। সিনেমা-টেলিভিশন ইত্যাদি দেখা হ'তে বিরত থাকুন। কারণ, এতে চরিত্র নষ্ট হয়। ছিয়ামের উপকারিতাও বিনষ্ট হয়।

৬। আপন আপন হোটেল-রেস্তোরা দিনের বেলায় বন্ধ রাখুন।

৭। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করুন এবং দেরীতে সাহারী খান।

৮। সম্ভব হ'লে মিষ্টিজাত দ্রব্য, খেজুর, ঠাণ্ডা পানি বা দুধ জাতীয় পানীয় দ্বারা ইফতার করুন।

৯। অতিভোজন হ'তে বিরত থাকুন। কারণ তা ছিয়ামের উপকারিতা নষ্ট করে দেয়।

১০। বেশী বেশী আল্লাহ্‌র যিকির করুন! কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করুন!

পরিশেষে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা করতঃ আসল উদ্দেশ্য তথা তাক্বওয়া অর্জন করার তাওফীক দান করেন- আমীন!

১৫. মিশকাত, 'রোযা' পর্ব, (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৯৬) পৃঃ ২১২।
১৬. অগ্রপথিক, ১২তম বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারী'৯৭, পৃঃ ২৩।
১৭. সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ১৭-২৩ পৌষ, ১৪০৪ বাংলা পৃঃ ১৩।
১৮. অগ্রপথিক, ১২ তম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৭ ইং, পৃঃ ১৮।
১৯. তানবীরুল মিশকাত, ফাযিল শ্রেণীর পাঠ্য। 'নিকাহ' অধ্যায় হা/২৯৪৬। (ঢাকাঃ আরাফাত পাবলিকেশন্স ১৯৯২ ইং) পৃঃ ৪২।
২০. অগ্রপথিক, জানুয়ারী ১৯৯৭ ইং প্রবন্ধঃ রোযা সম্পর্কে অমুসলিম গবেষক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত পৃঃ ২৪।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় 'রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল' নামক প্রবন্ধের মাসায়েল অংশের তারাবীর আলোচনায় মা আয়েশা বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে '...এগারো রাক'আতের বেশী রাতের ছালাত আদায় করতেন' -এর স্থলে করতেন না হবে। -সম্পাদক।

তাবীয

-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান*

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, অতঃপর তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে না সে মুমিন হ'তে পারেনা। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ –

'আর তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও' (মায়েদা ২৩)।

আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ–

'যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর উপর ভরসা করে' (আনফাল ২)। সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা ঈমানের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত।[১]

আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখা অর্থ প্রতিটি বান্দার একথা পুরোপরি অবহিত হওয়া যে, সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। তিনি যেটা চান সেটাই করেন, আর যেটা চান না সেটা করেন না। আর তিনিই হচ্ছেন উপকার ও অপকার উভয়ের অধিকারী এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন,

إذا سألت فسئل الله و إذا استعنت فاستعن بالله

'তুমি যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ্‌র নিকটেই চাইবে। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহ্‌র নিকটেই চাইবে'।[২]

উপরোল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ভাল-মন্দের মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং কিছু চাওয়া-পাওয়ার দরকার হ'লে তাঁর কাছেই চাইতে হবে, অন্যের কাছে নয়।

অথচ আমরা এসব আয়াত ও হাদীছ ভুলে গিয়ে 'তাবীয' বা 'তাবীযে'র ন্যায় তক্তি বা বাগার (সূতা) তন্ত্রমন্ত্র বানিয়ে তার উপর ভরসা করে থাকি। যা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। বর্তমান সমাজে 'তাবীযে'র ব্যবহার অহরহ দেখা যাচ্ছে। বাচ্চার জন্মের পর থেকে নিয়ে কবরে শায়িত হওয়া পর্যন্ত এর ব্যবহার গোচরে আসে। এসবের পিছনে নানাবিধ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তন্মধ্যে জিন-ভুত তাড়ানো, অসুখ-বিসুখ থেকে মুক্তি, সন্তান লাভ, বাচ্চাদের বদনজর না লাগা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা দৃঢ় হওয়া অন্যতম।

এক শ্রেণীর লোক পীর-ফকীর-দরবেশদের তথাকথিত মাযারে বসে 'তাবীযে'র ব্যবসা করে। মুসলমানরা তাদের নিকট থেকে 'তাবীয' গ্রহণ করে এবং এর উপর পূর্ণ ভরসা করে। অপরদিকে 'তাবীয' দেওয়ার সময় পীর ফকীররা "হক্ব মাওলা" বলে 'তাবীয' দিয়ে থাকে। এ সমস্ত 'তাবীয' গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, তন্ত্র-মন্ত্র, বিভিন্ন মরা জন্তুর হাড়-হাড্ডি এমনকি কুরআনের আয়াত দ্বারাও তৈরী করা হয়।

তাবীয সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

তাবীয হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের দলীলঃ আল্লাহ বলেন,

وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

'আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা বিদূরিত করার কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তিনি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান' (আন'আম ১৭)।

তিনি আরো বলেন,

وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

'আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন, তবে কেউ নেই তা খণ্ডাবার মত তিনি ব্যতীত। পক্ষান্তরে তিনি যদি কোন কল্যাণ দান করেন, তবে তাঁর মেহেরবানিকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান তাকেই দান করেন। বস্তুতঃ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু' (ইউনুস ১০৭)।

---

* গ্রাজুয়েট, কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়ায, সউদী আরব ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শায়েখ, কুররাতু উয়ুনিল মুওয়াহহিদীন, পৃঃ ২০৫)।

২. মুসনাদে আহমাদ ১/২৯৩ পৃঃ।

আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ বিপদ-আপদ দূর করতে পারে না। ভাল কাজের জন্য বান্দারা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং ক্ষতিকারক জিনিষ হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

তাবীয হারাম হওয়ার ব্যাপারে রাসূলের হাদীছ ঃ

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে উকাঈস হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন তাবীয-কবয হাতে বা গলায় পরিধান করে সে আল্লাহ্র যিম্মা হ'তে খারিজ হয়ে উক্ত বস্তুর দিকে সোপর্দ হয়'। হাদীছটি আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

(২) উকবা বিন আমের আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট একদল লোক আসল। অতঃপর নবী (ছাঃ) তাদের মধ্য থেকে ৯ জনের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং ১ জনের বায়'আত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। তখন তারা সকলে বলে উঠল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদের মধ্য হ'তে ৯ জনের বায়'আত গ্রহণ করলেন এবং এই ব্যক্তিকে ছেড়ে দিলেন! মহানবী (ছাঃ) তখন বললেন, তার দেহে 'তাবীয' রয়েছে। অতঃপর তিনি হাত ঢুকিয়ে সেটিকে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর বায়'আত গ্রহণ করলেন এবং বললেন, 'যে ব্যক্তি 'তাবীয' লটকালো সে শিরক করল'।[৩]

(৩) একদা হুযাইফা (রাঃ) জনৈক অসুস্থ্য ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হ'লে তিনি তার বাহুতে একখানি সুতা দেখতে পান। অতঃপর সেটি তিনি কেটে ফেলেন কিংবা ছিনিয়ে নেন। তারপর আয়াত পাঠ করেন 'তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও শিরকে লিপ্ত থাকে' (ইউসুফ ১০৬)।[৪] সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, হুযাইফার নিকট 'তাবীয' লটকানো শিরকের পর্যায়ভুক্ত।

(৪) আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদের পত্নী যয়নব কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ যখন প্রয়োজন শেষে আসতেন এবং দরজার নিকট পৌঁছতেন তখন গলার আওয়াজ দিতেন এবং থুথু ফেলতেন। এটা এজন্য করতেন যে, তিনি অপসন্দ করতেন হঠাৎ প্রবেশ করতঃ আমাদের থেকে এমন জিনিষ অবগত হওয়াকে, যা তিনি খারাপ মনে করতেন। অতঃপর কোন একদিন তিনি আগমন করলেন এবং গলার আওয়াজ দিলেন। তিনি (যয়নব) বলেন, তখন আমার নিকটে এক বৃদ্ধা মহিলা 'হুমরা' (চোখ লাল হয়ে যাওয়া) রোগের জন্য ঝাড়ফুঁক করছিল। আমি তাকে খাটের নীচে ঢুকিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি প্রবেশ করতঃ আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি তখন আমার গলায় একটি সুতা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এই সুতাটি কি? তিনি (যয়নব) বলেন, ইহা একটি সুতা যার মধ্যে আমার জন্য ঝাড়ফুঁক করা হয়েছে। যয়নব বলেন, তখন তিনি তা ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয় আব্দুল্লাহ্র পরিবার শিরক থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) -কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক*, তাবীয এবং তিওলা হ'ল শিরক'। 'তিওলা' হ'ল স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ কিছু ক্রিয়া'।[৫]

উপরোক্ত দলীলগুলো থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, 'তাবীয' লটকানো হারাম এবং শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেছেন। তবে কুরআন দ্বারা 'তাবীয' লটকানো সম্পর্কে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিছু সংখ্যক আলেম মনে করেন, মাসনূন দো'আ ও কুরআনের আয়াত লটকানো তাবীযের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং ওটা জায়েয।

যারা তাবীয়কে জায়েয মনে করেন তাদের কিছু দলীল ও তার জওয়াবঃ

প্রথম দলীলঃ আল্লাহ বলেন, 'আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের চিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত' (বনী ইসরাঈল ৮২)।

দ্বিতীয় দলীলঃ 'হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর বাণী, 'নিশ্চয় 'তাবীয' মুছীবত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে লটকানো হ'ত, পরে নয়'।[৬]

তৃতীয় দলীলঃ 'তাবীয' লটকানোর বিষয়ে ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) -এর আমল বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের গায়ে ভয় পাওয়ার দো'আ লটকাতেন। আর তা হচ্ছেঃ 'বিসমিল্লা-হি আ'ঊযুবি কালিমাতিল্লা-হিত্তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহি ও শাররি ইবা-দিহি ওয়া মিন হামাযা-তিশ শায়াত্বীন ওয়া আই ইয়াহ যুরূন"।[৭]

উক্ত দলীলগুলির জওয়াবঃ

প্রথম দলীল হিসাবে বর্ণিত আয়াতটি মুজমাল (অস্পষ্ট)। তাছাড়া কুরআন দ্বারা কিভাবে দো'আ করতে হবে এবং কিভাবে তিলাওয়াত করতে হবে এবং কিভাবে তদানুযায়ী আমল করতে হবে রাসূল (ছাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। সেখানে 'তাবীয' সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই এবং ছাহাবীগণ থেকেও এর কোন দলীল পাওয়া যায় না।

৩. আহমাদ ৪/১৫৬ ও অন্যানগণ। হাদীছ ছহীহ; আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছাহীহাহ্ হা/৪৯২।
৪. তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৭৬৪।

* এখানে বর্ণিত ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে শায়খ আলবানী বলেন, এটা হ'ল الاستعاذة بالجن জিন এর সাহায্যে পানাহ চাওয়ার ঝাড়-ফুঁক অথবা এমন কিছু শব্দের মাধ্যমে ঝাঁড়-ফুঁক করা যার অর্থ জানা যায় না। যেমন- ইয়া কুবাইজ' (يا كبيح) সিলসিলা হা/৩৩১ -এর টীকা।
৫. আহমাদ ১/৩৮১৩; আবুদাউদ হা/৩৮৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩০; হাকেম ৪/২১৭ পৃঃ; আলবানী সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছাহীহাহ্ হা/৩৩১।
৬. বায়হাক্বী ৯/৩৫১; মুসতাদরাক ৪/২৪২।
৭. আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, হাকেম।

দ্বিতীয় দলীলের জওয়াবঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর যে উক্তি সেটিও মুজমাল (অস্পষ্ট)। সেখানেও 'তাবীয' লটকানোর কোন উল্লেখ নেই বরং উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুছীবত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাবীয লটকানো হ'ত, পরে নয়। তার কথা দ্বারা কুরআন দিয়ে তাবীয লটকানো প্রমাণিত হয়নি বরং তা অস্পষ্ট। আর অস্পষ্ট কথা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত নয়।

তৃতীয় দলীলের জওয়াবঃ

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে যে বর্ণনাটি রয়েছে সেটি ছহীহ নয়। কারণ এর সনদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রয়েছেন। যিনি হ'লেন একজন 'মুদাল্লিস' রাবী।

তিনি অত্র হাদীছটিকে "অনি অনি" করে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীছ শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।[৮] অবশ্য উল্লেখিত দো'আ সম্বলিত হাদীছটি হাসান।[৯]

উপরে বর্ণিত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আলোচনা দ্বারা সাধারণভাবে 'তাবীয' লটকানো হারাম প্রমাণিত হয়েছে।

অপর দিকে 'তাবীয' লটকানো যদি শরীয়ত সম্মত হ'ত তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) তা উল্লেখ করে দিতেন। যেমনিভাবে শিরকমুক্ত ঝাড়-ফুঁক তিনি জায়েয করেছেন। তিনি বলেছেন,

'তোমরা তোমাদের ঝাড়-ফুঁক সমূহ আমার নিকট পেশ কর। (কেননা) ঝাড়-ফুঁকে কোন দোষ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে শিরক না থাকে'।[১০]

ইবরাহীম নাখঈ বলেছেন, 'অধিকাংশ তাবেঈ কুরআন দ্বারা ও কুরআন ব্যতীত সমস্ত 'তাবীয' লটকানোকে ঘৃণা করতেন।[১১]

উপরোল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল যে, 'তাবীয' কুরআন দ্বারা হউক বা মাসনূন দো'আ দ্বারা হউক বা অন্য কিছুর দ্বারাই হউক না কেন সবগুলিই শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব আমাদের এমন কোন আমল করা উচিত নয় যা শরীয়তের প্রতিকূলে হয়। তাই আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা যা প্রমাণিত হবে তদানুযায়ী আমল করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শিরক মুক্ত জীবন যাপন করার তাওফীক দিন- আমীন!!

৮. দেখুনঃ যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৪০; যঈফ তিরমিযী হা/৭০৫।
৯. দেখুন! ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২৯৪, ছহীহ তিরমিযী হা/২৭৯৩।
১০. মুসলিম, শরাহ নববী ১৪/১৮৭।
১১. মুছান্নেফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৭৪ পৃঃ।

ভাল-র প্রকৃত স্বরূপ

*-অধ্যাপক স.ম. আবদুল মজীদ কাযিপুরী**

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ভাল! এই ভাল-রই অজুহাতে অনেক অবৈধ ভাল আবিষ্কৃত হয়েছে। তথাকথিত আলেম-ফক্বীহ-মুফতীদের আবিষ্কৃত অনেক অযাচিত ভাল-র নীচে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনেক ভাল ইতিমধ্যেই চাপা পড়েছে। যেমন- মীলাদের নীচে চাপা পড়েছে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, সত্য কথা বলা, সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার মন-মানসিকতা ইত্যাদি। লায়লাতুল ক্বদরের জন্য সাতাশে রামাযানের একটি রাতের নীচে চাপা পড়েছে অবশিষ্ট চারটি বেজোড় রাত। পীর সেবার নীচে চাপা পড়েছে মাতা-পিতার সেবা। মাইক লাগিয়ে হৈ চৈ করে ইল্লাল্লা-হু যিকিরের নীচে চাপা পড়েছে নিরালায় সংগোপনে মা'বুদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের যিকির। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর তরফ থেকে যা কিছু নির্ধারিত তার সমুদয়ই সর্বোত্তম ভাল। এ ভালতে কোন সংশয় নেই, নেই কোন ভয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। আল্লাহ পাক ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর বান্দাদের জন্য যা কিছু ভাল, তা সম্পূর্ণ দেওয়ার পরই ঘোষণা করলেন, 'আজকে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থাকে) পূর্ণ করে দিলাম' (মায়েদা ৩)।

যে সব আলেম-ওলামা, ফক্বীহ ও মুফতী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) দেওয়া ভাল-কে সুকৌশলে এড়িয়ে অন্যত্র থেকে ভাল আমদানী করতে চান ও করেছেন অথবা নিজেদের প্রবৃত্তির তরফ থেকে ভাল উদ্ভাবন করতে চান এবং করেছেন তাদেরকে আমি নিম্নোক্ত হাদীছটি উপহার দিতে চাই। যদিও হাদীছটি তাঁদের অনেকেরই জানা। *'একদিন হযরত ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) -এর নিকট এসে বললেন, হুযুর! আমরা ইহুদীদের নিকট তাদের অনেক ধর্মীয় কাহিনী শুনে থাকি, যা আমাদের নিকট অতি চমৎকার বোধ হয়। এর কিছু লিখে রাখার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? মহানবী (ছাঃ) বললেন, তোমরাও কি (তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে) দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছ? যেভাবে ইহুদী-নাছারাগণ দ্বিধাগ্রস্ত ছিল? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দ্বীন এনেছি। হযরত মূসা (আঃ) যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকত না'।*[১]

তবে কি আজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) ভাল-তে

* বাসাঃ আল-হুজুরাত, মহাদেবপুর, নওগাঁ।
১. আহমাদ; মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী (রহঃ) অনূদিত মিশকাত শরীফ, ১/১৮৫, হাদীছ নং ১৬৮-(৩৬)।

সংশয় দেখা দিয়েছে? নচেৎ কেন আখেরী নবীর ওয়ারিশগণ নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণে ফিরে যেতে চায়? এমন বোধ হয় ঘটবেই তাই নবী করীম (ছাঃ) সংশ্লিষ্ট সকলকেই সতর্ক করে দিচ্ছেন এই বলে যে, 'কোন ব্যক্তি মুমিন হ'তে পারে না, যে পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অধীন হয়'।[২]

মানুষ কখনও নির্ভুল হ'তে পারে না কেবলমাত্র আখেরী নবী ব্যতীত। কেননা খোদ আল্লাহপাক তাঁকে ভুল থেকে হেফাযত করতেন। সুতরাং মানব প্রবৃত্তির দিক থেকে যা ভাল তারচেয়ে বরং সেই ভালই প্রকৃত ভাল যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) তরফ থেকে ভাল।

এক শ্রেণীর আবিষ্কার প্রিয় আলেম, ফক্বীহ বা মুফতী কাবা শরীফের তওয়াফ ও সাঈ-র প্রতি চক্র ও প্রতি দৌড়ের জন্য আলাদা আলাদা সুবিশাল দো'আ নির্মাণ করে মুসলমানদের ধর্মাচারকে কষ্টসাধ্য করে তুলেছেন। অথচ তা (এই আলাদা দো'আ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে সাব্যস্ত নয়। বরং বলা হয়েছে যে, 'তাওয়াফ ও সাঈ'-র কোন নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য দো'আ নেই। 'তাওয়াফ' ও 'সাঈ'কারী ব্যক্তি যিকির, দো'আ অথবা কুরআন তেলাওয়াত যেটিই সহজ মনে করবে সেটিই করতে পারবে'।[৩] এ হ'ল আমলকারীদের জন্য সুসংবাদ। নবী করীম (ছাঃ) মুসলমানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সুসংবাদ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আর বিতশ্রদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ 'নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি একে কঠোর করতে যাবে, তা তার পক্ষে কঠোর হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা (কঠোরতা ত্যাগ করে) মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে এবং পরিমিত কাজ করবে। (নিজেকে ও অপরকে ভীতি প্রদর্শন না করে) সুসংবাদ দিবে.....'।[৪]

এই যে প্রতি চক্রের জন্য বড় বড় দো'আ উদ্ভাবন করা হয়েছে, এ থেকে আমলের ক্ষেত্রে কি কোন লাভ হবে? এতে বরং নিজেদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে কোন বাড়তী ছওয়াব নেই বরং (সীমালংঘনের কারণে) পাপের সম্ভাবনাই রয়েছে।[৫]

ভাল চাষ হ'লে ভাল ফসল হবে সত্য। কিন্তু তাই বলে এই ভাল-রও একটা সীমা আছে। কেউ যদি ভাল চাষের যুক্তিতে এক বিঘা জমিতে মাসের পর মাস ধরে চাষ দিতে থাকে, তাহ'লে কি সত্যি সত্যিই ঐ এক বিঘা জমি থেকে একশ' মন ধান আসবে? আর যদি তা না আসে তাহ'লে শুধু শুধু ভাল-র নাম করে মাসাধিকাল ধরে ঐ জমিতে চাষ দেওয়া কি বৃথা নয়? কুরআন-সুন্নাহ্তে আল্লাহ পাক আটটি বেহেশতর সুসংবাদ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ্র উপর পরিপূর্ণ আমল করতে সমর্থ হবে, সে আল্লাহ চাহেতো ফুল মার্ক হিসাবে আটটি বেহেশতই অর্জন করতে সক্ষম হবেন। তাই বলে কেউ যদি কুরআন-সুন্নাহ্র বাইরে আরও বেশী কিছু ভাল আমল করে তাহ'লে সে কখনই আটটির অতিরিক্ত (নয়টি) বেহেশত পাবে না। বরং যেমন ঐ জমিতে অযৌক্তিকভাবে বাড়তী পরিশ্রম করার কারণে বাড়তী অর্থ ও শ্রম বিনষ্ট হবে, ভুলের মাসুল স্বরূপ সংসারে বিপর্যয় নেমে আসবে, তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমার বাইরে যাওয়ার কারণে সীমালংঘনের দায়ে তাকে আল্লাহ্র দরবারে অভিযুক্ত হ'তে হবে।

ভাল কাজের মধ্যেও সীমালংঘন রয়েছে। যেমন- খাওয়ার সময় ছালাতের জন্য ইক্বামত শুনলে খাওয়া ফেলে জামা'আত ধরতে যাওয়া একটি ভাল কাজের সীমালংঘন।[৬] ইক্বামত শুনে জামা'আত ধরার জন্য দৌড়ে যাওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্র ডাকে দৌড়ে সাড়া দেওয়ার মত একটি ভাল কাজেও সীমালংঘন রয়েছে।[৭] প্রয়োজনীয় পানির অতিরিক্ত দ্বারা, এমনকি তা প্রবাহমান নদীতে হ'লেও বার বার ভাল করে ওযূ করার মধ্যেও সীমালংঘন রয়েছে।[৮] আল্লাহপাকের কাছে বান্দার চাওয়ার মধ্যেও সীমালংঘন রয়েছে। একদা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোগাফ্ফাল (রাঃ) তাঁর পুত্রকে দো'আ করতে শুনলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বেহেশতের ডান দিকের সাদা বালাখানাটি চাই'। এ দো'আ শুনে তিনি বললেন, বাবা! (এ কি বলছ?) আল্লাহ্র নিকট শুধু বেহেশত ভিক্ষা কর এবং দোযখ হ'তে 'পানাহ চাও। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সহসায় উম্মতের মধ্যে এমন লোক সকল হবে যারা ওযূ এবং দো'আতে সীমালংঘন করবে'।[৯]

যখন মীলাদকে বিদ'আত ও নাজায়েয বলা হয়, তখন অনেকে বলে বসেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরাই তো মীলাদ পড়ছেন। আর যাঁরা মীলাদ পড়াচ্ছেন তাঁরাও জাদরেল সব আলেম, মুফতী বা ফক্বীহ। এরা কি তবে জেনেশুনে ভুল করছেন?

ভুল নয়তো কি? ভুলের জন্যই তো মুসলিম জাতি ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। যার সংখ্যাগরিষ্ঠ ৭২ দলই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। বলতে পারেন কাদের ভুলে? ভুলের কারণেই কি

২. মিশকাত শরীফ ১/১৭৮, হাদীছ নং ১৬০-(২৮)।
৩. দালীলুল হাজ্জ ওয়াল মু'তামের বা হজ্জ ও উমরাহ নির্দেশিকা, মূলঃ গবেষণা, ফৎওয়া, দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগ, সঊদী আরব সরকার, পৃঃ ৪০, ৪১ ও ২০।
৪. বুখারী, ঐ মিশকাত শরীফ, ৩/১৬৫, হাদীছ নং ১১৭৭-(৬)।
৫. দালীলুল হাজ্জ ওয়াল মু'তামের পৃঃ ৩৭।
৬. ঐ, মিশকাত শরীফ ৩য় খণ্ড, হাদীছ নং ৯৮৯-(৫) ও ৯৯০-(৬)।
৭. বুখারী; ঐ, মিশকাত শরীফ ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ৬৩৫ -(৭)।
৮. ঐ, মিশকাত শরীফ ২য় খণ্ড হাদীছ নং ৩৯৩ -(৩৩)।
৯. আহমাদ, আবূদাউদ, ইবনু মাজাহ; ঐ, মিশকাত শরীফ ২য় খণ্ড হাদীছ নং ৩৮৪ -(২৪)।

দোযখ নয়?

ভুল! কাদের ভুল? উকিল মুক্তারদের নাকি জজ ব্যরিষ্টারদের নাকি আলেমগণের? এবার তাহ'লে বলুন তো ভুল কারা করেছেন এবং করছেন?

আপনি যে জমি ভোগ করছেন প্রতিপক্ষের মামলার জবাবে আপনি এই জমির রেজিষ্টার্ড দলীল, খাজনার হাল-চেক, খতিয়ান, রেকর্ডপত্র কিছুই কোর্টে দাখিল করতে পারছেন না। এর পরেও আপনি বলছেন, 'এ জমি আমার'। বলুন তো! এটা আপনার জেদ কি-না? আপনার এ জেদের সমর্থনে আপনি একটি অতি পুরোনো আনরেজিষ্টার্ড খসড়া বাটোয়ারা বের করছেন, যা আদালতে টিকছে না।

নবী করীম (ছাঃ), ছাহাবায়েকেরাম ও তাবেঈগণ জীবনভর অন্তরের অনুচ্চারিত সংকল্প বা ধ্যান-খেয়াল দ্বারা ছালাত ও যাবতীয় কাজের নিয়ত করেছেন। অথচ তা উপেক্ষা করে আপনি ভাল-র নামে 'নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আলা...' বলে আক্ষরিক শব্দমালা দ্বারা নিয়ত করে ছালাত আদায় করে থাকেন, আর যারা অনুচ্চারিত অন্তরের খেয়াল দ্বারা নিয়ত করে ছালাত আদায় করেন তাদের ছালাত দোরস্ত হয় না বলে ফৎওয়া দেন। এ ভুল আর জেদই কি মুসলিম জাতিকে ছিন্ন-ভিন্ন করছে না?

যারা কোন আলেম বা ফক্বীহ্‌র কোন কথা বা কাজকে নবী করীম (ছাঃ) -এর কোন কথা বা কাজের উপরে গুরুত্ব দেয় এবং সেমত আমল করে তাদের সম্পর্কে আমার নয় বরং সঊদী আরব সরকারের গবেষণা, ফৎওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগের সিদ্ধান্ত জেনে নিন- 'যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর পথ প্রদর্শন অপেক্ষা অন্যের (কোন আলেম বা ফক্বীহ্‌র) পথ প্রদর্শন অধিকতর সঠিক অথবা অন্যের নির্দেশ নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশ অপেক্ষা উন্নততর, সে ব্যক্তি কাফের।[১০]

আর তা (কাফের) হবেই না বা কেন বলুন, ছেলে যদি পিতার আদেশ-উপদেশ না শুনে না মেনে অন্যলোকের আদেশ-উপদেশ শুনে চলে তাহ'লে স্বাভাবিকভাবেই পিতা দুঃখ পাবেন, অপদস্তবোধ করবেন। পিতার অসন্তোষ কি সন্তানের অকল্যাণে লাগবে না? তেমনি নবী করীম (ছাঃ)-এর অসন্তোষ কি তাঁর এমন উম্মতের অকল্যাণে লাগবে না?

আবার অনেকেই বলেন, বড় বড় আলেম-ওলামাগণ কি জেনে শুনে ভুল করতে পারেন? অথচ আল্লাহ পাক বড় বড় আলেমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমরা কি শুধু অন্য লোকদেরকেই সৎ কাজের আদেশ দিবে, আর নিজেদের কথা একদম ভুলে থাকবে? যদিও তোমরা কিতাব পড়ে থাক....' (বাক্বারা ৪৪)। এ আয়াতে আল্লাহপাক কুরআন-হাদীছ জাননেওয়ালা অর্থাৎ আলেমদেরকেই তাদের ভুল কার্যকলাপের জন্য তিরষ্কার করেছেন। এ ছাড়াও এ প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'শীঘ্রয় মানুষের সামনে এমন একটি জামানা আসবে যখন.... তাদের আলেমরা হবে আকাশের নীচে সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক, তাদের নিকট হ'তেই (দ্বীন সংক্রান্ত) ফেৎনা প্রকাশ পাবে....'।[১১]

নবী করীম (ছাঃ) ফরয ছালাতের ইক্বামত হওয়ার পর ফরয ব্যতীত অন্য কোন ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[১২] অথচ ফজরের ফরযের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাতকে অতি উচ্চ পর্যায়ের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা যুক্তিতে জামা'আত চলাকালীন সময়ে হ'লেও তা পড়ে নেওয়ার ফৎওয়া দেওয়া হচ্ছে। ফলে আজও গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমান ফজরের ফরয জামা'আতের পাশাপাশী সুন্নাত পড়তে গিয়ে জামা'আতের পাশে থেকেও অধিকাংশ সময় জামা'আতে শামিল হ'তে পারছেন না। বিধায় জামা'আতের পাশে থেকেও জামা'আতের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বলবেন কি- কার ভুলে?

আবার দেখুন, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে বসার পূর্বেই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে।[১৩] অথচ আলেমদের পরামর্শে (কোন জজ-ব্যরিষ্টারের পরামর্শে নয়) মসজিদে ঢুকেই অধিকাংশ মুসলমান হয় সিধা বসে পড়েন, নতুবা একটু বসে জিরিয়ে নিয়ে উঠে ছালাত আদায় করেন। বলতে পারেন আলেম ব্যতীত আর কাদের দ্বারা বৃহত্তর মুসলিম সমাজে এ ফৎওয়াটি চালু হ'ল? অথচ মহানবী (ছাঃ)-এর যুগের চেয়ে আজকালই বরং মসজিদের পিঠে মসজিদ লাগানো। সুতরাং মসজিদে ঢুকেই একটু বসে জিরিয়ে নেওয়া অবান্তর নয় কি? আরও দেখুন- নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর দিন খুৎবা দান রত অবস্থায় সদ্য আগত জনৈক মুছল্লীকে বললেন, 'দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর (অতঃপর বসে খুৎবা শোন)'।[১৪] অথচ এ ক্ষেত্রে জনৈক দ্বীনী বিদ্বান বলেছেন, খুৎবা শোনা ওয়াজেব আর এই ছালাত নফল। সুতরাং ছালাত আদায় না করে বসে পড় ও খুৎবা শোন। প্রিয় বিদ্বান পাঠকগণ! বলুন, এ ক্ষেত্রে আমরা কার কথা শুনব ও আমল করব? আমি দ্বীনী বিদ্বান বিশেষজ্ঞদেরকে একমতে ও এক বাক্যে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের (ছাঃ) কথা পেলে আর 'কিন্তু' নয়। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ভাল-র নামে মোস্তাহাব

১০. দালীলুল হাজ্জ ওয়াল মু'তামের পৃঃ ৮।

১১. ঐ, মিশকাত ২য় খণ্ড, হাদীছ নং ২৪৯-(৬২)।
১২. ঐ, মিশকাত, ২য় খণ্ড হাদীছ নং ৯৯১-(৭)।
১৩. মাওলানা আযীযুল হক অনুদিত বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড হাদীছ নং ২৮৯ পৃঃ ২৪২।

বলে আমলের ক্ষেত্রে হাযারো 'কিন্তু' উদ্ভাবিত হয়ে গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমানদের আমলে কার্যকরীভাবে বহাল হয়েছে। ফলে বহু হাদীছে রাসূল (ছাঃ) পতিত হয়েছে।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ! জেনে শুনেও আমাদের অনেকেই কি ভুল করছেন না? ধূমপান বিষবৎ জেনেও আমাদের অনেক শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত ভাই কি ধূমপান করছেন না? একেই তো বলে নেশা। আচ্ছা বলুন তো! পাকিস্তানের সংবিধান কি এখন বাংলাদেশে চলবে? এ দেশটি যখন পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে পরিণত হ'ল তখনই এ দেশের জন্য পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল হয়ে গেছে। হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর মহাপ্রয়ানের পর যখন আমাদের আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর আখেরী ঐশী সংবিধান আল-কুরআন নাযিল হ'ল তখনই আল্লাহ পাকের পূর্ববর্তী প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী 'যবুর' ও 'তৌরাত' দু'টো ঐশী সংবিধানই বাতিল সাব্যস্ত হয় (যদিও এসবের অনেক ধারাই সংশোধিত রূপে নতুন সংবিধানে অর্থাৎ কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে)। কোন সংবিধান একবার বাতিল হয়ে গেলে তার ব্যবহারের বৈধতা ও কার্যকারীতা আর থাকে কি? অথচ এই অতি সাধারণ বাস্তব শিক্ষাটি কি আজকের পৃথিবীর উন্নত দুনিয়াবী জ্ঞানের অধিকারী ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ মেনে নিয়েছে? এটা কি জেদ নয়? নেশা আর জেদ বড় বড় জ্ঞানীদেরকেও গোমরাহীর পথে তথা ভুল ও বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে থাকে। উপরের সংক্ষিপ্ত বাস্তব দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ।

আল্লাহপাকের আদালতে মানুষের বুদ্ধির কঠিন বিচার হবে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) সুস্পষ্ট বিধান পিছনে ফেলে বুদ্ধি খাটিয়ে দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিগত বিধান উদ্ভাবন করে তার উপর আমল নিয়ে আল্লাহপাকের আদালতে হাযির হবেন আল্লাহপাক তাঁদেরকে কড়া ভাষায় শোকজ করবেন। বলবেন, আমি দ্বীনের যে ব্যবহারিক পদ্ধতিকে 'উছওয়াতুন হাসানা' বা উত্তম রীতি পদ্ধতি বা আদর্শ বলে কুরআনে ঘোষণা করেছিলাম, তোমরা কেন তাতে মাতাব্বরী করেছ? আমি এবং আমার নবী, আমরা যা ভাল বলেছি তোমরা কেন তা উপেক্ষা করে নিজেদের বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবিত ভাল-র উপর আমল করে এসেছে? বেশ তো! আজ তবে তোমাদের বুদ্ধির কাছ থেকেই তোমাদের পাওনা বুঝে নাও। আমার কাছে তো তোমাদের জন্য কিছুই নেই। যেমন- তোমাদের কাছে আমার ও আমার রাসূলের কিছুই ছিল না। এবার লক্ষ্য করুন! আল্লাহ্‌র প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি বলেছেন? এরশাদ হচ্ছে- 'আমি তোমাদের জন্য সুব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্নেই হাওযে কাওছারের কিনারায় অবস্থান করব। তখন আমার উম্মতের একদল লোক আমার দৃষ্টিগোচর হবে এমনকি আমি পানির পেয়ালা তাদেরকে দেয়ার প্রস্তুতি নিব। এমতাবস্থায় আমার নিকট পৌঁছার পূর্বেই তাদের গতি (দোযখের দিকে) ফিরায়ে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে পরওয়ারদেগার! এরা আমার উম্মত। আল্লাহ বলবেন, (হে মুহাম্মাদ!) আপনি জানেন না- তারা আপনার (দুনিয়া ত্যাগের) পরে আপনার প্রদত্ত সুন্নাতী তরীকার বিপরীত কত রকম পন্থা আবিষ্কার করেছিল (এবং সে সব আবিষ্কৃত পথ ও পন্থার উপরই আমল নিয়ে আজ তারা হাযির হয়েছে)।[১৫]

আমার ভাল অন্যে মানলে মানতে পারে, তাই বলে তো মানতে বাধ্য নয়। মুসলিম বিশ্বের সকল মুসলমান যদি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে 'ইমামে আ'জম' বলে মানত ও স্বীকৃতি দিত তাহ'লে তো আর তিন জন ইমামের মতবাদ মুসলিম বিশ্বে চালু হ'ত না। সুতরাং নানা জনের উদ্ভাবিত ভালকে মানতে অনেকেই বাধ্য নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) নির্দেশিত ও নির্ধারিত ভাল-কে সকলে মানতে বাধ্য। সুতরাং ঈমানদারীর সাথে ভেবে দেখুন! আপনার আমার ভাল দিয়ে কি ঐক্যবদ্ধ একটি আদর্শ এবং আদর্শ জাতি নির্মাণ করা সম্ভব? তবে আল্লাহ ও রাসূলের (ছাঃ) নির্দেশিত ও নির্ধারিত ভাল-কে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ আদর্শ নির্মাণ অতীব সহজ, যেহেতু সকল মুসলমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) নির্দেশিত ভাল-কে স্বীকৃতি দিতে ও মানতে বাধ্য। সুতরাং আসুন! আমরা নিজেদের প্রবৃত্তিগত ভাল-কে যা কুরআন সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বি তা সংস্কার মুক্ত মনে পরিহার করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) নির্দেশিত ভাল-কে আমলে গ্রহণ করে বাতিলের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হই। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন।

১৪. ঐ, বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫২, হাদীছ নং ৫২০।

১৫. ঐ, বুখারী শরীফ, ৭ম খণ্ড হাদীছ নং ২৫০৩ পৃঃ ৭৬।

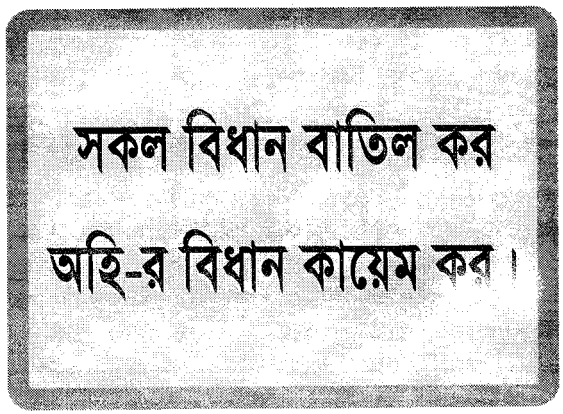

কসোভোয় মুসলিম নিধনঃ মানবতার করুণ আর্তনাদ

*মুহাম্মাদ আবু আহসান**

বসনিয়ায় দীর্ঘ চার বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লাখ লাখ প্রাণহানি আর ধর্ষিতা মুসলিম মহিলার করুণ আর্তচিৎকার ইথারে মিলিয়ে যাবার আগেই কসোভোয় শুরু হয়েছে মুসলিম নির্যাতন ও গণহত্যা। সেখানে সার্ব আগ্রাসনের কারণে গত জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত ১২ হাযার ৫শত ১৭ জনেরও অধিক মুসলমান প্রাণ হারিয়েছেন। বাড়ী ছাড়া হয়েছেন হাযার হাযার পরিবার।

কসোভো নামটি এযাবৎ অনেকটা অপরিচিত ছিল। ছিল অনেকের জানার আড়ালে। অথচ গত কয়েকমাস তা বিশ্বজুড়ে আলোচিত হচ্ছে বসনিয়ার মত। সাবেক যুগোশ্লাভিয়া গঠিত ছিল ৬টি প্রজাতন্ত্র ও ৩টি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল নিয়ে। প্রজাতন্ত্রগুলো হচ্ছে সার্বীয়া, ক্রোসিয়া, বসনিয়া-হারজেগোভিনা, মাসিডোনিয়া, মন্টেনোগো ও কসোভো।

যুগোশ্লাভের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ হচ্ছে কসোভো। আলবেনীয় সীমান্তে অবস্থিত ছোট এ প্রদেশটির আয়তন ৪,২০৩ বর্গমাইল। মোট জনসংখ্যা ২০ লাখ। যার শতকরা ৯০ ভাগ হ'ল আলবেনীয় বংশোদ্ভূত মুসলমান। অবশিষ্ট ১০ ভাগ সার্বীয় গোঁড়া খৃষ্টান। যারা ঐতিহ্যগত ভাবে চরম মুসলিম বিদ্বেষী। এ কারণে যুগে যুগে কসোভোর শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান ১০ ভাগ সার্বদের হাতে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সার্ব বাহিনীর আগ্রাসনে এ পর্যন্ত শত শত নিরীহ মুসলমান শহীদ হয়েছেন এবং ২ লাখ ৭৫ হাযার মুসলমান গৃহহীন হয়েছেন।[১] উত্তরে পুডোজেভো থেকে দক্ষিণে রাজধানী প্রিস্টিনা পর্যন্ত সার্বীয় নিরাপত্তা বাহিনীর তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়েছে।

কসোভোর এ সংঘাতের ইতিহাস অনেক পুরাতন। প্রায় ৬শ' বছর আগের কথা। সে সময় আজকের যুগোশ্লাভিয়া ছিল তুরস্কের ওছমানীয় মুসলিম খেলাফতের অধীন। ১৩৮৯ সালের জুন মাসের ২০ তারিখ মুসলিম বাহিনীর হাতে সার্বীয়রা পরাজিত হয়।[২] ফলে সেখানে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। এর প্রায় ৬০ বছর পর ১৪৪৮ সালে মুসলিম ও সার্বদের মধ্যে দ্বিতীয় কসোভো যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও সার্ব সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের হাতে চরম ভাবে পরাজিত হয়।[৩] ফলে কসোভোসহ আশেপাশে মুসলিম শাসন বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলিম শাসনে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন নেতৃস্থানীয় খৃষ্টানগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে অনেক দাম্ভিক খৃষ্টান তুর্কীদের হাতে পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনি। এ উগ্র স্বজাত্যবোধের দরুন তারা ১৬৯০ সালে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু তাতেও তারা ব্যর্থ হয়। তবে তাদের বরাবরই ছিল হিংসা ও সংঘাতের মনোভাব। গত শতাব্দীতে আটোমান বা ওছমানীয় সুলতানদের পতন তাদের এ বিদ্বেষ চরিতার্থ করার সুযোগ এনে দেয়। সার্বরা তখন থেকে নানা ভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর যুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকে।

১৯১২-১৩ সালে বলকান যুদ্ধে কসোভো ও আলবেনীয়া তুরস্কের হাতছাড়া হয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের মানচিত্রে ব্যাপক রদবদল লক্ষ্য করা যায়। এ সময় সার্ব জাতীয়তাবাদের ব্যাপক উত্থান ঘটে। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে সার্বীয় রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ব, ক্রোট ও শ্লোভানদের সমন্বয়ে নতুন দেশ যুগোশ্লাভিয়া গঠন করে। এর সীমানা চিহ্নিত করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক কমিশন। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এ কমিশন আলবেনীয় অধ্যুষিত কসোভোকে যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। আগে থেকেই আলবেনীয় কসোভোবাসী সার্বদের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছিল। এরপর আন্তর্জাতিক কমিশনের অবিচার তাদেরকে ঠেলে দেয় বিদ্রোহের দিকে। সে সময় যদি কসোভোকে আলবেনীয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হ'ত তাহ'লে হয়তো আজকের এ সঙ্কট সৃষ্টি হ'ত না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গ কখনো ইউরোপে কোন শক্তিশালী মুসলিম দেশ দেখতে চায়নি। তাই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোকে তারা ইচ্ছামত ভাগ বাটোয়ারা করেছে নিজেদের স্বার্থে।

এভাবে নিজেদের আয়ত্তে রেখে সার্বরা বছরের পর বছর নির্যাতন করে আসছে কসোভোর মুসলমানদের উপর। আর কসোভোবাসীও মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২০ সালে কসোভোয় মুসলমানরা সার্ব শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।[৪] ১৯৪৬ সালেও একটি বড় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। প্রায় দু'বছর স্থায়ী এ বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে হাযার হাযার আলবেনীয় মুসলমান স্বদেশ ছেড়ে চলে যায় তুরস্কে। এরপর ১৯৮১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে কসোভোতে প্রচণ্ড গণআন্দোলন সংঘটিত হয়। রাজধানী প্রিস্টিনা হয়ে উঠে উত্তপ্ত। এ অবস্থায় দিশেহারা হয়ে সার্ব প্রশাসন যরূরী অবস্থা জারীর মধ্য দিয়ে জনগণের মৌলিক অধিকার পদদলিত করতে থাকে। পরবর্তীতে ৮ বছরে অন্ততঃ ৭ হাযার আলবেনীয় মুসলিম গ্রেফতার হয়েছিল তাদের অধিকারের দাবি উচ্চকিত করতে গিয়ে।[৫] ১৯৮৯ সালে স্লোবোদান মিলোসেবিচ সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর কসোভোতে সার্ব নির্যাতনের মাত্রা

---

* *ইসলামের ইতিহাস ৩য় বর্ষ (সম্মান) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. দৈনিক আল-মুজাদ্দেদ, ৫ অক্টোবর'৯৮, পৃঃ ৫।

২. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮) প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩২।

৩. আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩৯।

৪. আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৬০৩।

৫. মাসিক পৃথিবী, জুন'৯৮, পৃঃ ৫৭।

ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। হাযার হাযার আলবেনীয় মুসলমানকে কর্মচ্যুত করা হয়। তাদের শিক্ষা লাভের সুযোগ সংকুচিত করা হয় এবং প্রশাসনের সর্বত্র বসানো হয় সংখ্যালঘু সার্বদেরকে। ১৯৯০ সালের নতুন সংবিধানে কসোভোবাসীর ৩০ বছরের স্বায়ত্বশাসন পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়। এমনই চরম বঞ্চনা ও বিবেকহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আলবেনীয়দের অনেকে উপলব্ধি করে যে, আর কথিত শান্তিপূর্ণ পন্থায় এখানে শান্তি আসবে না। কাজেই নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে তারা গঠন করে 'কসোভো লিবারেশন আর্মি' (কে এল এ) বা মুক্তি ফৌজ বাহিনী।

১৯৯৬ সালে কে এল এ তার মুক্তি সংগ্রামের অংশ হিসাবে অপারেশন চালালে দু'জন সার্ব পুলিশ নিহত হয়। একে পুঁজি করে দখলদার সরকারের পেটোয়া পুলিশবাহিনী চালায় বেপরোয়া গুলি। ফলে নিরীহ-নিরস্ত্র ১২ জন আলবেনীয় মুসলমান প্রাণ হারায়। মর্মান্তিক ব্যাপার হ'ল এদের ১০ জন একই পরিবারের।[৬]

১৯৯৮ এর মার্চ মাসের ঘটনা। কসোভোতে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ইব্রাহীম রুগোভা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। যুগোশ্লাভ সরকার এ নির্বাচনকে অবৈধ এবং ইব্রাহীম রুগোভার সরকারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইব্রাহীম রুগোভা নিজেকে কসোভোর প্রেসিডেন্ট দাবি করলে সার্ব বাহিনী সাথে সাথেই হেলিকপ্টার, গানশীপসহ অন্য ভারী অস্ত্র নিয়ে মুসলমানদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। তারা 'কসোভো লিবারেশন আর্মি'র নেতা আদম জাশারীর বাড়ীঘর কামানের গোলায় বিধ্বস্ত করে এবং তাঁর ভাইকে হত্যা করে।[৭]

মার্চ মাসে সার্বজান্তার এ অঘোষিত যুদ্ধে দ্রেনিসায় ৮০ জন মুসলমান নিহত হয়। নিহত হয় একই পরিবারের ১৬ জন। এ অভিযানে ৩০টি সাঁজোয়া যান ছাড়াও ব্যবহৃত হয়েছে ২টি হেলিকপ্টার। এ সময় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের নামে সার্বীয় আধা-সামরিক বাহিনী ও পুলিশ মিলে ২৪টি গ্রামে অপারেশন চালিয়ে অসংখ্য নারী ও শিশুকে হত্যা করে।

সম্প্রতি অবরুদ্ধ ডঞ্জিঅবরিঞ্জ গ্রামের কাছে একই পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করে সার্ব বাহিনী। এর পরপরই ১৪ জনকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়। ২ জনকে জীবন্ত অবস্থায় হাত পা ও শরীরের অন্যান্য অংশ কেটে চরম নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়। গণহত্যার শিকার এসব লোকের বেশীর ভাগই ছিল শরনার্থী।[৮] একদল পশ্চিমা পর্যবেক্ষক সার্ব সৈন্যদের গণহত্যা ও নির্যাতনের অবস্থা জানার জন্য সম্প্রতি সার্বিয়ার অঙ্গরাজ্য কসোভোতে গিয়েছিলেন। তাঁরা স্বচক্ষে যা দেখেছেন তা ছিল নিম্নরূপঃ

'ওক গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়েছে একজন মহিলার কপালে। মহিলার মাথার মগজ গলে পড়ছে মাটিতে। দেখেই বোঝা যায় তাকে খুবই কাছ থেকে মাথায় গুলি করা হয়েছে। তাকে দেখে সহজে বোঝা যাচ্ছিল আর কয়েক দিনের মধ্যেই তার কোল জুড়ে আসতো একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু। পর্যবেক্ষকরা আরেকটু এগিয়ে দেখতে পান যে, সরু নর্দমার কয়েক ফিট ওপরে পড়ে আছে একটি বালকের লাশ। বয়স ৬/৭ বছর হবে। তার ডান কানের নিচ থেকে গলা কেটে ফেলা হয়েছে। আর একটু দূরে তিনটি মহিলার মৃত দেহ পড়ে আছে। তাদের হাত পা কুঁকড়ে আছে। মাথায় গুলির চিহ্ন। পর্যবেক্ষকরা কসোভোর রাজধানী প্রিস্টিনা হ'তে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পশ্চিমে গোরনেই নামক স্থানে গিয়ে দেখতে পেলেন মহিলা-শিশু-বৃদ্ধদের লাশ আর লাশ। লাশগুলোতে রয়েছে নির্যাতনের চিহ্ন। কারো পা কেটে নেয়া হয়েছে, কারো হাত। একটি লোককে বেঁধে তার মাথার মগজ বের করে তার স্ত্রীর সামনে রাখা হয়েছে। লোকটির স্ত্রীর পা কেটে নেয়া হয়েছে। স্ত্রী লোকটি মারা যাওয়ার পরও যেন সে তার স্বামীর মগজের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। লাশগুলোর কাছেই রয়েছে সারি সারি অসংখ্য কবর। গ্রামগুলি আগুনে পুড়ে বিবর্ণ হয়ে আছে'।

গত কয়েকমাসে যুগোশ্লাভ সৈন্য ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ভারী অস্ত্র ও হেলিকপ্টার যোগে জাতিগত আলবেনীয় মুসলিম অধ্যুষিত ৪শ'রও বেশী গ্রামে ব্যাপক লুটপাট চালিয়েছে। সার্ব বাহিনীর এ আগ্রাসনে এ পর্যন্ত শত শত নিরীহ মুসলমান শহীদ এবং ২ লাখ ৭৫ হাযার মুসলমান গৃহহীন হয়েছেন। হাযার হাযার উদ্বাস্তু সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আলবেনীয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

প্রথমতঃ সার্বরা গণহত্যা শুরু করে গোপনে। বাইরের দুনিয়ায় এ সংবাদ যেন পৌঁছাতে না পারে সে জন্য কসোভোর সব ক'টি সংবাদ পত্র বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে কসোভোর মুসলমানদের আর্তচিৎকার বাইরের দুনিয়া খুব কমই শুনতে পেয়েছে।

কসোভোর গণহত্যা সার্বদেরকে বিশ্বব্যাপী নিন্দা ও ধিক্কারের সম্মুখীন করেছে। বিশ্বজনমতের চাপে হোক কিংবা চক্ষুলজ্জায় হোক, যুক্তরাষ্ট্রের মত কয়েকটি বৃহৎ শক্তি এগিয়ে এসেছে কসোভোয় শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ে। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালী মিলে গঠন করেছে 'কনট্রাক্ট গ্রুপ'।[৯] তবে এটা স্পষ্ট যে, তারা কখনো চায় না আলবেনীয়ার পর আবারও ইউরোপে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটুক।

কসোভো সঙ্কটে ইউরোপ আজ নিশ্চুপ। অথচ তাদের ন্যাটো (উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা) নামে একটি শক্তিশালী সংস্থাও আছে। জাতিসংঘ কসোভোয় সার্বীয়

৬. মাসিক পৃথিবী, জুন'৯৮ পৃঃ ৫৭।
৭. ইনকিলাব, ৮ অক্টোবর'৯৮ পৃঃ ৭।
৮. দৈনিক আল-মুজাদ্দেদ ৫ অক্টোবর'৯৮ পৃঃ ৫।
৯. দৈনিক আল-মুজাদ্দেদ, ৫ অক্টোবর'৯৮, পৃঃ ৫।

বর্বরতাকে নিন্দা করে যে প্রস্তাব পাশ করেনি বা যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্টকে সাবধান করে দেয়নি তাও নয়। সবই করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের সে কাগুজে প্রতিবাদ শুধু যে লোক দেখানো তা কারও বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়। ন্যাটো বাহিনীও মৌখিক হুমকি-ধমকি ছাড়া কোন বাস্তব প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেনি। ফলে এটা স্পষ্ট যে, কসোভা থেকে মুসলিম জনগণকে সম্পূর্ণ উৎখাত না করা পর্যন্ত তারা এভাবে সময় ক্ষেপণই করতে থাকবে।

এভাবে আমেরিকা-ইউরোপের মোড়লরা কসোভোর বন্ধু সেজে সেখানকার জনগণের আকাংক্ষা, প্রত্যাশা ও লক্ষ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। কসোভোর আলবেনীয় মুসলিম জনতা অতীতে স্বায়ত্বশাসনের নামে প্রতারিত হয়েছে বহুবার। সার্ব শাসন-শোষণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাদের ঠেলে দিচ্ছে গণঅভ্যুত্থানের দিকে। অনেকে মরিয়া হয়ে হাতে তুলে নিয়েছেন হাতিয়ার। এখন কসোভোবাসীর মুখে বিদ্রোহের ধ্বনি, চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা বরাবরই কাজ করছে। কিভাবে তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করবে? কে যোগাবে অস্ত্র? প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলি কি তাদের পাশে দাঁড়াবে? শতধাবিভক্ত মুসলমানরা কি ইহুদী-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে?

সুতরাং মুসলমানদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে, নিজ রাষ্ট্র গুলোতে আমেরিকা-রাশিয়ার অনুগত শাসককে উৎখাত করার সাথে সাথে ওআইসি-কে শক্তিশালী করার। প্রয়োজনে আলাদা মুসলিম জাতিসংঘ গঠন করা আজ সময়ের অনিবার্য দাবীতে পরিণত হয়েছে। দাবী উঠেছে মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্ন মনোভাব পরিহার করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। প্রতিঘাত করতে হবে অপশক্তির। নির্যাতিত মা-বোন-শিশু তথা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করছো না দুর্বল সে পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে। যারা বলে, হে আমাদের পালন কর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দাও। এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ওয়ালী এবং সাহায্যকারী দান কর' (সূরা নিসা ৭৫)। মুসলিম বিশ্বকে এগিয়ে যেতে হবে কসোভোর নির্যাতিত মানবতাকে রক্ষার জন্য। প্রতিবাদ করতে হবে অত্যাচারীর। কসোভোবাসীর প্রাণের দাবী 'স্বাধীনতা' যাতে তাঁরা অর্জন করতে পারে সে জন্য সর্বাত্মক সহযোগীতা করতে হবে। বিশ্বের সকল মুসলমানকে আল্লাহ হেফাযত করুন- আমীন!

হে মুছলিম জেগে ওঠো

*-মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী**

অমর কবি আল্লামা ইকবাল মুছলমানদের লক্ষ্য করে বলেছেন-

ছবক্ পড়্ ফের ছাদাকাত কা
আদালত কা শাজাআত্ কা
কামলিয়া জায়েগা তুঝ্ছে
দুনিয়া কি ইমামত কা।

হে মুছলিম, তুমি আবার সত্যবাদিতার, ন্যায় পরায়ণতার ও শৌর্য্য বীর্য্যের ছবক পড়। তোমার দ্বারা তাহলে দুনিয়ার নেতৃত্বের কাজ নেওয়া হবে।

সত্যিকথা, মুছলমানগণ যদি মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণাকে পরিহার করে সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পারে তাহলে নেতৃত্বের গৌরব মণ্ডিত আসন আবার পেতে পারবে। তারাই আবার খিলাফতে ইলাহিয়ার সুমহান আসনে উপবেশন করবে। কিন্তু মুছলমান আজ ভুলে গেছে তাদের ইতিহাসকে, ভুলে গেছে তাদের ঐতিহ্যকে, ভুলে গেছে তাদের তাহ্জীব ও তামাদ্দুনকে। যাঁর বাহিনী মদিনা থেকে মার্চ্চ করে পৃথিবীর এক বৃহত্তম অংশকে জয় করে নিয়েছিল এবং যিনি সে যুগের খ্রীষ্টান ও রোমক সম্রাটদের যাবতীয় গর্ব্ব ও অহঙ্কারকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, মুছলমানগণ ভুলেছে আজ সেই মহাপুরুষ ফারূকে আযম হযরত ওমরের কথা। তারা ভুলে গেছে আজ আমীর হামজা ও খালেদ বেন ওলিদের শৌর্য্য বীর্য্যের কথা, তারা ভুলে গেছে আজ তাদের জাতীয় আদর্শকে।

তাই বলি, হে মুছলিম! তুমি যে সিংহ শাবক, তুমি যে, বীরের বাচ্চা। তোমার আজ এ দুর্দশা কেন? কতদিন তুমি অন্য জাতির বলির পাঁঠা হয়ে থাকবে? হে মুছলিম, উঠ, জাগো। জলদগম্ভীর স্বরে তুমি হেকে বল- আমি মুছলিম। আমি আল্লাহ্র জন্য সব কিছু দিতে পারি।

হে মুছলিম- তোমার আজ চতুর্দিকে শত্রু। তলওয়ারের দ্বারা, গোলাগুলির দ্বারা ও লেখনীর দ্বারা তোমার জাতীয় গৌরবের উজ্জ্বল প্রদীপকে নিভিয়ে দিবার জন্য চতুর্দিকে আজ ষড়যন্ত্র চল্ছে। তোমার সন্তান সন্ততির মন ও মস্তিষ্কে ইমানিয়াতের কোন ছোঁয়াচ যাতে না লাগতে পারে তজ্জন্য পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ ও আল্লাহ্র রছুলের নামটা পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। তোমার ছেলে কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসে বলছে, আল্লাহ নাই, নামাজ আবার কি? রোজা আবার কি? হজ্জ করে কি হবে? হে মুছলিম, তুমি ভেবে দেখো তোমার উন্নতি কোথায়? এখনও যদি তুমি সতর্ক না হও তাহলে গজবে এলাহির

* পাটুয়াপাড়া, দিনাজপুর; সাবেক সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত ও খত্বীব, বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঢাকা।

কঠোর ধাক্কায় তোমার অস্তিত্ব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তুমি স্মরণ কর সেই আল্লামা শহীদ ইছমাঈলের কথা -যিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য বালাকোটের রণ-প্রাঙ্গনে নিজের তপ্ত কলিজার রাঙা খুন ঢেলে দিয়ে ত্যাগের মহান আদর্শ রেখে গেছেন, স্মরণ কর তুমি মোজাদ্দেদে আলফে ছানী, সৈয়দ আহমদ ছারহিন্দীর কথা, স্মরণ কর তুমি খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর কথা, মখদুম আবদুল্লাহ গজ্‌নবী ও মখদুম আবদুল্লাহ গুজরাটির কথা; যাঁরা দ্বীনের জন্য, সত্যের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

হে মুছলিম, তোমাকে আজ শহীদ ইছমাঈলের মত, শাহ ওলিউল্লার মত, ছৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর মত, মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর মত, মখদুম আবদুল্লাহ গজনবী ও আবদুল্লাহ গুজরাটির মত হতে হবে।

হে মুছলিম, তুমি দলাদলি ভুলে যাও। সংহতির বিধ্বস্তিই তোমাকে এত পশ্চাতে রেখেছে। যারা নাস্তিক, যারা আল্লাহ্‌কে মানে না, যারা বহু ঈশ্বরবাদী, যারা নদী-নালা, খাল-বিল, খড়-কূটা, কাদা-মাটি সব কিছুরই পূজা করে, যারা ইমানের স্বাদ কেমন তা জানে না, তারা সকলেই উন্নত হয়ে যাচ্ছে। চির অভিশপ্ত ইহুদী আজ রাজ শক্তির অধিকারী। আর তুমিই কেবল পশ্চাতে পড়ে রইলে! হে মুছলিম! তুমি যে বড় শক্তির অধিকারী তা কি তুমি ভুলে গেলে? তোমার কাছে যে সব থেকে বড় অস্ত্র আছে, সে আজ হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' 'লা' যে তোমার বড় অস্ত্র। 'লা' -এর দ্বারা তুমি সব ইলাহকে, সব শক্তিকে মিছমার করে দিয়ে ইল্লাল্লাহ, আল্লাহকে বাকী রেখেছ। তুমি যে আল্লাহ্‌র দাস। তবে কেন আজ প্রবৃত্তির মোহে, গদীর মোহে, চাকরীর মোহে, রূপের মোহে, অট্টালিকার মোহে, নারীর মোহে, ভুসম্পদের মোহে তোমার জাতীয় গৌরবকে হারিয়ে ফেলছো? হে মুছলিম, আজ ভায়ে ভায়ে মিলে যাও। কবির ভাষায়ঃ-

মুখেতে কলেমা অন্তর তলে
আকদুল মাওয়াখাত্
পদতলে যত পর্ব্বতগিরি
হয়ে যাক্ ধুলিস্মাৎ।

ইংরেজ জাতি একতার বলেই একদিন পৃথিবীর বুকে তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পাঠানেরা যখন ইংরেজ মহিলা মিসেস্ এলিসকে অপহরণ করেছিল তখন মুষ্টিমেয় ইংরেজ ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। ছোট্ট একটী বাচ্চার পর্যন্ত রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু হে মুছলিম, তোমার মধ্যে সে ভ্রাতৃত্ব নাই। তোমার এক ভাই যদি কষ্ট পায় তাহ'লে তুমি মুচকি হাসো। কত মুছলিম রমণীর যে ইজ্জত বর্ব্বর অমুছলিমরা নষ্ট করে দিয়েছে তা কি তুমি জানো না? কিন্তু ইংরাজের মত তোমার প্রাণে কি ব্যথা লেগেছিল? তাই বলি হে মুছলিম, অতীতের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা লাভ কর। জেগে উঠ, জেগে উঠ।

[অর্দ্ধ সাপ্তাহিক পয়গামের ৮ম বর্ষ ৬৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত]

মোরা মুছলিম ডরিনা মরণে

আমরা ভারতবাসী হলেও আমরা মুছলমান। অন্যান্য ভারতবাসী হতে আমরা সম্পূর্ণ পৃথক। প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের জন্য হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াছাল্লাম যে পয়গামে এলাহি নিয়ে জগতের বুকে এসেছিলেন আমরা তারই ধারক ও বাহক। আমরা মোহাম্মদী রাজ পথেরই পথিক। আমাদের কৃষ্টি ও তামাদ্দুন, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য, আমাদের কলা ও স্থাপত্য, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আমাদের রাজনীতি চর্চা ও সমাজনীতি চর্চা, আমাদের নামকরণ ও সংজ্ঞা, আমাদের রীতি-নীতি ও পঞ্জিকা, আমাদের মূল্য ও পরিমাণ বোধ, আমাদের প্রবৃত্তি ও উচ্চাভিলাষের একটা পৃথক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

আমরা মুছলমান। আমাদের মাথা আল্লাহ ছাড়া কাহারো দরবারে নত হয় না। আমরা সেই অদ্বিতীয় আহাদের দাসত্ব করি। কোন বিগ্রহের কাছে, কোন প্রতিমার কাছে, মৃত বা জীবিত কোন মানুষের কাছে, কোন রাজশক্তির কাছে আমাদের মাথা নত হয় না। আমরা টাকার গোলাম নই, আমরা রুটির গোলাম নই। চাকরীর প্রলোভনে, সুন্দরী নারীর মোহ মায়ায়, গদীর লোভে আমরা নিজের ইমানকে বরবাদ করতে জানি না। আমাদের রছুল (সঃ) -কে আরবের মুশরিকরা বলেছিল, হে মোহাম্মদ! আমরা তোমাকে রাজা করবো, বাদশাহ করবো এবং আরবের সব থেকে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে দিব। তুমি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলো না। আল্লাহ্‌র নবী বলেছিলেন, তোমরা যদি এক হাতে আমার সূর্য্য এনে দাও, আর অন্য হাতে চাঁদ এনে দাও-তবু আমি সত্যের অপলাপ করবো না। কি অপূর্ব সাহস, কি হিম্মত ও বুকের বল। সারা দুনিয়া একদিকে, জগতের সমস্ত মানুষ বিপক্ষে- আর একটি মানুষ অন্যদিকে সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য সর্বপ্রকারের বিপদ ও ঝঞ্ঝাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত।

মক্কা ত্যাগ করে মদিনা যাওয়ার পথে আল্লাহর নবী ও হযরত আবুবকর 'ছওর' পর্বত গুহায় লুক্কায়িত ছিলেন। শত্রুদের শব্দ শুনে আবুবকর বলছেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল শত্রু যে অতি নিকটে, ওরা যে সংখ্যায় অনেক বেশী। আল্লাহ্‌র হাবীব উত্তর দিচ্ছেন, 'লা তাখাফ ইন্নাল্লাহা মা-আনা'। 'ভীত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন'। শত্রুদের সমস্ত ভ্রূকুটি, সমস্ত শত্রুতা, সমস্ত ষড়যন্ত্রকে তিনি সত্যের জন্য বরণ করে নিতে কুণ্ঠিত হননি। আমরা আজ সেই নবীরই উম্মত। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলেছি। যদিও আজ আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ তবুও একথা বলবো-

তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল,
আজকে বিফল হলে হতে পারে কাল।

যুগে যুগে বহু বিপদ আমাদের উপর এসেছে। আমাদের জাতীয় গৌরবকে দুনিয়ার বুক হতে নিশ্চিহ্ন করে দিবার

চেষ্টা অনেকেই করেছে। দুর্দ্ধর্ষ কোরেশ বাহিনীর সমস্ত ষড়যন্ত্রকে আমরা আমাদের তাজা কলিজার রাঙা খুন দিয়ে ব্যর্থ করে দিয়েছি। কত চেঙ্গিজ, কত হালাকু, কত মীরজাফর ও উমিচাঁদ, কত ইংরেজ আমাদের গৌরব নিশানকে চুর্ণ বিচূর্ণ করে দিবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। ইছলাম আজও বেঁচে আছে, মুছলিম আজও বেঁচে আছে।

আমরা ভারতীয় মুছলমান। কত ঝড় যে আমাদের উপর দিয়ে বয়ে চলে গেল তার ইয়ত্তা নাই। স্বামীহারা রমণীর আর্ত্তরব, পুত্রহারা জননীর বুকফাটা ক্রন্দন, শত শত রমণীর বেইজ্জতি, বাস্তুহারাদের করুণ দৃশ্য আমাদেরকে অকাতরে সহ্য করতে হয়েছে। শত শত মসজিদের গগণচুম্বী মিনারকে বর্বরদের দুর্মদ হস্ত চুরমার করে দিয়েছে। কত মসজিদ থিয়েটার হলে পরিণত হয়েছে, কিন্তু তবু ভারত ছেড়ে যাইনি পালিয়ে।

আমরা বিশ্বাস রাখিঃ-

দুর্য্যোগ রাতি পোহায়ে আবার

প্রভাত আসিবে ফিরে।

কত জালিমের, কত অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীর অভ্যুদয় ঘটেছে এ দুনিয়ার বুকে তার ইয়ত্তা নাই। সকলেরই দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে। যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে কোনদিন সূর্য্য ডুবতো না; তাও আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি ফুৎকারে উড়ে গেছে।

আমরা মুছলমান। শান্তিই আমাদের একমাত্র কাম্য। যেখানে জুলুম, যেখানে অন্যায়, যেখানে অত্যাচার ও অবিচার, যেখানে শঠতা ও হীনতা, যেখানে অশান্তি ও দলাদলি, আমরা সেখানে কঠোর।

আমাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলামে কোন ধর্মের উপর জবরদস্তি নাই। কিন্তু আমাদের উপর কোন জবরদস্তি এলে এই জাগ্রত মুছলিম জাতি তা বরদাশ্‌ত করবে না। যারা আমাদেরকে দেশ ছাড়া করতে চায়, যারা আমাদের অধিকার হ'তে আমাদেরকে বঞ্চিত করতে চায়, আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমাদেরকে যাঁরা সমান অধিকার দিবেন আমরা তাঁদের জন্য সর্বশক্তি ক্ষয় করতে প্রস্তুত।

আমরা যতই অসুবিধায় পড়ি না কেন ইমানিয়াতের সুমহান আদর্শ হ'তে কোন দিন টলবো না। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য একটি জাতির বা একটি দেশের সর্বনাশ করতে আমরা জানি না। ইছলাম আমাদেরকে সে শিক্ষা দেয় না। আমরা মরীচিকা বিভ্রান্ত নই। 'হামারি রহনো মায়িকে লিয়ে হামারে পাছ ইসলাম কি আজিমুশ্‌শান শরীয়ত মওজুদ হ্যায়।' আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য আমাদের কাছে ইছলামের আজিমুশ্‌শান শরীয়ত বিদ্যমান আছে। শরীয়ত আমাদেরকে যে পথ দেখায় আমরা সেই পথে চলি। কোরানেই আমাদের কার্যসূচী বিদ্যমান আছে। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে সমগ্র দুনিয়ার সামনে যে বিধান পেশ করেছেন, তার প্রতিষ্ঠা ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

সত্যের জন্য, শান্তির জন্য, মহাপুরুষদের আদর্শকে উন্নত করার জন্য, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য, ফেরাউনী ও দাজ্জালী শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য আমীর হামজার মত, মোছাএব বেন উমায়েরের মত, ইমাম হোছায়নের মত আমরা নিজেদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমরা মরণ-ভীতু নই। আমরা মরণে ডরি না। শত বাধা, শত অত্যাচার ও উৎপীড়ন, শত দুর্য্যোগ আমাদেরকে নির্ভয় করে দিয়েছে। তাই আমাদের মরণের ভয় নাই।

[৮ম বর্ষ ৭১শ সংখ্যা 'পয়গামে' প্রকাশিত]

[মাননীয় লেখকের বানান অপরিবর্তিত রেখে প্রবন্ধ দু'টো প্রকাশিত হ'ল। ফলে 'তাহরীক'-এর বানানরীতির সাথে অনেক ক্ষেত্রেই অমিল পরিলক্ষিত হবে।-সম্পাদক]

রামাযান ও আসন্ন ঈদুল ফিত্‌র উপলক্ষ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আহবান

এতদ্বারা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও এর সকল অঙ্গ সংগঠন ও অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও সদস্যাদের প্রতি এবং এই মহতী ইসলামী সংগঠনের হিতাকাংখী সকল ভাই-বোনদের প্রতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ **মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রামাযানুল মুবারক ও আসন্ন ঈদুল ফিত্‌র উপলক্ষ্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি এই পবিত্র মাসে যাবতীয় গুনাহে কবীরা ও বদভ্যাস থেকে তওবা করে সত্যিকারের মুমিন হওয়ার লক্ষ্যে সকলকে তাক্বওয়া হাছিলের প্রতিযোগিতা করার আহ-বান জানান। তিনি যাকাত থেকে কমপক্ষে সিকি অংশ সংগঠনের বায়তুলমাল ফাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমা দেয়ার জন্য যাকাত দাতাগণের প্রতি আহবান জানান। সাথে সাথে অন্যান্য ছাদাক্বা ও এককালীন দানের মাধ্যমে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং 'গিফ্‌ট প্যাকেট' কিনে বিতরণ ও **আত-তাহরীক**-এর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সকলের প্রতি বিশেষভাবে আবেদন জানিয়েছেন। ওয়াস্‌সালাম। ইতি-

আহকার খাদেম
মাওলানা হাফীযুর রহমান
অর্থ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ছাহাবা চরিত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)

-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন সেসব ছাহাবীদের অন্যতম যাঁরা তাঁদের জ্ঞান ও মর্যাদার কারণে উম্মতের স্তম্ভ হিসবে বিবেচিত হ'তেন। কুরআন মজীদের তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টির দরুন তাঁকে 'রইসুল মুফাসসিরীন' অর্থাৎ তাফরীরকারকদের প্রধান বলে অভিহিত করা হ'ত। এমন এক সময় তিনি পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা দানে আত্মনিয়োগ করেন যখন মুসলিম সমাজে যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারে এ বিরাট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ মহা মনীষী ও প্রখ্যাত ছাহাবীর জীবনী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম আব্বাস বা আল-আব্বাস, কুনিয়াত আবুল আব্বাস।[১] উপাধি ছিল আল-হিবর (মহাজ্ঞানী), আল-বাহর (সাগর)[২] তরজমানুল কুরআন (কুরআনের ভাষ্যকার) এবং ইমামুল মুফাসসিরীন (মুফাসসিরদের ইমাম বা নেতা)।[৩] তাঁর বংশক্রম হ'ল আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ইবনে আব্দিল মুত্ত্বালিব ইবনে হাশিম ইবনে আব্দে মানাফ[৪] আবুল আব্বাস আল-ক্বারাশী।[৫] তাঁর মাতার নাম ছিল লুবাবা বিনতু হারিছ ইবনে হাযন আল-হিলালিয়া।[৬] তিনি মহানবী (ছাঃ)-এর চাচাত ভাই ছিলেন।[৭] উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আপন খালা ছিলেন।[৮] এদিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর খালু হ'তেন।[৯] খালিদ বিন ওয়ালিদ তাঁর খালাত ভাই ছিলেন।[১০]

জন্ম ও শৈশবঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হিজরতের ৩ বৎসর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন, যখন বনু হাশিম ও বনু মুত্ত্বালিব গোত্র শে'আবে আবি ত্বালিবে অন্তরীন ছিল।[১১] ভূমিষ্ট হওয়ার পর তাঁকে মহানবী (ছাঃ) -এর নিকটে আনা হ'লে তিনি তাঁর জন্য দো'আ করলেন।[১২] তাঁর মাতা উম্মুল ফযল নবুঅতের প্রথম যুগেই প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৩] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) অধিকাংশ সময় খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা (রাঃ)-এর নিকট থাকতেন এবং কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাড়ীতেই শুয়ে থাকতেন। একবার তিনি খালার কাছে শুয়েছিলেন। এমন সময় মহানবী (ছাঃ) এসে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে ঘুমালেন। তখনও রাতের কিছু অংশ বাকী ছিল। তিনি ঘুম থেকে উঠে মশকের পানি দিয়ে ওযূ করে ছালাত শুরু করলেন। আব্দুল্লাহও এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে দাঁড়ালেন। মহানবী (ছাঃ) তাকে ধরে নিজের পাশে দাঁড় করালেন যখন তিনি ছালাতে মনোনিবেশ করলেন তখন আব্দুল্লাহ পুনরায় পিছনে চলে আসল। ছালাত শেষে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি তোমাকে আমার পাশে দাঁড় করালাম। অথচ তুমি আবার পিছনে চলে গেলে। তখন আব্দুল্লাহ বলল, কারো জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, সে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে। এ কথা শুনে মহানবী (ছাঃ) আশ্চর্য হ'লেন এবং তার জন্য দো'আ করলেন,

---

* দ্বিতীয় বর্স (সম্মান) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৬), ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫৭।

২. ইবনু হাজার বলেন "فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه"
দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব (দেওবন্দঃ আল-মাকতাবুল আশরাফিয়া ১ম প্রকাশ ১৪০৮/১৯৮৮), পৃঃ ৩০৯।

৩. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা (জিদ্দাহঃ দারুল আন্দালুস, ১ম প্রকাশ ১৪১১/১৯৯১), ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭৭।

৪. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ (তেহরানঃ আল-মাকতাবাহ আল-ইসলামিয়া, তা.বি.), ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৯২; তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩০৯।

৫. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৯২।

৬. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৯৩।

৭. অলিউদ্দীন আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আল-খাত্বীব, মিশকাত আল-মাছাবীহ (দেওবন্দঃ মাকতাবাহ থানবী, তা. বি.), পৃঃ ৬০৩; তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩০৯।

৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৪৭।

৯. তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুবাদঃ আব্দুল কাদের (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী ১৪১৪/১৯৯৪), ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৮।

১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭৭।

১১. قال شعبة مولى ابن عباس: "سمعت ابن عباس يقول ولدت قبل الهجرة و نحن فى الشعب"
দ্রঃ হাফেয আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ আল-হাকিম নিসাপুরী, আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৪১১/১৯৯০), ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬২৭।

১২. ولد ابن عباس والنبى (ص) و اهل بيته بالشعب من مكة فاتى به النبى (ص) فحنكه بريقه
দ্রঃ উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৯৩।

১৩. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৮; His mother had become a muslim before the hidira he also was regarded as a muslim.
see: The Encyclopeadia of Islam, V-1, P-4.

'হে আল্লাহ! তুমি তার (আব্দুল্লাহ্র) অনুধাবন শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও'।[১৪]

বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু শৈশবের দুরন্তপনা মাঝে মাঝে তাঁকে পেয়ে বসত। এ জন্য কখনো কখনো সমবয়সী বালকদের সাথে খেলাধুলা করার জন্য মদীনার অলি-গলিতে চলে যেতেন। তাঁর জীবনের এরকম একটি স্মরণীয় ঘটনা তিনি এভাবে বর্ণনা করেন যে, 'আমি ছেলেদের সাথে মদীনার গলিতে খেলাধুলা করতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আসতে দেখে দৌড়ে এক বাড়ীর দরজার পিছনে লুকালাম। কিন্তু মহানবী (ছাঃ) আমাকে দেখে ফেলেছিলেন। তাই তিনি এগিয়ে এসে আমাকে ধরে ফেললেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'যাও মু'আবিয়াকে ডেকে নিয়ে এস'। মু'আবিয়া (রাঃ) ছিলেন অহি লেখক। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনলাম।[১৫]

বাল্যকালে হযরত মাইমুনা (রাঃ)-এর নিকট অবস্থান কালে তিনি মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমত করতেন। যেমন তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা (রাঃ)-এর গৃহে অবস্থান করছিলেন। রাতে ছালাতের জন্য ঘুম থেকে জাগলেন (অন্য বর্ণনায় আছে পায়খানায় প্রবেশ করলেন) ইত্যবসরে আমি তাঁর জন্য ওযূর পানি এনে রাখলাম। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এই পানি রেখেছে? মাইমুনা (রাঃ) বললেন, আব্দুল্লাহ রেখেছে। তখন তিনি দো'আ করলেন, 'আল্লাহ তুমি তাকে দ্বীনের সমঝ দান কর'।[১৬] এভাবে শৈশবকালেই তিনি কয়েকবার রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতের মাধ্যমে দো'আ লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

শিক্ষা জীবনঃ

বাল্যকাল হ'তেই তাঁর মধ্যে অভ্রান্ত জ্ঞান সাধনা ও গবেষণার প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। পিতার নির্দেশে তিনি সর্বদা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকতেন এবং তাঁর বাণী সাগ্রহে শ্রবণ করতেন। একদা তিনি মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট থেকে ফিরে এসে স্বীয় পিতা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, আজ রাসূল (ছাঃ)-এর পার্শ্বে এমন এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখলাম যাকে আমি চিনি না। তার সম্পর্কে জানতে পারলে কতইনা ভাল হ'ত। একথা শুনে হযরত আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্র কথা উল্লেখ করলেন। নবী (ছাঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন এবং সে আসলে তাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তার উপর বরকত নাযিল কর এবং তাকে জ্ঞানের আলো বিতরণের মাধ্যম বানিয়ে দাও'।[১৭]

অল্প বয়সেই তাঁর মনে এ ধারণা জন্ম লাভ করে যে, ছাহাবীদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে হযরত (ছাঃ) সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত। তাই তিনি বড় বড় ছাহাবীদের নিকট থেকে জ্ঞানের জগতে উপকৃত হ'তে থাকলেন এবং তাঁর খ্যাতি একজন তীক্ষ্ণ ও মেধা সম্পন্ন যুবক হিসাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি অল্পদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। কেননা তাঁর বয়স যখন ১৩/১৫ বৎসর তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইন্তেকাল করেন।[১৮] তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে ছাহাবীদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে হাদীছ সংগ্রহ করেন এবং এর মাধ্যমে নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইন্তেকাল করলেন আমি তখন আনছারদের এক লোককে বললাম, এখন থেকে জ্ঞান (হাদীছ) অন্বেষন করব। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর অনেক ছাহাবী এখন জীবিত। সে বলল, হে ইবনে আব্বাস আপন কি দেখেন না যে, অনেক মানুষ মাসআলা জানার জন্য আপনার মুখাপেক্ষী হয়। আর তাদের মধ্যে রাসূলের (ছাঃ) ছাহাবীও রয়েছেন। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, আমি তখন তাকে পরিত্যাগ করলাম এবং হাদীছ অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম। এমনকি যখনই শুনতাম কোন ছাহাবীর কাছে মহানবী (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ আছে তখনই তার কাছে যেতাম এবং তার বের হয়ে আসা পর্যন্ত দরজায় অপেক্ষা করতাম। ঐ ব্যক্তি বের হয়ে বলত, হে রাসূলের চাচাত ভাই! আপনি কেন আমাকে সংবাদ দিলেন না? আমি তখন বলতাম, আমিই বরং আপনার নিকটে আসার বেশী হকদার।[১৯]

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক ব্যক্তির নিকট হাদীছ আছে তখন তার কাছে যেতাম। অতঃপর তার ঘর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতাম। তিনি বের হ'লে হাদীছটি তাকে জিজ্ঞেস করতাম। অথচ

---

১৪. আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬১৫।
১৫. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৯।
১৬. আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬১৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭৭; মিশকাতে হাদীছটি এরূপ বর্ণিত হয়েছে- عن ابن عباس قال: ان النبى صلى الله عليه و سلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءً فلما خرج قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه فى الدين-
দ্রঃ খত্বীব আল-তাবরীযী, মিশকাত আল-মাছাবীহ (দিল্লীঃ আছাহ আল-মাত্বাবি তা. বি.), পৃঃ ৫৬৯।

১৭. عن ابن عباس قال ضمنى النبى صلى الله عليه و سلم الى صدره فقال اللهم علمه الحكمة و فى رواية علمه الكتاب-
দ্রঃ মিশকাত আল-মাছাবীহ, পৃঃ ৫৬৯।
১৮. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫।
১৯. আল-মুসতাদরাক আলাছ ছাহীহাইন, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬২০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭৮।

আমি যদি তাকে (তার ইচ্ছামত বের হওয়ার আগেই) বের করতে চাইতাম তাহ'লে তাও করতে পারতাম।[২০]

এভাবে তিনি দিনের পর দিন ছাহাবীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। আর সংগৃহীত হাদীছ তিনি মুখস্ত করার পাশাপাশি লিখেও রাখতেন। এ সম্পর্কে আবু রাফে' -এর স্ত্রী সালমা বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে দেখেছি তাঁর সাথে অনেক ফলক থাকত। তাতে তিনি আবু রাফে' বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কার্যাবলী সম্পর্কে সবকিছু লিখতেন।[২১]

উল্লেখ্য যে, আবু রাফে' ছিলেন মহানবী (ছাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম। তিনি কাছে থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর কথাবার্তা শুনার এবং কাজ-কর্ম দেখার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর নিকট থেকে মহানবী (ছাঃ)-এর ঐ সমস্ত বিষয় জানার জন্য একজন লেখককে সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করে রাসূলের (ছাঃ) প্রাত্যহিক কাজ সম্পর্কে অবগত হ'তেন। এ সময় আবু রাফে' -এর বক্তব্য তিনি সাথী লেখককে লিখে নিতে বলতেন।[২২]

এসব লিখিত সংকলনের এক বিরাট সম্ভার তাঁর নিকট মওজুদ ছিল। তাঁর জীবদ্দশায় এসব গ্রন্থের বহু কপি হয়েছিল এবং তা দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) দ্বীনি জ্ঞান ছাড়া অন্যান্য প্রচলিত জ্ঞানেও সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুরআন, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্হ ও ফারায়েযের সাথে সাহিত্য, ভাষা, অভিধান, চরিত ও যুদ্ধের ইতিহাস, নসবনামা (বংশতালিকা) কবি ও কাব্য এবং অংকে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।[২৩] মুহাদ্দিছগণ ও বিশিষ্ট চরিতকারগণ তাঁর কুরআন সম্পর্কিত পাণ্ডিত্যের অসংখ্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি পবিত্র কুরআনের সব আয়াতের খুটিনাটি বিষয়েও সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল ছিলেন।[২৪]

মূলতঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বাল্যকাল হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত ৮/১০ বৎসর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে হাদীছ শ্রবণ ও কণ্ঠস্থ করার বিশেষ প্রয়াস পান।[২৫] এভাবে তিনি তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বিদ্যাবত্তার পাঁচটি কারণ বর্ণনা করেছেন।-

১. মহানবী (ছাঃ) তাঁর জন্য দো'আ করেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ! তাকে তুমি কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান, দ্বীন সম্পর্কে অনুধাবন শক্তি এবং কুরআন মজীদের ব্যাখ্যার প্রজ্ঞা দান কর।

২. নবী পরিবারে তাঁর প্রশিক্ষণ লাভ।

৩. তিনি বড় বড় ছাহাবীর সংসর্গ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

৪. আসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অগাধ জ্ঞান। তিনি বিখ্যাত আরব কবি ওমর ইবনে আবী রাবি'আ রচিত ক্বাছীদার ৮০টি পংক্তি মাত্র একবার শুনে মুখস্ত করেছিলেন (আল-মুবাররাদ, আল-কামিল, বাবু আখবারুল খাওয়ারিজ)।

৫, তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন।[২৬]

এসব কারণে ইবনে আব্বাস (রাঃ) অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। বিশেষ করে কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর এ নৈপুণ্য ও পারদর্শীতার ব্যাপারে সকল সীরাতকারই (জীবনী লেখক) একমত পোষণ করেন। হযরত ওমর (রাঃ) কুরআন মজীদের কোন আয়াত সম্পর্কে অনুসন্ধান মূলক কিছু জানতে চেয়ে ছাহাবীদেরকে প্রশ্ন করে সন্তোষ জনক কোন উত্তর না পেলে ইবনে আব্বাসের শরণাপন্ন হ'তেন এবং তাঁর তাফসীরের প্রতি আস্থা আনতেন।[২৭]

আকৃতিঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত সুশ্রী, দীর্ঘ দেহ সম্পন্ন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ধী-শক্তি সম্পন্ন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর চুলে সর্বদা মেহেদী দ্বারা খেযাব লাগানো থাকত।[২৮]

আচার-ব্যবহারঃ

তিনি সদ্ব্যবহার, গাম্ভীর্য, সহিষ্ণুতা ও সুন্দর আচরণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সুন্দর আচার-আচরণ,

---

২০. হাফেয আয-যাহাবী, তাযকীরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪১।
২১. ইবনে সা'দ, ত্বাবাকাত, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৭১।
২২. ইবনে হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তামঈীযিছ ছাহাবাহ ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৯৪।
২৩. ইবনে খাল্লিকান, Biographical Dictionary, footnote, v-1, p-89; বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৪; উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৯৩-৯৪।
২৪. قال ابن مسعود "ترجمان القرآن ابن عباس"
দ্রঃ ইবনে হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড পৃঃ ২৪৭; বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪।
২৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫৮।
২৬. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫।
২৭. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৪।
২৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭৭; Biographical Dictionary, v-1, Footnote, p-89.

চেহারার ঔজ্জ্বল্য এবং আল্লাহ্র কিতাবের সমঝের কারণে হযরত ওমর (রাঃ) ইবনে আব্বাসকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন এবং কঠিন সমস্যায় তাঁর পরামর্শ নিয়ে সে মোতাবেক কাজ করতেন। তাঁর কথা ছিল সুমিষ্ট। তিনি কথাবার্তায় ছিলেন অত্যন্ত মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন। তাঁর বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। শাক্বীক্ব তাবেঈ (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার ইবনে আব্বাস (রাঃ) হজ্জের সময় ভাষণ দানকালে সূরা নূরের তাফসীর এমনভাবে পেশ করলেন যা আমি কোনদিন শুনিওনি এবং দেখিওনি। এ ভাষণটি যদি রোম এবং পারস্যবাসীরা শুনত তাহ'লে সেখানকার কোন ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকত না। ইবনে আবি শায়বা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সুন্দর ও সুমিষ্ট বর্ণনায় আমি তাঁর মাথা চুম্বন করতে চাইতাম।[২৯]

হযরত আব্দুল্লাহ অত্যন্ত শরীফ ও বিনয়ী স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি মর্যাদাবান ও গুণীজনদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বসরার গভর্ণর থাকাকালে হযরত আবু আইয়ুব তাঁর নিকটে গিয়ে স্বীয় প্রয়োজন ব্যক্ত করলে ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে অন্তর খুলে সাহায্য করলেন। কারণ হিজরতের পর তিনি প্রিয় নবীর (ছাঃ) মেযবান ছিলেন। হাফেয যাহাবী বলেন, তিনি ৪০ হাযার দিরহাম এবং ২৪ জন খাদেম ছাড়াও ঘরে যত আসবাবপত্র ছিল তা তাঁকে সোপর্দ করে দিলেন। সিয়ারে আনছারে (প্রথম খণ্ড) আছে আবু আইয়ুব (রাঃ)-এর সামনে ঘরের সব কিছু বের করে রেখে তিনি বললেন, আপনি রাসূলের (ছাঃ) জন্য যেরূপ নিজের ঘর খালি করে দিয়েছিলেন, আমি আপনার জন্য তেমনি নিজের ঘর খালি করে দিতে চাই। অতঃপর স্বীয় পরিবার পরিজন অন্য ঘরে স্থানান্তর করে ঘর ও ঘরের সব আসবাবপত্র আবু আইয়ুব আনছারীকে দিয়ে দিলেন।[৩০]

হিজরতঃ

তিনি স্বীয় পিতা-মাতার সাথে ১১ বছর বয়সে মক্কা বিজয়ের বছর মদীনায় হিজরত করেন।[৩১] পথিমধ্যে 'জুহফা' নামক স্থানে মহানবী (ছাঃ) -এর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়। নবী (ছাঃ) তখন মক্কা বিজয়ের জন্য মক্কাভিমুখে যাচ্ছিলেন। তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও তাঁর সাথে শরীক হন।[৩২]

২৯. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৬।
৩০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯।
৩১. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭৭।
৩২. হাফেয জামালুদ্দীন আবিল হাজ্জাজ, তুহফাতুল আশরাফ লি মা'রিফাতিল আত্বরাফ (তুণ্ডিমাবাদি, ভারতঃ আদ-দারুল ক্বাইয়েমাহ ১৪০৩/১৯৮২), ভূমিকা পৃঃ ৮।

পারিবারিক জীবনঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মাসরাহ বিন মা'আদীকারার বিন অলিয়া এর কন্যা যুর'আকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে ইবনে আব্বাসের ৫টি সন্তান জন্ম নেয়। তারা হ'লেন, আলী, মুহাম্মাদ, ওবায়দুল্লাহ, আল-ফযল ও লুবাবাহ। একমাত্র কন্যা লুবাবাকে তিনি আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবি ত্বালিবের নিকট বিবাহ দেন।[৩৩]

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ

তিনি অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মক্কা বিজয়, হুনায়েন, তায়েফ প্রভৃতি যুদ্ধে শরীক হন।[৩৪] ১৮হিঃ/৬৩৯খৃঃ ও ২১হিঃ/৬৪১খৃঃ এর মধ্যবর্তীকালে মিশর[৩৫], ২৭হিঃ/৬৪৭খৃঃ ইফরিকিইয়ায়,[৩৬] ৩০হিঃ/৬৫০খৃঃ জুরজান ও তাবারিস্তানে এবং ৪৯হিঃ/৬৬৯খৃঃ কনষ্টান্টিনোপল যুদ্ধে অংশ নেন। ৩৬হিঃ/৬৫৬খৃঃ জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ)-এ এবং ৩৭হিঃ/৬৫৭খৃঃ সিফফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ) -এর সেনাদলের একটি অংশের সেনাপতি ছিলেন।[৩৭]

রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনঃ

হযরত ওছমান (রাঃ) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা মদীনায় স্বীয় গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে 'আমীরুল হাজ্জ' নিযুক্ত করা হয়েছিল। এজন্য তিনি হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত কালে মদীনায় অনুপস্থিত ছিলেন।[৩৮] তিনি দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর পরামর্শ দাতা ছিলেন। উভয় খলীফাই তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন।[৩৯] হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পর হযরত আলী (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হ'লে তাঁর হাতে তিনি বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি আলী (রাঃ) এবং তাঁর পুত্র আল-হুসায়েন (রাঃ)-এরও পরামর্শ দাতা ছিলেন।[৪০] এছাড়া রাষ্ট্রীয় কাজে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার

৩৩. আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬২৯।
৩৪ তুহফাতুল আশরাফ লি মা'রিফাতিল আত্বরাফ, ৫ম খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ৮।
৩৫. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯১; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫৮।
৩৬. قال ابو سعيد بن يونس غزا ابن عباس افريقية مع ابن ابى سرح-
দ্রঃ নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭৭।
৩৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫৮; বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৯১-৯৭; The new Encyclopeadia of Islam (London: Luzac and Co. New Edd: 1960) p-40.
৩৮. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৯১-৯২।
৩৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৮৮; Biographical Dictionary, v-1, Footnote p-89.
৪০. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৯২; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫৮।

কারণে তাঁকে আব্বাসীয়দের পিতামহ বলে আখ্যায়িত করা হয়।[৪১] হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন।[৪২] হাসান (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হ'লে ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সেনাপতি নিয়োগ করেন।[৪৩]

জিবরাইল (আঃ)-এর সাক্ষাত লাভঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একাধিকবার হযরত জিবরাইল (আঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমি আমার পিতার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে গমন করলাম। নবী (ছাঃ) আমার পিতার দিক থেকে যেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। তখন আমরা তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে আসলাম। অতঃপর তিনি (আমার পিতা) আমাকে বললেন, তোমার চাচার ছেলেকে দেখলে? আমার দিক থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। আমি তখন বললাম, তাঁর নিকট এক ব্যক্তি ছিল। সে তাঁর সাথে নিম্ন স্বরে কথা বলছিল। তিনি (আব্বাস) বললেন, তাঁর নিকট কি কেউ ছিল? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর (নবীর) নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আপনার নিকট কি কেউ ছিল? রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি কি তাঁকে দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। মহানবী (ছাঃ) বললেন, তিনি জিবরাইল (আঃ)। যিনি আপনার থেকে আমাকে বিরত রেখেছিলেন।[৪৪]

অন্যত্র আছে আলী বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন যে, আব্বাস তাঁর ছেলেকে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে পাঠালেন। সে (আব্দুল্লাহ) রাসূলের (ছাঃ) পিছনে ঘুমিয়ে গেল। তখন রাসূলের (ছাঃ) কাছে এক লোক ছিল। এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) তার দিকে ফিরে বললেন, হে প্রিয় বন্ধু কখন আসলে? সে বলল, কিছুক্ষণ পূর্বে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি আমার কাছে কাউকে দেখেছ? সে বলল, হ্যাঁ এক ব্যক্তিকে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তিনি জিবরাইল (আঃ)।[৪৫]

৪১. The new Encyclopeadia of Islam, v-1, p-40.
৪২. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮০; Hi was appointed governor of Basra by the khalif Ali and remained there for sometimes.
See: Biographical Dictionary, v-1 Footnote p-89.
৪৩. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৬।
৪৪. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭৮।
৪৫. আল-মুসতাদরাক আলাছ ছাহীহাইন, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩১৭-১৮।

হাদীছ ও তাফছীর শাস্ত্রে তাঁর অবদানঃ

মহানবী (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অল্প বয়স্ক ছিলেন। তবে তাঁর অসাধারণ মুখস্ত শক্তির ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে যা শুনতেন তা মুখস্ত করে ফেলতেন। রাসূলের (ছাঃ) ইন্তেকালের পর হাদীছের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু ইবনে আব্বাস ছাহাবীদের নিকট থেকে হাদীছ সংগ্রহ ও মুখস্ত করতেন। এভাবে তিনি অসংখ্য হাদীছ মুখস্ত করেছিলেন। তবে হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণিত ১৬৬০টি হাদীছ পাওয়া যায়।[৪৬] এর মধ্যে বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে ৯৫টি, বুখারীতে ১২০টি এবং মুসলিম শরীফে ৪৯টি হাদীছ উল্লেখিত হয়েছে।[৪৭]

পবিত্র কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রেও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অবদান অনস্বীকার্য। তাফসীরে তাঁর অমর অবদান ও অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাঁকে 'রইসুল মুফাসসিরীন' (رئيس المفسرين) বলা হয়।[৪৮] হযরত আলী (রাঃ) ইবনে আব্বাসের কুরআনের তাফসীরের প্রশংসা করে বলেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কুরআনের তাফসীর কালে মনে হয় যেন তিনি স্বচ্ছ পর্দার অন্তরালে থেকে অদৃশ্য বস্তু সমূহ প্রত্যক্ষ করছেন।[৪৯] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) সাথে তাফসীরের একটি কিতাব সংশ্লিষ্ট করা হয়। এর নাম 'তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ)'। এ তাফসীরকে 'আল-ক্বা-মূসুল মুহীত্ব' গ্রন্থের সংকলক আবু ত্বাহের মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব ফিরোজাবাদী (মৃত্যু ৮১৭ হিঃ) একত্রিত করেছেন। মিসরে এটি একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে।[৫০]

তাঁর নিকট হ'তে হাদীছ বর্ণনাকারীগণঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবীদের অন্যতম ছিলেন।[৫১] অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী

৪৬. আত্-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫; ইবন হাযম, আসমাউছ ছাহাবাতির রুইয়াত, পৃঃ ২৭১; কেউ কেউ তাঁর থেকে ২৬৬০টি হাদীছ বর্ণিত আছে বলে উল্লেখ করেন।
দ্রঃ বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৫।
৪৭. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেনঃ روى ابن عباس عن النبى (ص) الف حديث و ستمائة و ستين حديثا اتفقا منها على خمسة و تسعين حديثا و انفرد البخارى بمائة وعشرين و مسلم بتسعة و اربعين-
দ্রঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২ ইং) পৃঃ ২৫৯-৬০।
৪৮. The new Encyclopeadia of Islam, v-1, p-40.
৪৯. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৩; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৮।
৫০. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪।
৫১ ইবন হাজার বলেন, "هو احد المكثرين من الصحابة واحد العبادلة من فقهاء الصحابة
দ্রঃ তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩০৯।

ছাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর পর তাঁর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন-

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাঃ), হযরত আবুত তোফায়েল (রাঃ), তাঁর ভাই হযরত কাসির বিন আব্বাস (রাঃ), পুত্র মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ও আলী বিন আব্দুল্লাহ (রঃ), নাতি মুহাম্মাদ বিন আলী (রঃ), ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল্লাহ বিন ওবায়দুল্লাহ (রঃ), হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রঃ), হযরত আবু সালমাহ বিন আব্দুর রহমান (রাঃ), হযরত কাসিম বিন মুহাম্মাদ (রঃ), হযরত আতা (রঃ), হযরত সাঈদ বিন জাবির (রঃ), আকরামাহ (রঃ), তাউস (রঃ), সোলায়মান বিন ইসার (রঃ), আমীরুশ শাবী (রঃ), আব্দুল্লাহ বিন আবি মালিকাহ (রঃ), আমর বিন মায়মুন (রা), হযরত নাফে' বিন জাবির (রঃ), হযরত মুহাম্মাদ বিন সিরীন (রঃ), ইয়াযিদ বিন আসাম (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), আবুল আলিয়া (রঃ), আমর বিন দীনার (রঃ), আম্মার বিন আবি আম্মার (রঃ), ইয়াহইয়া বিন ইয়ামার (রঃ), আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ (রঃ), কুরাইব (রঃ) ও আবু রাযা আতারদী (রঃ)।[৫২]

ইলমী খিদমতঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এ জ্ঞান ভাণ্ডার তিনি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং সমগ্র জীবন তা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করে গেছেন। তাঁর শিক্ষার পরিসর ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। হাযার হাযার ছাত্র তাঁর শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়েছেন তাঁর জ্ঞানের প্রস্রবণে অবগাহন করে উপকৃত হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। 'মুসতাদরাক আলাছ ছাহীহাইন গ্রন্থে আবু ছালেহ তাবেঈ (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর গৃহের সামনে জনতার বিরাট ভীড় দেখলেন, যাতে মানুষের যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি এ ভীড়ের খবর ইবনে আব্বাসকে দিলেন। খবর পেয়ে তিনি ওযূর পানি চাইলেন। ওযূর পর আমাকে বললেন, কুরআন মজীদের তাফসীর সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে ভেতরে ডেকে আন। আমি তাদেরকে ডাকলাম। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র ঘর এবং পার্শ্ববর্তী কক্ষ পূর্ণ হয়ে গেল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক এক করে প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং প্রত্যেককে খুশি করে বিদায় করলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হাদীছ, ফিকাহ এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে ডাকো। আমি তাদেরকে ডাকলাম। তাদের ভীড়েও ঘরে তিল ধারণের স্থান রইল না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং সমস্যার সমাধান করলেন। সবাই বের হয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন, আরবী ভাষা, সাহিত্য ও কাব্য এবং দুষ্প্রাপ্য শব্দ সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদের ডাকো। আমি তাদের ডাকলে তাদের সংখ্যাধিক্যের অবস্থাও পূর্ববৎ হ'ল। হযরত ইবনে আব্বাস তাদের প্রশ্নাবলীরও জবাব দিলেন এবং সন্তুষ্ট করলেন। আবু ছালেহ বলেন, সমস্ত কুরাইশ সম্প্রদায় যদি গৌরব করতে চায় তাহ'লে ইবনে আব্বাসকে নিয়ে তা করতে পারে, কেননা আমি (জ্ঞানে) তার সমকক্ষ কোন লোক দেখিনি।[৫৩]

ইবনে আছীর (রঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞানের কোন শাখা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতেন তাহ'লে তিনি তার জবাব অবশ্যই পেতেন।[৫৪] তিনি কোন কোন সময় জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দিন নির্দিষ্ট করে দিতেন। কোন দিন তাফসীর সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। কোন দিন হাদীছ ও ফিক্হ এবং কোন দিন কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করতেন। কোন দিন আরবের কাহিনী বর্ণনা করতেন এবং কোন দিন যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী শুনাতেন। কোন দিন ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতেন। কোন দিন কবি এবং কাব্যের মজলিস সুশোভিত করতেন। কোন দিন নসবনামা বা বংশ তালিকার ফিরিস্তি তুলে ধরতেন। মোটকথা তাঁর মজলিস ছিল জ্ঞানের সাগর সদৃশ।[৫৫]

ইবাদত ও সুন্নাতের অনুসরণঃ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) মধ্য রাত্রিতে জেগে ছালাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং তারতীল সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।[৫৬] ইবাদত ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের (ছাঃ) যথাযথ অনুসরণ করতেন। মহানবীর (ছাঃ) প্রতিও ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি এবং ভালবাসা। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে রাসূলের (ছাঃ) আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেন।[৫৭]

ইন্তেকালঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ৬৮ হিজরীতে ৭৫ বৎসর বয়সে তায়েফে ইন্তেকাল করেন।[৫৮] তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে

---

৫২. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৫-১০৬।

৫৩. মুসতাদরাক আলাছ ছাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬১৯।
৫৪. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৩-৯৪।
৫৫. তদেব।
৫৬. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯-৮০।
৫৭. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০।
৫৮. قال شعبة مولى ابن عباس : مات ابن عباس سنة ثمان وستين بالطائف وهو ابن خمس وسبعين وكان بصفر لحيته،

দ্রঃ আল-মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৭; তাঁর মৃত্যুকাল ও বয়স সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম যাহাবী বলেন, ৬৭/৬৮ হিঃ ৭১ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন; توفى ابن عباس سنه ثمان او سبع وستين وقيل عاش احدى وسبعين سنة،

দ্রঃ নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮০; কেউ বলেন, ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। He then returned to Hijaz and died at taif A.H. 68 (A.D. 687) aged 70 years.
See: Biographical Dictionary. v-1, Footnote, p-89; তবে তায়েফেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন, After the death of Muawiyah he was in flee to al-taif-where he died.
See: The new Encycolopeadia of Britanica, v-1, p-11.

একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) তায়েফে মৃত্যুবরণ করলে আমি তাঁর জানাযায় উপস্থিত হ'লাম। এমন সময় একটি পাখি আসল। ঐ প্রকৃতির পাখি আর দেখা যায় না। সেটি তাঁর (আব্দুল্লাহ্র) কাফনের (বস্ত্রের) মধ্যে প্রবেশ করল। তখন আমরা তাকিয়ে ছিলাম এবং পাখিটা বের হওয়ার আশা করছিলাম। কিন্তু পাখিটিকে তাঁর কাফনের মধ্য হ'তে বের হ'তে দেখা যায়নি। যখন তাঁকে দাফন করা হ'ল তখন তাঁর কবরের পার্শ্ব থেকে নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করা হ'ল। কিন্তু কেউ জানে না কে তেলাওয়াত করেছে।

يأيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى (الفجر ٢٧-٣٠)

'হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' (আল-ফাজর ২৭-৩০)।[৫৯] মুহাম্মাদ বিন হানফিয়াহ (রাঃ) তাঁর ছালাতে জানাযাহ পড়ান।[৬০] তায়েফেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৬১]

শেষ কথাঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) আমাদের ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর থেকে জ্ঞান, ফযীলত ও বরকতের প্রস্রবণের যে ধারা শুরু হয়েছিল তা আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাঁর জীবনাদর্শ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমাদের পথাতিক্রম করা উচিত। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন-আমীন!!

৫৯. আল-মুসতাদরাক আলাছ ছাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬২৭; নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮০; عن سعيد قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طاير لم ير على خلقته فدخل نعشه ثم لم يرخارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها "يايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى (سورة الفجر)

৬০. قال رابو نعيم فى آخر من مات سنة ثمان وستين وصلى عليه محمد بن الحنفية

দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৭।
৬১. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২।

হাদীছের গল্প

ধৈর্যের সুফল

*-গোলাম রহমান**

সুহাইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে একজন রাজা ছিলেন। সেই রাজার ছিল একজন জাদুকর। ঐ জাদুকর বৃদ্ধ হ'লে একদিন সে রাজাকে বলল, আমিতো বৃদ্ধ হ'তে চললাম, এখন আমাকে একটি ছেলে দিন। যাকে আমি আমার সব বিদ্যা শিখিয়ে যেতে পারি।' জাদুকরের বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য রাজা একটি বালককে জাদুকরের হাওলা করে দিলেন। বালকটি জাদুকরের নিকট যে পথ দিয়ে যাতায়াত করত, সে পথে ছিল একজন ধার্মিক জ্ঞানী লোকের আস্তানা। বালকটি জাদুকরের নিকট যাবার সময় এবং জাদুকরের নিকট হ'তে প্রত্যাবর্তনের সময় ঐ ধার্মিক লোকটির নিকট বসে তাঁর কথা শুনত। তাকে তাঁর কথা শুনতে বড় ভাল লাগত। ফলে জাদুকরের নিকট পৌঁছতে বালকটির দেরী হ'ত বলে জাদুকরও শাস্তি দিত এবং বাড়ী ফিরতে দেরী হ'ত বলে বাড়ীর লোকও শাস্তি দিত। বালকটি ধার্মিক লোকটিকে এ কথা জানালে তিনি বালককে শিখিয়ে দেন যে, সে যেন জাদুকরকে বলে, বাড়ীর লোকই তাকে পাঠাতে বিলম্ব করেছে এবং বাড়ীর লোককে বলে, জাদুকরই তাকে ছুটি দিতে বিলম্ব করেছে।

অতঃপর বালকটি এভাবে যাতায়াত করতে থাকে। একদিন পথে সে দেখল, একটি বৃহদাকার প্রাণী এমনভাবে পথ রোধ করে আছে যে, তাতে লোকের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে পড়েছে। বালকটি ভাবল, এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক জাদুকর শ্রেষ্ঠ না ধার্মিক ব্যক্তিটি শ্রেষ্ঠ। অতঃপর সে একটি প্রস্তর খণ্ড নিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! জাদুকরের কার্যকলাপ অপেক্ষা ধার্মিক লোকটির কার্যকলাপ যদি তোমার নিকটে অধিকতর প্রিয় হয় তবে এই প্রাণীটিকে এই প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেল। যেন লোকজন যাতায়াত করতে পারে'। এই বলে প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে সে প্রস্তর খণ্ডটি ছুঁড়ে মারল। প্রাণীটি ঐ প্রস্তরাঘাতে মারা গেল এবং লোক চলাচল আরম্ভ হ'ল।

এরপর বালকটি ধার্মিক লোকটির নিকট গিয়ে তাঁকে ঘটনাটি জানালে তিনি বললেন, 'বৎস! তুমি এখনই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ আমি বুঝতে পারছি। শীঘ্রই তোমাকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হবে। দেখ, তখন যেন আমার কথা প্রকাশ করে দিও না'।

* দিঘল গ্রাম, পোঃ হাতিয়ান্দহ, সিংড়া, নাটোর।

বালকটির দো'আয় জন্মান্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান হ'তে লাগল, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি নিরাময় হ'তে লাগল এবং আরও কঠিন কঠিন রোগ হ'তেও আরোগ্য লাভ করতে লাগল।

এদিকে রাজার একজন সহচর অন্ধ হয়েছিল। সে এ খবর জানতে পেরে বহু উপঢৌকন সহ বালকটির নিকট গিয়ে বলল, 'তুমি যদি আমাকে চক্ষুষ্মান করে দাও তাহ'লে এ সবই তোমার'। বালকটি বলল, 'আমিতো কোন রোগ ভাল করতে পারি না। বরং রোগ ভাল করেন আল্লাহ। অতএব আপনি যদি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনেন, তবে আমি আপনার রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করতে পারি'। তাতে এ লোকটি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনল। অনন্তর সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল এবং পূর্বের ন্যায় রাজার নিকটে গিয়ে বসল।

রাজা তার অন্ধ সহচরকে চক্ষুষ্মান দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল কে'? সে বলল, 'আমার রব্ব'। রাজা বললেন, কি বলিস! আমি ছাড়া তোর রব্ব আবার কে? সে বলল, আমার ও আপনার উভয়েরই রব্ব আল্লাহ। এতে রাজা অত্যন্ত রাগান্বিত হ'লেন। অতঃপর রাজার নির্দেশে তার উপর কঠোর নির্যাতন চলতে থাকে। অবশেষে সে বালকটির নাম প্রকাশ করে দিল।

অতঃপর বালকটিকে রাজদরবারে আনা হ'ল। রাজা তাকে বললেন, বৎস! আমি জানতে পারলাম যে, তুমি তোমার জাদুর গুণে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠব্যধিগ্রস্ত লোকদের রোগ নিরাময় করছ এবং অন্যান্য কঠিন রোগও নিরাময় করে চলছ। বেশ ভাল কথা! বালকটি বাধা দিয়ে বলল, না, না। আমি কারো রোগ মুক্তি করি না। রোগ মুক্ত করেন আল্লাহ। তখন তার উপর উৎপীড়ন চলতে থাকে। এক পর্যায়ে সে ধার্মিক লোকটির কথা প্রকাশ করে দেয়। তখন ধার্মিক লোকটিকে ধরে আনা হ'ল এবং তাঁকে তাঁর ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলা হ'ল। কিন্তু সে কোনক্রমেই নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতে রাযী হ'ল না। তখন রাজার আদেশক্রমে তার মাথার মধ্যভাগে করাত বসানো হ'ল এবং তার মাথা ও শরীর চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হ'ল।

তারপর রাজার সহচরকে আনা হ'ল এবং তাকেও তার ধর্ম ত্যাগ করতে বলা হ'ল। কিন্তু সেও কোনক্রমেই নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতে রাযী হ'ল না। তখন রাজার আদেশক্রমে তাকেও করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হ'ল।

তারপর বালকটিকে তার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলা হ'ল। বালকটিও নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করল। তখন রাজা তাকে নিজ পার্শ্বচরদের কয়েকজনের হাওয়ালা করে দিয়ে বললেন, 'তোমরা একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং তাকে সঙ্গে করে পাহাড়ে আরোহন করতে থাক। অনন্তর তোমরা যখন পাহাড়ের উচ্চতর শৃঙ্গে পৌছবে তখন তাকে তার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলবে। সে যদি অস্বীকার করে তাহ'লে তোমরা তাকে সেখান থেকে নীচে ফেলে দিবে'। নির্দেশানুযায়ী তারা বালকটিকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠলে বালকটি এই বলে দো'আ করল, 'হে আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা হয় সেভাবে তুমি আমাকে এদের কবল হ'তে রক্ষা কর'। তৎক্ষণাৎ পাহাড়টি কম্পিত হয়ে উঠল এবং রাজার পার্শ্বচরগণ মারা গেল। আর বালকটি সুস্থ দেহে রাজার নিকট এসে উপস্থিত হ'ল। রাজা তাকে বললেন, তোমার সঙ্গীদের কি হ'ল? তখন সে ঘটনাটি রাজাকে জানাল।

তারপর রাজা তার অপর একদল লোককে আদেশ করলেন, একে নৌকায় উঠায়ে নদীর মাঝখানে নিয়ে যাও। অনন্তর সে যদি নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে তো ভাল। নচেৎ তাকে নদীতে নিক্ষেপ করিও। রাজার আদেশ অনুযায়ী তারা বালকটিকে নিয়ে মাঝ নদীতে পৌছলে বালকটি পূর্বের ন্যায় দো'আ করল, 'হে আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা হয় সেভাবে তুমি আমাকে এদের কবল হ'তে রক্ষা কর।' অনন্তর নৌকা ভীষণ ভাবে কাত হয়ে পড়ল। রাজার লোকজন নদীতে ডুবে মারা গেল। আর বালকটি সুস্থ দেহে রাজার নিকটে এসে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি জানাল। (রাজা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল)। বালকটি তখন বলল, আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন আমাকে কোন ভাবেই হত্যা করতে পারবেন না। আমাকে হত্যা করার একটিমাত্র উপায় আছে। আপনি যদি তা করেন তবেই আমাকে হত্যা করতে পারবেন। রাজা বললেন, উপায়টি কি? বালকটি বলল, 'আপনি একটি বিস্তীর্ণ মাঠে সকল লোককে হাযির করুন এবং সেই মাঠে খেজুরের একটি গুঁড়ি পুতে তার উপরিভাগে আমাকে বেঁধে রাখুন। তারপর আমার তূণীর হ'তে একটি তীর নিয়ে ধনুকে সংযোজিত করুন। তারপর بسم الله رب الغلام (বালকটির রব্ব আল্লাহ্র নামে) উচ্চারণ করতঃ আমার দিকে তীরটি নিক্ষেপ করুন। আপনি যদি এরূপ করেন, তবেই আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন।

বালকের কথা মত রাজা এক বিস্তীর্ণ মাঠে সকল লোককে সমবেত করলেন। বালকটিকে একটি খেজুর গাছের গুঁড়ির উপরে বাঁধা হ'ল। তারপর রাজা বালকটির তূণীর হ'তে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মধ্যভাগে সংযোজিত করলেন। তারপর بسم الله رب الغلام উচ্চারণ করে বালকটির দিকে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরটি বালকের কপাল ও একটি কানের মধ্যভাগে বিদ্ধ হ'ল। বালকটি এক হাতে তীরবিদ্ধ স্থানটি চেপে ধরল। অতঃপর সে মরে গেল।

এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত জনগণ সমস্বরে বলে উঠল 'আমরা বালকটির রব্ব আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম। আমরা বালকটির রব্ব আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম। আমরা বালকটির রব্ব আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম।'

(রাজা তিনজন মুমিনকে হত্যা করলেন বটে, কিন্তু বালকটির বুদ্ধিমত্তার ফলে অসংখ্য নর-নারী আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনল)।

তারপর রাজার লোকজন রাজার নিকট গিয়ে বলল 'আপনি যা আশঙ্কা করছিলেন তাই শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল। সব লোক বালকটির রব্ব আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনল'। তখন রাজার আদেশক্রমে রাস্তাগুলির চৌমাথায় প্রকাণ্ড খাল খনন করে তাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হ'ল। তারপর রাজা হুকুম দিলেন, 'যে বালকটির ধর্ম পরিত্যাগ না করে তাকে ঐ আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ কর।' রাজার লোকেরা রাজার হুকুম পালন করতে লাগল। (আর রাজা ও তার মিত্রগণ আগুনের পার্শ্বে সমাসীন থেকে ঐ নৃশংস ও বীভৎস দৃশ্য দেখে আনন্দ উপভোগ করতে লাগল)। ইতিমধ্যে একজন রমনীকে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুসহ উপস্থিত করা হ'ল। রমনীটি নিজ ধর্মে অটল থেকে আগুনে প্রবেশ করতে ইতস্ততঃ করতে থাকলে তার শিশু সন্তানটি বলে উঠল 'মা সবর অবলম্বন (করতঃ আগুনে প্রবেশ) করুন। আপনি ন্যায় পথে প্রতিষ্ঠিত আছেন'।[১]

প্রাচীন কালের ইতিহাসে এমন একাধিক অগ্নিকুণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। যার প্রত্যেকটি প্রজ্জ্বলিত করেছিল অমুসলিম ধর্মদ্রোহী শাসকগোষ্ঠী এবং যার প্রত্যেকটিতেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ধর্মপ্রাণ অসহায় মুমিন দল। হে আল্লাহ! চলার পথের সকল দিক ও বিভাগে ধৈর্য অবলম্বন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

১. ছহীহ মুসলিম, (দেওবন্দ ছাপা) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৫।

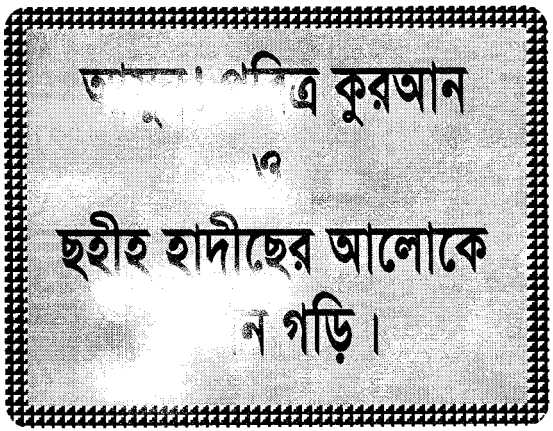

কবিতা

রামাযান

-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

এলো রামাযান দুনিয়াতে ফের ছড়াতে আল্লাহ্‌র রিযা
ধুয়ে মুছে সব সাফ করে দিতে দুনিয়ার পাপ বোঝা।
তোমার লাগি বসে আছি মোরা বুক ভরা আশা নিয়ে
তব আগমনে শান্তির ধারা দুনিয়ায় যাবে যে বয়ে।
সেই শান্তির পরশ লাগি মোরা দীন-অসহায়
বাতিল ভুলে দয়াময় প্রভুর রহমত যদি পাই।
দুনিয়াতে আজি পাপের মিছিল চলছে অবিরত
খুন-রাহাজানি শিরক্ ও বিদ'আত ঘটছে শত শত।
এই পাপ ভীড়ে তব আগমন লজ্জিত ধরণী আজ
উলু বনে হবে মুক্তা ছড়ানো, হায়! পাপী সমাজ।
মক্কা ভূমে যতদিন ছিল বাতিলের প্রশাসন
যতদিন ছিল পরাজিত সেথা আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন
ফরয হয়নি তাবৎ রোযা ভেবে দেখ মুসলমান
আজিকে কি গো বিজয়ী হয়েছে পবিত্র অহি-র বিধান?
পেরেছি কি মোরা গঠন করতে মদীনার পরিবেশ
তাগুতি ইজম বন্ধ হয়েছে কি? হয়েছে কি নিঃশেষ?
আরেক বদরে অস্ত্র ধরতে দাঁড়াও মুসলমান
সেই প্রেরণা দিতে ছুটে এলো মাহে রামাযান।
কি দিয়ে বরিব মাসের রাজেরে আমরা অধম পাপী
পাপ গহ্বরে গিয়েছি তলিয়ে শয়তানে শির সপি।
বরণ করতে মাহে রামাযান বিশ্ব মুসলেমীন
যোগ্য করে গড় হে বিশ্ব, অসত্য করে লীন।

***

যুগের হাওয়া

-খালিদ হাসান
মোমিনডাঙ্গা মাদরাসা, খুলনা।

যুগের হাওয়ায় এসেছে বদল নারীরা সেজেছে নর
মাথার ঘোমটা খুলেছে তারা ছেড়েছে আজি ঘর।
সম অধিকারের দাবিতে তারা তেজিয়া সুখের নীড়
পর-পুরুষের হস্ত ধরে রোডে জমাইছে ভীড়।
শার্টে কলার বাম হাতে ঘড়ি মাথায় ছোট্ট চুল
কোন্‌টা নারী কোন্‌টা পুরুষ চিনে নিতে হয় ভুল।
পুরুষের মাথা বিকড়ে গেছে বুঝার শক্তি নেই
বিকেল হ'লেই বিবিকে তারা মার্কেটে নিতে চায়।
ভাল-মন্দ দাম কম-বেশী ঢের বোঝে ঘরনীরা
মাঝি বিহীন তরীর মত ছুটে চলে একা তারা।
কেনা-কাটা যত দাম কম-বেশী দোকানীর সাথে চলে

অগ্রে থেকে বিবিজান তা করে যান হাসি ছলে।
পৌরুষহীন পুরুষেরা আজ বাজারে তুলেছে নারী
কোথাকার জল কোথা গিয়ে মিশে খবর রাখ কি তারি?
মেয়েরা বেড়ায় জগৎ চষে Boy Friend -এর সাথে
বাপ-মা ঘুমায় নিশ্চিন্তে, সপে দিয়ে তার হাতে।
গভীর অরণ্যে বাঘের সামনে ছাগল বেঁধে রেখে
আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলে- রাখিশ তারে দেখে।
চোরায় শুনেনা ধর্মের বাণী ক্ষুধায় মানে না মানা
বারুদের খণ্ডে অগ্নি স্পর্শে কি হয় সকলের জানা।
বারুদের ঘরে লেগেছে অনল জ্বলিছে সারা বিশ্ব
পুরুষের বেশে রোডে নেমে নারীরা হয়ো না নিঃস্ব!
বাঁকল বিহীন কলার মূল্য কেউ নাহি দিতে চায়
তাইতো মেয়ের বিয়ে দিতে পিতার ভিটে ছাড়া হতে হয়।

***

আহ্‌লান সাহ্‌লান

-মুহাম্মাদ হাসানুয্‌যামান
কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বছর ঘুরে আগমন
হে রামাযান তোমার
আহ্‌লান সাহ্‌লান খোশ আমদেদ
জানাই হাযার বার।
তোমাতে আছে অনেক ফযীলত
ছওয়াবের মাস তুমি
নফলের নেকি ফরযের সম
দান করেন অন্তর্যামী।
ফরযের নেকি সত্তর গুণে
সাতশো পাই একটিতে
অতুল সাগর সম সব পূণ্য
পাই দয়াময়ের মহিমাতে।
দুর্বল উম্মত মোরা নবীজীর
মোদের আয়ু অনেক কম
হাশরের দিন উঠব সবল
আমল নিয়ে হরদম
একটি রজনীর বিনিময়ে হবে
এ সৌভাগ্য অর্জন।
তোমাতেই খুঁজলে সক্ষম মোরা
পাপরাশি সব ঝরিতে,
দয়াময় প্রভু এ মাসের দিবেন
পূণ্য নিজ হাতে।
ইহ-পরকালে শান্তির বার্তা নিয়ে
মুমিনের মাঝে আগমন
মাহে রামাযান তাইতো তোমায়
খোশ আমদেদ স্বাগতম।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❒ **হাতেম খাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** শামীম সুলতানা, জান্নাতুল মাওয়া, রাযিয়া, নীতু সুলতানা, মিলা আখতার, জাকিয়া আখতার, শিফা খাতুন, আমীনা ছিদ্দীকা, শিরিন আখতার, মীযানুর, মুস্তাক্বীম, হাসান আলী, মুছাদ্দিকুর রহমান, ছাক্বিবুল ইসলাম ও নাঈম।

❒ **সূর্যকণা কিণ্ডার গার্ডেন স্কুল, রাজশাহী থেকেঃ** আফসানা শারমীন, লায়লা, খায়রুন্নাহার, রওনক জাহান, মারুফ হাসান ও হাসান মুহাম্মাদ।

❒ **মিয়াঁপুর, রাজশাহী থেকেঃ** হাবীবা, মাহফূযা, আয়েশা, আসমা, রশীদা, তানিয়া, মাশকুরা, মাহতাব, ওমর ফারূক ও তৌহীদুল ইসলাম।

❒ **শেখপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ** নাজনীন আরা, হালীমা, রেহেনা, আরযিনা, মাহফূযা, শহীদাতুন, রাহেলা, রীনা, মাহমূদা, কমেলা, তাসমীরা, খালেদা, জেসমিন নাহার, জাহেদা, শীলা, মানছুরা, ফাহিমা, সালমা, তাহ্‌মীনা, ফরিদা, শাহানাজ ও ইসমাঈল।

❒ **হরিষার ডাইং, রাজশাহী থেকেঃ** শরীফা, বিলকিস, ছখিনা, মাবিয়া, বিলকিস বানু, সাজেদা, আজমীরা, রহিমা, আয়েশা, নাসিরা, রাবেয়া, মুরশিদা, শরীফা খাতুন, সাবিনা, সুমাইয়া, রোযিনা, নীলা, মারযিনা, মিতা, সাজেদা ও মাসূরা।

❒ **বাউসা হেদাতি পাড়া দাখিল মাদ্‌রাসা, বাঘা, রাজশাহী থেকেঃ** আমানুল্লাহ, লাভলী, সামছুন নাহার, আফরোযা খাতুন, আরিফা খাতুন, বিউটি খাতুন, জাহিদুল ইসলাম, ফেরদৌসি খাতুন, নেহেরা খাতুন, শহীদুল ইসলাম, মর্জিনা ও শাহিনা খাতুন।

❒ **গোপালপুর, মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** আরিফা খাতুন, মেরিনা, নাছিমা, ফারহানা, আফরোযা, রেশমা, হাসীনা, রীনা, ঝরণা, নাছিরা, জাহানারা, ছাদিকুল ইসলাম, মোস্তাক, আব্দুল মুহাইমিন, আমযাদ আলী, আব্দুল লতীফ, আমীনুল ইসলাম ও মোজাফ্‌ফার আলী।

❒ **বজরপুর, মোহনপুর, রাজশাহী থেকেঃ** সুবর্ণা, তাহেরা, সুফিয়া, সাবিনা, আফরোযা, রোকেয়া, শাহ জামাল ও গোলাম রাব্বানী।

❒ **রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা থেকেঃ** ফরীদা খাতুন, শামীমা, নাছরীন ও লিটন।

❒ **কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা, সাতক্ষীরা থেকেঃ** তামান্নায়ে জান্নাত, আব্দুল্লাহ আল-জাহিদ।

❒ **রাধানগর কালিকাপুর রাহমানিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, বি-বাড়িয়া থেকেঃ** আবুল কালাম, আব্দুল মান্নান, আব্দুল মোত্তালিব, কশিয়া আক্তার, শামসুন নাহার, হাসীনা ও রহীমা।

❒ **তুলাগাঁও দাখিল মাদ্‌রাসা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা থেকেঃ** আফরোযা আখতার, আবুল বাশার, মাসঊদ, বিল্লাল হোসাইন ও আব্দুল আলীম।

❒ **বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া মাদ্‌রাসা, সাতক্ষীরা থেকেঃ** আব্দুর রহীম।

❒ **কলেজ রোড বিরামপুর, দিনাজপুর থেকেঃ** ইছমত আরা, ইয়াসমীন আরা ও জান্নাতুল ফেরদৌস।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. ফারূক, পিতার নাম খাত্ত্বাব, মাতার নাম হানতামাহ্।

২. ৫৩৯টি। দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলের নাম আব্দুল্লাহ ও অসেম, মেয়ের নাম- হাফসাহ।

৩. হযরত ওমর (রাঃ)।

৪. ১৩ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ -এর ২২/২৩ তারিখে। খেলাফত কাল ছিল সাড়ে ১০ বছর।

৫. মহানবী (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর পাশে দাফনের।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

১. রামাযান অর্থ পুড়িয়ে ফেলা, ছিয়াম অর্থ বিরত থাকা। দ্বিতীয় হিজরীর সা'বান মাসে ছিয়াম ফরয হয।

২. ২য় পারার সূরা বাক্বারাহ -এর ১৮৩ নং আয়াতের মাধ্যমে।

৩. ইফতার কালে এবং আল্লাহ্‌র দীদার কালে।

৪. সাহারীর আযান আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় বেলাল ও আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) সাহারী ও ফজরের আযান দিতেন।

৫. সূরা ক্বদরের ৩ নং আয়াতে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. কোন দিন বছরের সকল দিন অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ? কোন দিনে ছাওম পালন করলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এক বছরের গোনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়?

২. সপ্তাহের কোন্ দুইদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম পালন পসন্দ করতেন এবং কেন?

৩. একদিন নফল ছিয়াম পালনকারী থেকে জাহান্নামকে আল্লাহ্ কতদূরে সরিয়ে রাখবেন?

৪. রামাযান হিজরী সনের কত নং মাস? রামাযানের পরে কোন মাসে কয়টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছর ছিয়াম পালনের ছওয়াব পাওয়া যাবে?

৫. জান্নাতের কয়টি স্তর আছে? ছিয়াম পালনকারীর জান্নাতে প্রবেশের জন্য নির্ধারিত একটি দরজা আছে। দরজাটির নাম কি?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা
(কুরআন সম্পর্কে)

১. পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে শেষ নবী বলে ঘোষণা দিয়েছেন?

২. মুসলিম জাতির পিতা কে? পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে?

৩. আল্লাহ্‌র নিকট মাসের সংখ্যা কত? পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে?

৪. রামাযান এবং ছিয়াম শব্দ পবিত্র কুরআনে কত স্থানে আছে? আরবী ১২ মাসের একটি মাসের নাম কুরআনে উল্লেখ আছে। মাসটির নাম কি? এবং কোন সূরার কত নং আয়াতে উল্লেখ আছে।

৫. কোন দু'টি কারণে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে পরে পালন করা যায়। কুরআনের কোন সূরার কত নং আয়াত থেকে তা প্রমাণিত?

সোনামণি সংবাদ
শাখা গঠন

৪১। বাটুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (সহকারী শিক্ষক)।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ যয়নাল আবেদীন " ।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হক, রুবেল হোসায়েন, মুশাদ আলী ও সাজ্জাদ আলী।

৪২। বাটুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন।

উপদেষ্টাঃ তৌহীদা ইয়াসমীন (সহকারী শিক্ষিকা)।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ নাজমা খাতুন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ বিউটি খাতুন, নাজমা খাতুন, ফাহিদা খাতুন ও রূপালী খাতুন।

৪৩। মাখনপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম।

পরিচালকঃ মুমিনুল ইসলাম।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ জুয়েল হোসায়েন, আনোয়ারুল ইসলাম, উজ্জ্বল হোসায়েন ও দুলাল হোসায়েন।

৪৪। মাখনপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ মমতাজ বিবি।

উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ আকলিমা খাতুন।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ রাবেয়া সুলতানা।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ সালমা খাতুন, শিউলী খাতুন, মৌসুমী খাতুন ও মাহফূযা নাসরীন।

৪৫। বেড়াবাড়ী বহল ডাইং মাদরাসা শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রেযাউল ইসলাম।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মাঈনুল ইসলাম।

৪ জন কর্ম পরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আলমগীর হোসায়েন, আফযাল হোসায়েন, রাসেল ও মীযানুর রহমান।

৪৬। বেড়াবাড়ী বহল ডাইং মাদরাসা (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ দবিরুদ্দীন।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শাহীনুদ্দীন।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ নাদিরা খাতুন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ শরীফা খাতুন, তাহেরা খাতুন, মেরীনা খাতুন ও রোযিনা খাতুন।

৪৭। বেড়াবাড়ী বহল ডাইং জামে মসজিদ শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম।

পরিচালকঃ সাজেদুল ইসলাম।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ মুক্তার হোসায়েন, সোহেল রানা, আবুবকর ছিদ্দীক ও মাঈনুল ইসলাম।

৪৮। বেড়াবাড়ী বহল ডাইং জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রইসুদ্দীন।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ মুরশিদা খাতুন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ নাজমা খাতুন, বিজলী খাতুন, ছানোয়ারা খাতুন ও রুনা লায়লা।

৪৯। পত্রপুর ইবতেদায়ী মাদরাসা শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার (এলাকা সভাপতি)।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন (শিক্ষক)।

পরিচালকঃ মিলন ইসলাম।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, আসলাম, মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসায়েন।

৫০। পত্রপুর ইবতেদায়ী মাদরাসা (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক (শিক্ষক)।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ ঝরণা বেগম।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ সফেরা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, রাসিয়া খাতুন ও রুমালী খাতুন।

৫১। বেড়াবাড়ী ডাইং পাড়া শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন।

পরিচালকঃ হারূনুর রশীদ।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ যাকারিয়া, আব্দুল্লাহ, নাছিমুদ্দীন ও আশরাফুল ইসলাম।

৫২। বেড়াবাড়ী ডাইং পাড়া (বালিকা) শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ দবিরুদ্দীন।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ কামরুয্যামান।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ মাহমূদা খানম।

৪ জন কর্ম পরিষদ সদস্যাঃ হাবীবা খানম, রুনা লায়লা, নাজমা খাতুন ও স্বাধীনা খাতুন।

৫৩। কাশেমপুর জামে মসজিদ শাখা, নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা ইউসুফ আলী।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ জমসেদ আলী।

পরিচালকঃ সুলতান হোসায়েন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ মুস্তাকীম হোসায়েন, বদীউয্যামান, আহসান হাবীব ও বাবুল ইসলাম।

৫৪। মোহনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা,

মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আয়নাল হক।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আবু হানিফ।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ বাবলু হোসায়েন, মাহফূযুর রহমান, আলম হোসায়েন ও শাহিনুর ইসলাম।

৫৫। মোহনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বালিকা শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (ইমাম)

উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ হাসীনা বেগম।

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ রহীমা খাতুন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ সালমা খাতুন, হাসীনা খাতুন, জান্নাতুন নাঈম ও আফরূযা এমিলী।

৫৬। ধোপাঘাটা পূর্বপাড়া জামে মসজিদ শাখা, মোহনপুর, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ রুস্তম আলী (ইমাম)।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দুস (সহকারী শিক্ষক)।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ আসলাম আলী, রজব আলী, আসাদুল ইসলাম ও আব্দুল আউয়াল।

৫৭। হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখা, বুধহাটা, সাতক্ষীরাঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ সোহরাবুদ্দীন

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ কেরামত আলী

পরিচালকঃ মুন্সী বারাকাতুল্লাহ সরদার।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান, মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন, মুহাম্মাদ মুনছুর আলী ও মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান।

মাসিক ইজতেমা

(ক) গত ২৪শে নভেম্বর রোজ মঙ্গলবার বাদ আছর রাজশাহী যেলার বাঘা থানার মণিগ্রাম ও হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি ও যুবসংঘের যৌথ মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান সোনামণি পরিচালক এবং রাজশাহী যেলা যুবসংঘের অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান বলেন, সোনামণিরাই জাতির ভবিষ্যৎ। সোনামণিদেরকে রাসূলের আদর্শে আদর্শিত হ'তে হবে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আদর্শ সোনামণিরাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ফসল। ছোট থেকেই তাদেরকে ইসলামী আদর্শে জীবন গড়তে উৎসাহিত করতে হবে। হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা নজরুল ইসলাম -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইজতেমায় আরো বক্তব্য রাখেন, যুবসংঘের এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান ও যেলা সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মুহাইমিন। সভাপতি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা এবং আহলেহাদীছের রাজধানী নওদাপাড়া, রাজশাহী। তাই যখনই আপনারা শুনবেন আমাদের রাজধানী থেকে লোক এসেছে তখনই সমস্ত কাজ ফেলে সবাই মসজিদে এসে হাযির হবেন এবং আলোচনা মনোযোগ সহকারে শুনবেন।

(খ) গত ৫ই ডিসেম্বর হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি এবং যুবসংঘের মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। তিনি তার বক্তব্যে সোনামণিদের চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, যুবসংঘের হাতেম খা শাখার সভাপতি ওয়ালিউল্লাহ মহানগর তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুবরক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন প্রমুখ।

কবিতা

প্রজাপতি

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ (৪র্থ শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

প্রজাপতি প্রজাপতি
কোথায় তুমি যাও?
তোমার সাথে সঙ্গে করে
আমায় নিয়ে যাও।
আমার বড় সাধ জাগে
তোমার মত উড়তে,
তোমার মত ঘুরে ঘুরে
ফুলের মধু খেতে।
কি সুন্দর পাখা তোমার
অনেক রঙ্গে ভরা,
তোমায় পেলে ফুল কলি সব
খুশিতে আত্মহারা।

***

জীবন হবে ধন্য

-মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল (৬ষ্ঠ শ্রেণী)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শহীদ হব সত্য পথে
এই করেছি পণ
ভয় করি না আল্লাহ্‌র পথে

বিলিয়ে দিতে প্রাণ।
মাগো আমায় এমন করে
রাখছ কেন ধরে?
আল্লাহ্‌র পথে চাই যে যেতে
শহীদ হবার তরে।
মা গো এবার বিদায় দাও
জিহাদে যাই চলে
তোমার খোকা ফিরলে মাগো
নিও কোলে তুলে।
আর যদি মা শহীদ হয়ে
করি তোমার কোল শূন্য
পরকালে হবে মাগো
মোদের জীবন ধন্য।
***

মায়ের হাসি

-মুহাম্মাদ হারূন-অর-রশীদ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমার মায়ের হাসি
বড়ই ভালবাসি।
মায়ের হাতের পিঠা
খেতে বড় মিঠা।
আমার মায়ের মন
সাত রাজার ধন।
***

ইচ্ছে

-ফাহমীদা নাজনীন
মির্জাপুর, রাজশাহী।

আমার খুব ইচ্ছে করে
কুরআন পড়ি রোজ
কোথায় গেলে পাব আমি
আমার প্রভুর খোঁজ।
আমার খুব ইচ্ছে করে
ভাল হয়ে চলতে,
পাপের পথ এড়িয়ে চলে
সত্য কথা বলতে।
আমার বড় ইচ্ছে করে
আত-তাহরীক পড়ব,
জীবনটাকে রাসূলের আদর্শে
সুন্দর করে গড়ব।
প্রভু তুমি কবুল কর
আমার এই ইচ্ছে,
জীবন আমার ধন্য কর
করনাকো মিছে।
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

শরীয়া আইন অপরিবর্তনীয়

-সংসদে মাওলানা সাঈদী

গত ১৫ই নভেম্বর'৯৮ রবিবার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ বিধিতে উত্থাপিত প্রস্তাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সংসদীয় গ্রুপের নেতা **মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন** সাঈদী বলেন যে, শরীয়া আইন কোন মাওলানা, মুফতীর তৈরী করা নয়। উহা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রণীত। যেমন- বিবাহ, তালাক, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মিলাদ, কিয়াস (সম্ভবতঃ 'কিয়াম' হবে)-

এ সবই শরীয়া আইন, যা কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয়।

*[আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুফাস্‌সিরে কুরআন বলে পরিচিত মাওলানা দেলওয়ার **হোসাইন সাঈদী** ছাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য যদি সত্য হয়, তবে তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়টির সাথে আমরা একমত। কিন্তু ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি মীলাদ, কিয়াস বা কিয়ামকে যে ইসলামের অপরিবর্তনীয় বিধান হিসাবে উল্লেখ করেছেন, এতে আমরা বিস্মিত হয়েছি। ৬০৪ বা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের এরবল এলাকার শাসক **আবু সাঈদ মুযাফ্‌ফরুদ্দীন কুকুবুরী** কর্তৃক আবিষ্কৃত মীলাদ অনুষ্ঠানকে তিনি ইসলামের অপরিবর্তনীয় বিধান হিসাবে সত্যিই যদি বলে থাকেন, তবে অনতিবিলম্বে পাল্টা বিবৃতির মাধ্যমে তিনি এর প্রতিবাদ করবেন বলেই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু গত দেড় মাসেও অনুরূপ কোন বক্তব্য এসেছে বলে আমাদের গোচরীভূত হয়নি। একটি বিদ'আতকে সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মানসিকতা অবশ্যই নিন্দনীয়। - সম্পাদক।]*

পুঁজি বাজারে বিপর্যয়

দেশের অর্থব্যবস্থা নাজুক। সার্বিক অর্থনীতি মন্দা। বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়নে উদ্যোগ নেই। পুঁজি বাজারে কোন শৃংঙ্খলা নেই। দেশের প্রধান পুঁজি বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের দৈনিক লেনদেন ৬৭ কোটি টাকা থেকে ২৩ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন ২৮ কোটি টাকা থেকে ৫ কোটিতে নেমে এসেছে। আরও ধস নামবে বলে অর্থনীতিবিদ ও সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন। অবস্থার উন্নতি না হ'লে গোটা পুঁজি বাজারে ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসবে।

হৃদয় বিদারক ঘটনা!

স্থানীয় একটি এনজিও'র কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না

পারায় ১২ জন গরীব মহিলাকে গ্রেফতার করে কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। ঋণগ্রস্থ আরও শত শত ভূমিহীন মহিলা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে গ্রেফতারের ভয়ে।

ময়মনসিংহ যেলার ফুলপুর থানায় সম্প্রতি এ ঘটনা ঘটে। গ্রেফতারের ঘটনাটি ছিল বড়ই অমানবিক, যা মানবাধিকারের চরম লংঘন। গ্রেফতারকৃত অনেক মহিলা তাদের কোলের শিশু সন্তান নিয়ে এসেছেন হাজত খানায়, আবার অনেকের সন্তানদের আনতে দেয়া হয়নি! তাদের সন্তানদের জন্য বুক ফাঁটা আর্তনাদ উপস্থিত সকলকে মর্মাহত করেছে। এ দৃশ্যটি ছিল হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী।

'পশ্চিমা পুঁজিবাদী গণতন্ত্র মানবাধিকার ও মূল্যবোধ ধ্বংস করছে'

কর্তব্যবোধহীন পশ্চিমা পুঁজিবাদী গণতন্ত্র মানবাধিকারকে ধ্বংস করে এখন মায়াকান্না শুরু করেছে। কর্তব্যবোধের বিকাশ না ঘটালে অধিকারের কথা বলা অর্থহীন। কারণ মানুষ অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বরং কর্তব্য থেকেই তার অধিকার জন্ম নেয়। আর ইসলাম ধর্মই কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং মানবাধিকারকে সমুন্নত রেখেছে।

সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মাদ আবদুর রউফ সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুগে শিক্ষার হার যত দ্রুত বাড়ছে তার দ্বিগুন হারে মূল্যবোধের পতন ঘটছে। মানুষকে এখন কেবল খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য, ভোগের জন্য, সম্পদ অর্জনের জন্য চাহিদামুখী বস্তুবাদী শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু চরিত্র গঠন, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোন শিক্ষা দেয়া হয় না। ফলে মানুষের ভিতরে মানবতা বোধ দ্রুত লোপ পাচ্ছে। আর এ থেকে রেহাই পেতে ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য বলে বক্তাগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা জরিমানা

ডঃ মুসা বিন শমশেরের বিরুদ্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ এনেছে। ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছর হ'তে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রদেয় আয়কর না দেয়ার জন্য বোর্ড ডঃ মুসা বিন শমশেরকে ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। এ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। এ পরিস্থিতিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ডঃ মুসা বিন শমশেরের আর্থিক লেনদেনকারী ব্যাংক ইন্দোসুয়েজকে নোটিশ দিয়ে বলেছে যে, এই অর্থ ব্যাংকের অধিকারে আসা মাত্র জমা দিতে হবে।

মাগুরা প্রথম নিরক্ষর মুক্ত যেলা!

গত ৫ই ডিসেম্বর'৯৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় স্টেডিয়ামে এক জনসভায় মাগুরাকে দেশের প্রথম নিরক্ষর মুক্ত যেলা হিসাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী ২০০৬ সাল নাগাদ দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হ'তে মুক্ত করা হবে। এ জন্যে গৃহীত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানান। বিশেষ করে ছাত্রদের এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের উপর তিনি জোর দেন।

শবে বরাতের পটকা বানাতে গিয়ে আহত

রাজধানীর নাখাল পাড়া এলাকায় শবে বরাতের জন্য পটকা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে ৩ শিশুসহ ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে। আহতরা হচ্ছে শামীম (৮) বাবু (৭) আব্দুর রহমান (১৩) ও নূরুন্নবী (২১)।

নাগরিকত্ব প্রদান

নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ভারতীয় নাগরিক অমর্ত্য সেনকে বাংলাদেশের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে। গত ১৮ ডিসেম্বর'৯৮ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সেনের কাছে নাগরিকত্বের সনদ প্রদান করেন।

৩ বিঘা জমি থেকে ৩ লাখ টাকা আয়

সাতক্ষীরা যেলার দেবহাটা থানার মাটিকুমড়া গ্রামের আছের আলী আখ চাষ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাড়ীর পাশের ৩ বিঘা জমিতে আখ চাষ করেছিলেন তিনি। অক্লান্ত পরিশ্রম আর ৫০ হাযার টাকা খরচ করে ৩ বিঘা জমি থেকে তিনি আয় করেছেন সাড়ে ৩ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রকৃত আয় ৩ লাখ টাকা। ৩ বিঘা জমিতে ৩ লাখ টাকা আয় করা অসম্ভব হ'লেও তা সম্ভব করেছেন তিনি।

আছের আলী জানান, তিনি জমি প্রস্তুত করে প্রতিটি মাদায় ২/৩ টা করে আখের চারা লাগিয়েছিলেন। পরে প্রতিটি মাদায় আখ হয়েছে ৮/১০ টি। লম্বা হয়েছে ১২/১৩ হাত। রাসায়নিক সার ব্যবহার তার মোটেই পছন্দ নয়। তাই তিনি কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রেখে জমিতে সবুজ সার ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য বিগত বছরে তিনি মিশ্র সবজি চাষ করে একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছেন।

বিদেশ

ইরাকে মার্কিন-বৃটেনের ব্যাপক বিমান হামলা

ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যৌথভাবে ব্যাপক বোমা হামলা করেছে। এ হামলায় ইরাকের সামরিক ও বেসামরিক প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ নিহত হয়। ব্যাপক সম্পদ ও স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি হয়। গত ১৬-১৯ ডিসেম্বর'৯৮ ৪ দিন ব্যাপী এ হামলা চালানো হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ইরাকের উপর যে হামলা চালিয়েছে তা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ও অনুমোদনে পরিচালিত হয়নি বলে ইরাক অভিযোগ করেছে। তাদের ভাষায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের এক চরম স্বেচ্ছাচারিতার ফসল হচ্ছে এ হামলা। একটি সার্বভৌম স্বাধীন দেশের উপর হামলা চালানোর কোন অধিকার কোন দেশেরই থাকতে পারে না। যারা এ ধরণের হামলা চালায় তারা আক্রমণকারী এবং শান্তি স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী। তারা আন্তর্জাতিক ভাবেই ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন বলেছে যে, সামরিক অভিযানের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এটি নিশ্চিত করতে যে, ইরাক ভবিষ্যতে কোন হুমকী সৃষ্টি করতে না পারে। ইরাকের অনমনীয় মনোভাব হামলা চালাতে বাধ্য করে।

এদিকে রাশিয়া এ হামলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে দায়ী করে চরম নিন্দা জানিয়েছে। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়েভগেনি প্রিমাকভ বলেছেন, এ হামলা সুস্পষ্ট জাতিসংঘ আইনের পরিপন্থী। তিনি আরও বলেন, এ হামলা বিশ্ব শান্তির অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পরমাণু অস্ত্র হ্রাস সংক্রান্ত চুক্তি 'সল্ট দুই' এর অনুমোদন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছেন। রাশিয়া হামলাকারী দু'দেশ থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতকে সরিয়ে এনেছে। রাশিয়া বলেছে, ইরাকে এ হামলার জন্য দু'দেশকে চরম মূল্য দিতে হবে। সিরিয়ায় মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ ও মার্কিন পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে চীন, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, লিবিয়া প্রভৃতি দেশ।

৪ দিনের বিমান হামলায় ইরাকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। 'অপারেশন ডেজার্ট ফক্স' নামে পরিচালিত বিমান ও ক্ষেপনাস্ত্র হামলায় সৈন্যের চেয়ে ১০ গুণ বেশী বেসামরিক লোক নিহত হয়। ইঙ্গ (বৃটেন)-মার্কিন হামলার লক্ষ্য ছিল ইরাকের ৯৬ টি সামরিক স্থাপনা। এর মধ্যে ৭৩টি স্থাপনার ক্ষতি হয়েছে বলে তারা দাবী করেছে। ইরাকী ভাইস প্রেসিডেন্ট তাহা ইয়াসিন রামাযান বলেছেন, ইরাকে রামাযানের প্রথম দিনে তারাবীহ নামাযের সময়ও এ নিষ্ঠুর হামলা চালানো হয়। হামলায় ৭৩ জন লোক মারা গেছেন। আহত হয়েছে হাযার হাযার মানুষ। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী উইলিয়াম কোহেল বলেন, হামলার ফলে ইরাকের ব্যালাষ্টিক ক্ষেপনাস্ত্র কর্মসূচী অন্তত ১০ বছর পিছিয়ে গেছে। স্থাপনা ছাড়াও ইরাকী গার্ড বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি জানান।

ইরাক বলেছে, চার রাতে ইঙ্গ-মার্কিন মোট ৪৪৬ টি ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এর মধ্যে তারা ১২১ টি ক্ষেপনাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন জানিয়েছে, তাদের কেউ আহত হয়নি। ৪ দিনের হামলায় উভয় পক্ষই বিজয় অর্জনের দাবী করে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনের জন্য বৈঠক আহবান করেছে। আরবলীগও অনুরূপ বৈঠক আহবান করেছে। এদিকে ধারণা করা হচ্ছে বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও আগ্রাসীর বিরুদ্ধে রুখতে রাশিয়া, চীন, ভারত একটি ত্রিমিত্র বলয় গঠন করতে যাচ্ছে। তিন দেশ ইতিমধ্যে এরকম কিছু করতে রাযী হয়েছে। ইতিমধ্যে রাশিয়া-ভারত আগামী ১০ বছরের জন্য সামরিক চুক্তি করেছে।

আবারো হামলাঃ সর্বশেষ গত ২৮শে ডিসেম্বর'৯৮ যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের উপর আবারো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এতে ৪ জন ইরাকী সৈন্য নিহত ও ৭ জন আহত হয়েছে। ইরাকের সরকারী বার্তা সংস্থা 'ইনা'র খবরে বলা হয় তুরস্ক থেকে উড়ে আসা শত্রু বিমানগুলো থেকে এ হামলা চালানো হয়। অবশ্য লণ্ডনে বৃটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জানান, ইরাকী বিমান বিধ্বংসী কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের পর এই হামলা চালানো হয়।

রুশ-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি

সম্প্রতি ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলায় রুশ-মার্কিন সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। বিশ্লেষকদের মতে প্রাথমিক ভাবে এই পরিস্থিতি পারমাণবিক নিরস্ত্রিকরণ চুক্তি প্রত্যাখ্যানের মত পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এদিকে রাশিয়া কৌশলগত দিক বিবেচনায় এনে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ হিসাবে পারমাণবিক শক্তি হ্রাসকরণ সংক্রান্ত চুক্তি 'সল্ট দুই' অনুমোদন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রুশ পার্লামেন্টে ডুমায় (পার্লামেন্টের নাম) এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

রুশ প্রধানমন্ত্রী ইয়েৎগেনি প্রিমাকভ জোরালোভাবে এ হামলার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইরাকের বিরুদ্ধে এ হামলা মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন বিনা উস্কানিতে বাগদাদের উপর ইঙ্গ -মার্কিন হামলা জাতিসংঘ সনদের সুস্পষ্ট লংঘণ বলে বর্ণনা করেছেন।

ইরাককে অস্ত্র দেয়া উচিত

-নিকোলাই বাবুরিন

রুশ পার্লামেন্ট ডুমার ডেপুটি স্পীকার নিকোলাই বাবুরিন বলেছেন, রাশিয়ার এখন ইরাককে সমরস্ত্র ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা উচিত। তিনি বলেন, রাশিয়ার অস্ত্র সরবরাহ ইরাককে সুসজ্জিত করবে। তার সমর শক্তি বাড়াবে। ফলে বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ইরাক শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে।

শিশুর শান্তি প্রস্তাব

ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলা বন্ধের জন্য প্রতিদিন শত শত চিঠি পান জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান এত চিঠির ভিড়ে একটি চিঠি তার নজর কেড়েছে। চিঠি পাঠে অভিভূত হন তিনি। নিউইয়র্কের ৪ বছর ১১ মাস বয়সী বালক লকাস ওলসন ডাফি আনানকে লিখেছে, 'দয়া করে ইরাকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলুন, উপায় বের করে শান্তি স্থাপন করুন।' কফি আনানও লুকামের চিঠির জবাব দিয়েছেন ধন্যবাদ জানিয়ে। তিনি উত্তরে লিখেছেন, 'এতটুকু বয়সের কেউ শান্তির কথা বলেছে দেখে আমি আনন্দিত। ইরাক এবং বিশ্বের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করার প্রতিজ্ঞা করছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমা প্রার্থনা

ইরাকের উপর আকাশ হামলা চালানোর সময় একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইরানের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রটি ইরানের একটি সীমান্ত শহরে আঘাত হানে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তেহরানে সুইজারল্যাণ্ড দূতাবাসের মাধ্যমে খুররমশাহর শহরে ক্ষেপণাস্ত্রটি পড়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, সুইজারল্যাণ্ড দূতাবাসই ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছে। ইরানী পার্লামেন্ট অবশ্য এর ক্ষতিপূরণ দাবী করেছে।

'কলির অবতার'

একটি বিস্ময়কর তথ্য

সম্প্রতি এক বিস্ময়কর তথ্য তুলে ধরেছেন ভারতের হিন্দু পণ্ডিত অধ্যাপক বেদ প্রকাশ। তিনি এক নিবন্ধে বলেছেন, 'হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ যাকে 'কলির অবতার' বলে উল্লেখ করেছে এবং হিন্দুরা যাকে পূজা দেবে বলে প্রতীক্ষায় রয়েছেন তিনি আর কেউ নন- তিনি মুসলমানদের সর্বশেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবী মুহম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সঃ)।

হিন্দি ভাষায় সম্প্রতি এ বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারত জুড়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। গ্রন্থটি সমগ্র ভারতে স্বনামধন্য আটজন পণ্ডিতকে দেয়া হয়েছিল। তারা ব্যাপক গবেষণার পর বইটি সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য-এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন।

পণ্ডিত বেদ প্রকাশ তার গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতার পেছনে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বেদ থেকে ৯টি যুক্তি তুলে ধরেছেন।

১. বেদে উল্লেখ আছে যে, সমগ্র বিশ্বকে পথ দেখানোর জন্য ভগবানের শেষ মেসেঞ্জার নবী হবেন 'কলির অবতার'। পণ্ডিত প্রকাশ বলেছেন, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ক্ষেত্রেই কেবল এটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

২. হিন্দু ধর্মের বাণী অনুযায়ী 'করির অবতার' জন্মগ্রহণ করবেন একটি দ্বীপদেশে এবং এটা সেই আরব ভূখণ্ড যা 'জাজিরাতুল আরব' বলে পরিচিত।

৩. হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থে 'কলির অবতার' -এর পিতার নাম 'বিষ্ণু ভাগত' এবং মায়ের নাম 'সোমানির' উল্লেখ রয়েছে। সংস্কৃতিতে 'বিষ্ণুর'র অর্থ আল্লাহ এবং ভাগত-এর অর্থ দাস। সুতরাং আরবী ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ'র দাস (আব্দুল্লাহ) এবং 'সোমানির'-এর অর্থ সংস্কৃতিতে শান্তি ও সুস্থিতি। আরবীতে যার অর্থ 'আমিনা'। এদিক থেকে দেখা যায়, শেষ নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পিতার নাম ছিল 'আব্দুল্লাহ' এবং মায়ের নাম ছিল 'আমিনা'।

৪. হিন্দুদের বড় বড় গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, 'কলির অবতার' জলপাই ও খেজুর দিয়ে জীবন নির্বাহ করবেন এবং তিনি হবেন সত্যবাদী ও সৎ। পণ্ডিত প্রকাশ বলেছেন, এটা একমাত্র মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ক্ষেত্রেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত।

৫. বেদে উল্লেখ রয়েছে যে, 'কলির অবতার' জন্মগ্রহণ করবেন তার দেশের সবচেয়ে সম্মানিত বংশে। এটাও সত্য যে মুহাম্মাদ (সঃ) মক্কার অত্যন্ত সম্মানিত উচ্চবংশ কুরাইশকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৬. কলির অবতারের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ভগবান স্বয়ং তাঁর নিজ দূত মারফত' পর্বত গুহায় তাকে শিক্ষাদান করবেন। এক্ষেত্রেও এটা সর্বৈব সত্য। মক্কায় মুহাম্মদই (সঃ) একমাত্র ব্যক্তি যাকে হিরা পর্বতের গুহায় আল্লাহ দূত জিবরাঈল মারফত শিক্ষাদান করেছেন।

৭. হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, ভগবান 'কলির অবতার'কে এমন একটি দ্রুতগামী ঘোড়া দেবেন যা দিয়ে তিনি বিশ্ব চরাচর এবং সপ্ত আসমান/স্বর্গ ভ্রমণ করে বেড়াবেন। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বুরাকে বরে 'মেরাজ' গমন কি তাই প্রমাণ করে না?

৮. হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থসমূহে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, 'কলির অবতার'কে স্বয়ং ভগবান শক্তি দান করবেন এবং

সাহায্য করবেন। আমরা একথা জানি যে, বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তার ফেরেস্তাদের দিয়ে মুহাম্মাদ (সঃ)কে সাহায্য পাঠিয়েছেন এবং শক্তি যুগিয়েছেন।

৯. হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থসমূহে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, 'কলির অবতার' ঘোড় সওয়ার, তীর চালনা এবং তলোয়ার বাজিতে খুবই পারদর্শী হবেন। এক্ষেত্রে পণ্ডিত প্রকাশের মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুচিবেনার দাবী রাখে। তিনি লিখেছেন, ঘোড় সওয়ারী, তীরবাজি, তলোয়ারবাজির দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আধুনিক যুগের অস্ত্র সম্ভারে রয়েছে ট্যাংক, ক্ষেপণাস্ত্র, কামান, বন্দুক। সুতরাং তীর, ধনুক, তলোয়ার সজ্জিত সেই 'কলির অবতার'-এর অপেক্ষা করা হবে বোকামী। প্রকৃত বাস্তবতার, 'কলির অবতার'-এর কথা যেভাবে আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে, তা পরিষ্কারভাবে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যার উপর নাযিল হয়েছিল পবিত্রগ্রন্থ আল-কুরআন।

-নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বাংলা পত্রিকা'র ১৬-১-১৯৯৮ সংখ্যা থেকে সংকলিত।

রাখে আল্লাহ মারে কে?

চার বছরের শিশু শুভম। ট্রেন দুর্ঘটনায় আলৌকিক ভাবে বেঁচে গেছে সে। গত ২৯ নভেম্বর'৯৮ ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় তার বাবা-মা সহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজন নিহত হয়। দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বগিটির সকলে নিহত হলেও শুভম অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যায়। ধ্বংসস্তুপের মধ্যে তার কান্না শুনতে পেয়ে উদ্ধার কর্মীরা ইস্পাতের ধ্বংসাবশেষ এসিলিটিন টর্চের সাহায্যে কেটে তাকে উদ্ধার করে। তারা শুভমকে ভাঙ্গা কাঠের ব্লকের নীচে শুয়ে থাকাবস্থায় দেখতে পান বলে জানান।

চোরাচালানীর ফাঁসি

চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে গত ৫ ডিসেম্বর'৯৮ দু'জন চোরাচালানীর ফাঁসি হয়েছে। ১৯৯২ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত কয়েক কোটি ডলারের পণ্য চোরাচালানের দায়ে সুপ্রীম কোর্ট এদের মৃত্যুদণ্ড দেয়। এ দু'জনের একজন একটি কম্পিউটার কোম্পানীর ম্যানেজার, অপরজন অফিস ক্লার্ক।

৩৩ ভাগ ইউরোপীয় সাম্প্রদায়িক

ইউরোপে গত এক দশকে বিদেশী বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা আশংকাজনক বিস্তৃতি ঘটেছে। এক-তৃতীয়াংশ ইউরোপীয় নিজেদের সাম্প্রদায়িক বলে স্বীকার করেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমর্থন পুষ্ট একটি নতুন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী পর্যবেক্ষণ সংস্থা সম্প্রতি এ তথ্য প্রকাশ করে। সংস্থা'র জরীপ প্রতিবেদনে বলা হয় যে, জনসাধারণের মনোভাবের উপর গত বছর পরিচালিত জরীপের সঙ্গে ১৯৮৯ সালের জনমত যাচাই এর তুলনা করে দেখা যায় যে, ১৯৮৯ সালের চেয়ে ১৯৯৭ সালের জরীপে জনগণের উদ্বেগজনক মনোভাব আরও বেশী প্রতিফলিত হয়।

জরীপ সেন্টার জানিয়েছে, জনমত যাচাই-এ ৩৩ শতাংশ লোক খোলাখুলি বলেছে, 'তারা বাস্তবে সাম্প্রদায়িক অথবা খুবই সাম্প্রদায়িক'।

নিজেদের অবস্থা জানাতে গিয়ে তারা আরও বলেছে, তারা এতে অসন্তুষ্ট। ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা ক্রমেই নিরাপত্তাহীনতায় ভূগতে শুরু করেছে এবং বিদেশীদের বিপজ্জনক বলে মনে করছে। এ কারণে বিদেশীরা অনভিপ্রেত। জরীপে আশির দশকের শেষে লৌহ যবনিকা পতনের পর পূর্ব ইউরোপ থেকে আগতদের বিরুদ্ধে জাতিগত ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র ফুটে ওঠে। এতে বলা হয়, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির বংশোদ্ভূত নাগরিকের অবাধে গ্রহণ করে নেয়ার হার ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। জার্মানীতে পূর্ব ইউরোপীয়দের গ্রহণের হার এক দশকেরও কম সময়ে তিনগুন হ্রাস পেয়েছে।

বিশ্বে প্রতিদিন ২ হাযার লোক স্থল মাইনের শিকার

বিশ্বে স্থল মাইনের কারণে প্রতিদিন ২ হাযার লোক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। আবার অনেকে পঙ্গু হয়ে দিন কাটায়। যারা বেঁচে থাকেন, তাদের শারীরিক ক্ষত নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে, স্থল মাইন বিস্ফোরণের শিকার অধিকাংশই বেসামরিক লোক।

উল্লেখ্য, স্থল মাইন সংক্রান্ত 'অটোয়া' চুক্তিতে কানাডা বৈঠকে ১৩৩ টি দেশ স্বাক্ষর করে। ৫৯ টি দেশ চুক্তি অনুমোদন করেছে। বাংলাদেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর দানকারী দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ।

জোর করে স্বরস্বতী বন্দনা গাওয়ানোর জের-

মুসলিম স্কুল শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়ার নির্দেশ দানের জন্য ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্যের বিজেপী দলীয় মন্ত্রীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মন্ত্রিসভাকে না জানিয়ে এ নির্দেশ জারী করার দায়ে উত্তর প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্র শুক্লাকে রাজ্য সরকার হ'তে বাদ দেয়া হয়। তিনি তার নির্দেশে সরকারী সাহায্যপুষ্ট স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের সকালের সমাবেশে প্রতিদিন 'সরস্বতী বন্দনা' গাওয়া বাধ্যতামূলক করেন। এ নির্দেশে উত্তর প্রদেশের বিপুল সংখ্যক মুসলিম অধিবাসীর মধ্যে ক্ষোভের

সঞ্চার হয় এবং তারা সে নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন। একজন মুসলিম আলেম কোন স্কুলে এ নির্দেশ বলবৎ করা হ'লে সেখান হ'তে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে নেয়ার জন্য মুসলিম অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান।

বাবরী মসজিদ ধ্বংস দিবসে ২ হাযার গ্রেফতার

গত ৬ ডিসেম্বর'৯৮ বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ৬ষ্ঠ বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে বিক্ষোভরত ২ হাযার ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাদের আটক করা হয়। বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারীদের বিচারের দাবীতে তারা সারা ভারতে কালো পতাকা উত্তোলন, সভা-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পুলিশ তাদের সভা ও মিছিলে বর্বর হামলা চালিয়ে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১১ মাসে ক্ষতি ৯ হাযার কোটি ডলার

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ১৯৯৮ সালের প্রথম ১১ মাসে সারা বিশ্বে কমপক্ষে ৮ হাযার ৯শ' কোটি ডলার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। বিগত বছর গুলোতে ক্ষতির পরিমাণ কম ছিল। আশির দশকে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৫৫০ ডলার, ১৯৯৬ সালে ৬ হাযার কোটি ডলার। তার চেয়ে ৪৮ শতাংশ বেশী ক্ষতি হয়েছে এবার।

ওয়ার্ল্ডওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯৮ সালে আবহাওয়া জনিত দুর্যোগে মানুষের উপর যে সরাসরি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তা ছিল ভয়াবহ। খসড়া হিসাবে ৩২ হাযার লোক মারা যায় এবং কমপক্ষে ৩০ কোটি লোক ছিন্নমূল হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ছিল হারিকেন মিচ, চীন ও বাংলাদেশে বন্যা এবং কানাডা ও ইংল্যাণ্ডে তুষার ঝড়। ওয়ার্ল্ডওয়াচ জানায়, বাংলাদেশে এবারের শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৩৪ লাখ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ৩ কোটি লোক গৃহহীন হয়েছে, ১০ হাযার মাইল রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং ধান উৎপাদন ২০ লাখ টন কম হয়েছে। ১৯৯৮ সালের সবচেয়ে বড় দুর্যোগটি ছিল চীনের ইয়াংসি নদীর বন্যা। এতে প্রায় ৩৭ শ' লোক মারা যায়। বাড়ী ছাড়া হয় ২২ কোটি ৩০ লাখ লোক, আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ তিন হাযার কোটি ডলার।

মুসলিম জাহান

মানব বিধ্বংসী মাইন সরবরাহ করছে ইরান

-তালিবান তথ্যমন্ত্রী

ইরান তালিবান বিরোধী আফগানদের কাছে মানব বিধ্বংসী মাইন সরবরাহ করছে। তালিবান কর্তৃপক্ষের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী মোল্লা আমীর খান মুত্তাকি বলেছেন, সম্প্রতি তাকহার প্রদেশের বাঙ্গি যেলায় ইরানে নির্মিত মোট ৪০০টি মাইন উদ্ধার ও আটক করা হয়েছে। তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, যখন বিশ্ব সম্প্রদায় মাইনের উৎপাদন ব্যবহার ও বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্য প্রচারাভিয়ানকে জোরদার করছে ঠিক সে সময়ে ইরান আফগান বিরোধীদের মাইন সরবরাহ করছে।

বসনিয়ায় আরও একটি গণকবর

বসনিয়ার পশ্চিম শহরের 'পদভিদাসা' গ্রামে সম্প্রতি আরও ১টি গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বসনিয়ার বিজ্ঞানীরা পদভিদাসা গ্রামের গুহায় কংকালের স্তুপ দেখতে পান। সেখানে হাযার হাযার কংকাল পড়ে আছে। বসনিয়ার সাড়ে ৩ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সার্বরা 'ওমরাস্কা' বন্দী শিবিরের বহু মুসলমানকে এ গুহায় এনে হত্যা করে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মালয়েশিয়ার অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদ বলেছেন, মালয়েশিয়ার অর্থনীতি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার ইঙ্গিত বহন করছে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে দেশটি এ অঞ্চলের মধ্যে প্রথম স্থানেই থাকবে। সম্প্রতি নিজ দেশের এক অনুষ্ঠানে মাহাথির এ কথা বলেন। তিনি বলেন, জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার অধীনে যেসব নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে, তা এখন কার্যকর করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৯ সালেই আমরা ব্যাপক অগ্রগতি ঘটাতে চাই। এক তথ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে প্রায় ১১ লাখ ৪০ হাযার বৈধ বিদেশী শ্রমিক এবং ৮ লাখ ৫০ হাযার অবৈধ বিদেশী শ্রমিক মালয়েশিয়ায় কাজ করছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ১০ কোটি গরীব

এশিয়ায় অর্থনৈতিক সংকট শুরু হওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ায় গরীব লোকের সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশটিতে ১০ কোটি লোক দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। একজন মন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে জার্কাতায় প্রকাশিত আনতারা সংস্থা'র একটি রির্পোটে এ কথা বলা হয়েছে। সামাজিক

কার্যক্রম দফতর জানিয়েছেন, গত জুলাই হ'তে শুরু অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ইন্দোনেশিয়ায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১০ কোটিতে পৌঁছেছে। অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ায় ২০ কোটি ২০ লাখ জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বর্তমানে দারিদ্র্যের কবলে পড়ে আছে।

এইডস বাড়ছে পাকিস্তানে

পাকিস্তানে এইডস রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ হাযার থেকে ৬০ হাযার বলে জানা গেছে। পাকিস্তানের 'ন্যাশনাল এইডস প্রোগ্রামে'র ম্যানেজার বারজিস মাহজার কাযী সম্প্রতি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ৭ হাযার তরুণ-তরুণী এ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। অর্থাৎ বছরে ২৬ লাখ। অনৈতিক জীবন-যাপন পরিহার করে ধর্মীয় মূল্যবোধ আমাদের অনাকাঙ্খিত এ রোগের কবল থেকে মুক্ত রাখতে পারে বলে মাহজার কাযী অভিমত প্রকাশ করেন।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিতরণ ও জমা গ্রহণঃ ১লা ফেব্রুয়ারী সোমবার হ'তে ১০ই ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্যন্ত।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টায়।

যোগাযোগ
অধ্যক্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সাগরের মাছে পারদ

ইলিশ সহ বঙ্গোপসাগরের মাছে পারদ পাওয়া গেছে। তবে তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে। এ তথ্য জানিয়েছেন সাভারের পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ। ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ডঃ এম আলমগীর সহ ৪ বিজ্ঞানী সাগরের ১০ জাতের মাছে পারদ বা মার্কারি পেয়েছেন। মাছগুলো হচ্ছে ইলিশ, ভেটকি, চাঙ্গা, পাঙ্গাশ, লাক্ষা, চোক্ষা, কাতলা, গুঁড়া চিংড়ি, মাইট্যা ও তাপসী। পারদের পরিমাণ' বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র বেঁধে দেয়া নিরাপদ মাত্রার ভিতরেই রয়েছে।

ডঃ আলমগীর জানান যে, বঙ্গোপসাগরে পারদের সঞ্চয় তুলনামূলক ভাবে বেশী। পারদ বা মার্কারী মানুষ ও অন্য প্রাণীর জন্য সবচেয়ে বিষাক্ত পদার্থ। গত দু'দশক যাবত পরিবেশে পারদের পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামুদ্রিক জীবে পারদের সঞ্চয়নের পরিমাণের হার লক্ষ্য করা হচ্ছে। তিনি জানান যে, সাগরে পারদ আসে নদী নালা থেকে। বৃষ্টির পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও শিল্প বর্জ্যের মধ্যে পারদ থাকে। তা এসে পড়ে নদী-খালে। বঙ্গোপসাগরের পারদের উৎস হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারতসহ বিশাল অঞ্চল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে সিলেট ও চট্টগ্রামে পারদ বর্জ্যের পরিমাণ জানা নেই। তবে ভারত অঞ্চলে বছরে ১৮০ টন পারদ পরিবেশে ছড়ায়। উপমহাদেশের নদীগুলো পারদ বয়ে এনে বঙ্গোপসাগরে জমাচ্ছে।

কিডনির পাথর অপসারণে নয়া কৌশল

সিন্দুর একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কিডনির পাথর অপসারণে নয়া কৌশল উদ্ভাবন করেছে। নিরাপদ এ কৌশল প্রয়োগ করে কিডনির পাথর অপসারণ করা হলে রোগী দ্রুত সেরে উঠবে। দি সাঙ্গু ইনস্টিটিউট অব ইউরোলজি অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্টেশনের (সিউট) পরিচালক ডাঃ আদিব রিজভি সিউটের তৃতীয় আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামের প্রথম অধিবেশনে একথা বলেন।

তিনি জানান, পারকিউটেনাস নেপ্রোলিথোটোমি নামের এই অপারেশন পদ্ধতিটি বেশ নিরাপদ এবং সহজ। একটি মসৃণ সুচ চামড়ার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে খণ্ড খণ্ড কিডনির পাথর অপসারণ করা যায় সহজেই। তার ভাষায় এটি কেবল নিরাপদই নয় বরং শিশুরা এর থেকে অতি দ্রুত আরোগ্য পেতে পারে। তিনি জানান, এ প্রক্রিয়ায় কোনো জটিলতা নেই। যেসব যন্ত্রপাতি প্রচলিত আছে তার উন্নয়ন ও প্রয়োজন নেই। ডাঃ ব্রিগেডিয়ার ছাদিক মুহাম্মাদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, রোগ নির্ণয়ের উত্তম পদ্ধতি অনেক জটিলতা দূর করতে সহায়তা করে।

সংগঠন সংবাদ

আমীরে জামা'আতের গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট সফর

কমপ্লেক্স উদ্বোধনঃ গত ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর'৯৮ বৃহস্পতি ও শুক্রবার গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা থানার অন্তর্গত শিমুলবাড়ীতে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নব নির্মিত আল-মা'হাদ ওমর আল-খাত্ত্বাব (রাঃ) মাদরাসা, মসজিদ ও ইয়াতিমখানা কমপ্লেক্স উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যোগদান করেন।

দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনের প্রথম দিনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কমপ্লেক্স-এর দাতা সংস্থা 'এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী' বাংলাদেশ অফিসের পরিচালক আবু আব্দুর রহমান আল-হাজরাজ ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ আবু খুবায়েব। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম দিনের সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন, 'কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা' সদস্য ও নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও মাওলানা আখতারুল আমান, সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'র সভাপতি অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নীর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় দিন বাদ আছর পুনরায় সম্মেলন শুরু হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলকে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, আল্লাহ্র অহি-ই অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস। মানুষের রায় সর্বদা অভ্রান্ত নয়। যেকোন বিষয়ে অহি-র সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। তিনি আহলেহাদীছদের অতীত ইতিহাস উল্লেখ পূর্বক বলেন, যুগ পরম্পরায় ধর্মের নামে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছরাই কথা বলেছে। ফলে তাদেরকে নানা অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। বর্তমানেও এর ব্যতিক্রম ঘটছে না। যারাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কথা বলেন তাদের উপরেই নেমে আসে বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন। তাদেরকে লা-মাযহাবী, ওয়াহ্হাবীএমনকি কাফের বলতেও লোকেরা কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনকি কখনো তাদেরকে চাকুরীচ্যুতও করা হয়। তিনি বলেন, দ্বীনদার আহলেহাদীছ আলেমদের কাছেই কুরআন-হাদীছ নিরাপদ। অন্য আলেমদের নিকটে নয়। তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্যের আহবান জানান।

দ্বিতীয় দিনের সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, খুলনা যেলা আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী ও মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী প্রমুখ।

সম্মেলনের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

মসজিদ উদ্বোধনঃ ৫ই ডিসেম্বর শনিবার সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত শিমুলবাড়ী থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে জয়পুরহাট যেলার ঘোনাপাড়া গ্রামে পৌঁছেন এবং তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন করেন। তিনি উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন।

সুধী সমাবেশঃ একই দিন বাদ আছর জয়পুরহাটের 'কালাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স'-এ এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের দ্বারা যা ইচ্ছে তাই করানো সম্ভব। পাপ মোচনের আশায় বিশেষ দিবসে বিশেষ একটি ধর্মের লোকেনা নগ্ন দেহে নদীতে গোসল করে থাকে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই। কারণ তাদের বিশ্বাস হ'ল, এই দিন নগ্ন হয়ে নদীতে গোসল করে উঠে আসতে পারলে অতীতের সকল পাপ মাফ হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্য, মুসলমানরাও আজ ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই মীলাদ, কিয়াম, শবেবরাত, কুলখানি-চেহলাম সহ অসংখ্য বিদ'আতী অনুষ্ঠান করে থাকেন। ইসলামী শরীয়তে যার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের নিকট এই আবেদন রাখেন যে, আপনারা যে আমলটি করছেন এ বিষয়ে একবার যাচাই-বাছাই করে দেখুন এর সত্যাসত্য কতটুকু? তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' এদেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রথম শর্ত আরোপ করেছে আক্বীদার পরিবর্তন। তিনি বলেন, আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজের সার্বিক পরিবর্তন সম্ভব। পরিশেষে তিনি এ কমপ্লেক্স পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসাবে কমপ্লেক্স-কে ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণা করেন এবং ছালাতের সময় দোকানপাট বন্ধ করে জামা'আতে অংশগ্রহণের জন্য সকল দোকানদার ও ব্যবসায়ী ভাইদের প্রতি আহবান জানান।

তাঁর এই আহবানে অনতিবিলম্বে বাস্তবায়িত হবে বলে কমিটির সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান ও উপস্থিত সকলে তাঁকে আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্য নির্মিত নীচতলায় ৪২টি দোকান সমন্বয়ে 'কালাই আহলোহদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সটি' গত ৬ সেপ্টেম্বর'৯৮ মুহতারাম আমীরে জামা'আত উদ্বোধন করেছিলেন। মসজিদ ও সুধী সমাবেশ পরিচালনা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান। এ সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সফর সঙ্গী ছিলেন, নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য এস, এম, মাহমূদ আলম, 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহবায়ক মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী, খুলনা যেলা আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

ফুলবাড়ী সম্মেলনঃ জয়পুরহাট সফর শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে পুনরায় গাইবান্ধা রওয়ানা হন এবং গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ ফুলবাড়ী ইশা'আতে ইসলাম সালাফিইয়াহ মাদ্‌রাসার ২৩তম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করেন। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বর্তমানে মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিছ ও কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সফর সঙ্গীদের প্রায় সকলেই বক্তব্য রাখেন।

উক্ত সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রচলিত রাজনীতি ও ইসলামী রাজনীতির মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেন এবং দেশের সন্ত্রাস নির্ভর দলীয় রাজনীতির পরিবর্তনে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

কুরআন ও হাদীছের পক্ষে বক্তব্য রাখায় ফয়েয প্রহৃতঃ

গত ৪ঠা ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা কর্মপরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ ফয়েযুয যোহা শহরের ছাইপাড়া জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় তিনি শবেবরাত সহ প্রচলিত বিভিন্ন বিদ'আত পরিহার করে ছহীহ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সকল মুছল্লীর প্রতি আহ্বান জানান। তার এই বক্তব্যে বিদ'আতপন্থীরা ক্ষিপ্ত হয় ও রাস্তায় একা পেয়ে তার ওপর চড়াও হয় এবং তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। উল্লেখ্য, ঐ দিন সন্ধ্যায় তারা মসজিদ সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মাদ সায়ফুল ইসলামের বাসায় হামলা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এ ঘটনায় যুবসংঘের যেলা নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় আহ্‌লেহাদীছ জনগণ বিদ'আতপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলেন, পরবর্তীতে এই ধরণের যে কোন ঘটনার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা-র ঢাকা মহানগরী শাখা গঠন

গত ১৬ই ডিসেম্বর'৯৮ বুধবার বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা মহানগরী অফিস ২২০ বংশাল রোড ২য় তলা-য় সুধী সমাবেশ এবং ৩য় ও ৪র্থ তলায় মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। **আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর ঢাকা যেলা সভাপতি জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে 'ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা' বিষয়ে প্রধান অতিথির ভাষণে **আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ও বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নাতিদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেন এবং ঊনবিংশ শতকে ফেলে আসা জিহাদ আন্দোলনকে পুনরায় জাগিয়ে তুলে আপোষহীনভাবে ও যেকোন মূল্যের বিনিময়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি মা-বোনদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর মহিলা ছাহাবীদের অনুসরণে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে স্ব স্ব ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার আহবান জানান ও এব্যাপারে মহিলা সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আকুল আবেদন জানান। ভাষণের শেষ পর্যায়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মা-বোনদের প্রেরিত অনেকগুলি লিখিত প্রশ্নের জবাব দেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম ও অনুষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন জনাব আযীমুদ্দীন ও আহলেহাদীছ যুবসংঘের ঢাকা যেলা আহবায়ক হাফেয আব্দুছ ছামাদ ও হাফেয মুহাম্মাদ শামসুল হক।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে ৩য় তলায় মহিলাদের সমাবেশ পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি **বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা**-র কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুহতারামা **তাহেরুন নেসা** সূরায়ে আছর থেকে দরসে কুরআন পেশ করেন ও তার আলোকে অভ্রান্ত সত্যের উৎস আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মা-বোনদেরকে স্ব স্ব ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানান। এপ্রসঙ্গে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাঁচটি নির্দেশ অনুযায়ী জামা'আতবদ্ধ জীবন গঠনের মাধ্যমে এবং সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজের মূল ভিত্তি পারিবারিক ইউনিটগুলিকে ইসলামের দুর্গ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মহিলা সমাজের

প্রতি আহবান জানান। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আহবায়ক কমিটি মনোনয়ন প্রদান করেন।-

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার ঢাকা যেলা কমিটিঃ

১. শামসুন্নাহার	ঃ	আহবায়িকা
২. নাজনীন আখতার	ঃ	যুগ্ম আহবায়িকা
৩. দিলারা মুসলিম	ঃ	সদস্যা
৪. ছালেহা আলম	ঃ	"
৫. মনোয়ারা ইসলাম	ঃ	"
৬. রোকেয়া বেগম	ঃ	"
৭. যেবা রহমান	ঃ	"
৮. নূরুন্নাহার	ঃ	"
৯. ছুফিয়া খাতুন	ঃ	"

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সিলেট যেলা আহবায়ক কমিটি গঠন

গত ১৯শে ডিসেম্বর'৯৮ ইং শনিবার বাদ এশা জৈন্তাপুর থানার অন্তর্গত সেনগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন শেষে বিশেষ আলোচনা সভায় উপস্থিত আহলেহাদীছ ভাইদের পরামর্শক্রমে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সিলেট যেলা আহবায়ক কমিটি গঠন করেন। সম্মানিত নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ উক্ত বৈঠকে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। আহবায়ক কমিটির সদস্যবর্গ নিম্নরূপঃ

আহবায়ক- মাওলানা মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান

যুগ্ম আহবায়ক- মাষ্টার শফীকুর রহমান ও মুনীর হোসায়েন এবং অন্যান্য সদস্যগণ।

প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা মীযানুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশে ইসলামের নামে প্রচলিত বিভিন্ন শির্ক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ থেকে তওবা করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বিশেষ করে দেশের আলেম সমাজ ও যুব সমাজকে সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক ইসলামকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিয়ে আসার আকুল আবেদন জানান।

সম্মানিত নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ বলেন, নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের দৃঢ় শপথ নিয়ে **আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ** সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। তিনি মুরব্বীদেরকে অত্র সংগঠনে যোগদান ও সার্বিক সহযোগিতা করার আকুল আবেদন জানান। উক্ত সংগঠনের অঙ্গ সংগঠন **বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা ও সোনামণি** সংগঠনে যোগদান করে মুরব্বী, মহিলা, ছাত্র ও যুবক এবং ১৩ বছরের নীচের সোনামণিদেরকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে সমবেত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের আহবান জানান।

উল্লেখ্য যে, সেনগ্রাম নিবাসী মাষ্টার শফীকুর রহমানের বাড়ীতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীগণ আতিথ্য গ্রহণ করেন ও উক্ত বাড়ীতে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে আমীরে জামা'আতের স্ত্রী **বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা**-র মাননীয়া সভানেত্রী মুহতারামা তাহেরুন নেসা 'ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বিশেষ করে আহলেহাদীছ মা-বোনদেরকে প্রগতির নামে সৃষ্ট তথাকথিত নারীবাদী সংগঠন সমূহ থেকে এবং ইসলামের নামে সৃষ্ট বিভিন্ন তাক্বলীদপন্থী ও বিদ'আতী সংগঠন সমূহ থেকে বেরিয়ে এসে **আহলেহাদীছ আন্দোলনে** যোগদান করে সত্যিকারের ইসলামী পরিবার ও সমাজ গঠনে অবদান রাখার আকুল আবেদন জানান।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর চট্টগ্রাম যেলা আহবায়ক কমিটি গঠন

আহবায়ক- মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম

যুগ্ম আহবায়ক- মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

সদস্য- মুহাম্মাদ যিয়াউল হক, মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন ও অন্যান্যগণ।

প্রকাশ থাকে যে, গত ২১শে ডিসেম্বর'৯৮ ইং সোমবার উত্তর পতেঙ্গার টিএসপি কলোনীতে জনাব ছদরুল আনামের বাসাতে প্রথম ছিয়ামের ইফতার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সুধীদের সমাবেশে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বাংলাদেশে ইসলামের দুয়ার বা 'বাবুল ইসলাম' হিসাবে চট্টগ্রামের গুরুত্ব বর্ণনাকালে বলেন যে, ইসলামের প্রথম যুগেই আরব বণিক ও মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই বাংলাদেশে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। ঐ সময় আরাকান ছিল আরবীয় মুসলিমদের প্রথম জনপদ। সেই যুগে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত চার মাযহাবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোন শির্ক ও বিদ'আতেরও প্রচলন ছিল না। তারা নিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতেন। আরাকানে তারা নিজেদের নির্বাচিত 'আমীর' বা সুলতানের মাধ্যমে শাসিত হতেন। তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলমানদের হাদীছের প্রতি নির্ভরতার নমুনা হিসাবে আজও কোন কিছু হারিয়ে গেলে আমরা বলি, 'জিনিসটির হদিস পাওয়া গেল না'। দূর্ভাগ্য যে, বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমানগণ ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে সৃষ্ট চার মাযহাবকে ফরয গণ্য করেছেন ও সেই সাথে নিজেদের রচিত বিভিন্ন শির্ক ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ জুড়ে দিয়ে ইসলামকে পাঁচমিশালী ধর্মে

পরিণত করে ফেলেছেন। ফলে চট্টগ্রাম মহানগরী আজ কবর ও মাযারের নিরাপদ ও বিনা পুঁজির ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আরাকানী মুসলমানরা আজ বৌদ্ধ অধ্যুষিত অত্যাচারী মায়ানমার সরকার কর্তৃক নির্যাতিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে জিহাদী মনোভাব নিয়ে শির্ক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং ইসলামের নির্ভেজাল আদি রূপকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম শুরা সদস্য আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক আগ্রাবাদ শাখার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এস, এ, এম, হাবীবুর রহমান, ঝাউতলাস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক প্রমুখ।

সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে সপরিবারে বেঁচে গেলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ১০ দিন ব্যাপী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে সাংগঠনিক সফর শেষে গত ২৬শে ডিসেম্বর'৯৮ ঢাকা থেকে কোচ যোগে সপরিবারে রাজশাহী ফেরার পথে সিরাজগঞ্জের বালুকুল নামক স্থানে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন। তিনটি কোচ সমন্বিত এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ২৩ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কোচ সমন্বিত এই এক্সিডেন্ট-এর খবর শুনে সিরাজগঞ্জ যেলা সংগঠনের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। অতঃপর তারা তাঁকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে কামারখন্দ নিয়ে যান। সেখানে তিনি সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব রফীকুল ইসলামের বাড়ীতে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। এদিকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম টেলিফোনে দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে মাইক্রো নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর পরিবার রাত সাড়ে ১০ টায় রাজশাহী পৌঁছেন। বর্তমানে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

[প্রকাশ থাকে যে, আমীরে জামা'আত ও তাঁর পরিবার তুলনামুলকভাবে সামান্যই আঘাত পেয়েছেন। এমনকি তাঁদের মাল-সামানেও কেউ হাত দেয়নি। অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ায় এবং জানে-মালে সপরিবারে হেফাযত করায় আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি'। -সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৫১)ঃ কেহ যদি মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ চায়, তাবে সম্মিলিত ভাবে দো'আ করা যাবে কি? এবং ছালাত শেষে নিজেদের গুনাহ্ স্মরণ করে আল্লাহ্র কাছে সম্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা যাবে কি?।

-নূরুল ইসলাম
গ্রামঃ বুইতা, ডাকঃ বাটরা,
থানাঃ কলারোয়া
যেলাঃ সাতক্ষীরা।
ও
তাজুল ইসলাম
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির জন্য সম্মিলিত ভাবে দো'আ করা নবী করীম (ছাঃ) ও সালাফে ছালেহীন থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয়। অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ চাওয়া হ'লে সম্মিলিত ভাবে না করে প্রত্যেকে একাকী দো'আ করবেন।

নবী করীম (ছাঃ) মৃত ব্যক্তির দাফন কার্য সম্পাদনের পর তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদেরকে এই বলে নির্দেশ দিতেন-'তোমরা তোমাদের (সদ্য মৃত) ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং সে যেন (প্রশ্নের জওয়াব দানে) দৃঢ় থাকে, সেজন্য প্রার্থনা কর'। *-আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, নায়লুল আওত্বার 'জানাযা' অধ্যায়; 'মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৬৯।* ছালাত শেষে সম্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা নবী করীম (ছাঃ) ও সালাফে ছালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়। অনুরূপভাবে ছালাত শেষে একাকী হাত উঠিয়ে দো'আ করার নিয়মও নবী করীম (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এগুলি বর্জনীয়।

প্রশ্ন (২/৫২)ঃ মহিলারা জানাযার ছালাত আদায় করতে পারে কি? যদি পারে, তবে কিভাবে আদায় করবে?

-মুহাম্মাদ আশেক আলী
সাং বাজে ধনেশ্বর
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ মহিলাগণ জানাযার ছালাত আদায় করতে পারবেন। তারা একাকী কিংবা পুরুষের জামা'আতের সাথেও

পড়তে পারেন।

জামা'আতের সাথে পড়ার দলীলঃ হযরত উমর (রাঃ) উৎবা-র জানাযা পড়ার জন্য উম্মে আব্দুল্লাহ্‌র অপেক্ষা করেছিলেন। *-সাইয়েদ সাবিক্ব, ফিকহুস সুন্নাহ 'জানাযা' অধ্যায়, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮২।*

একাকী পড়ার দলীলঃ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন, 'তোমরা তাকে মসজিদে প্রবেশ করাও, যাতে আমি তার উপর ছালাতে জানাযা আদায় করতে পারি'। *-মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৬, 'জানাযা' অধ্যায়; 'জানাযা নিয়ে চলা ও তার উপর ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ।*

প্রশ্ন (৩/৫৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা বড় জামা'আতের পায়রবী কর'। এক্ষণে যখন চার মাযহাব ব্যতীত অন্য সমস্ত মাযহাব অতি ক্ষুদ্র, তখন চার মাযহাবের পায়রবীতেই নবী করীম (ছাঃ)-এর উক্ত হুকুম পালন সম্ভব হবে। নচেৎ গোমরাহ ও ভ্রষ্ট দলে পড়তে হবে (ছাইফুল মাযাহেব ১২১ পৃঃ)। 'যে উহা হতে দূরে সরবে, সে জাহান্নামে পতিত হবে' (ঐ, ৪০ পৃঃ)। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে বড় জামা'আতের অর্থ কি জানতে চাই।

- মুহাম্মাদ মুর্তযা
সাং রায়দৌলতপুর
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রথমতঃ 'ছাইফুল মাযাহেব' বইয়ে সঙ্কলিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। *-দেখুনঃ আলবানী, মিশকাত ১/৬২ পৃঃ হাদীছ নং ১৭৪ ও তার টীকা।*

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি পবিত্র কুরআন -এর নিম্নোক্ত আয়াতটির বিরোধী। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'যদি আপনি অধিকাংশ জগদ্বাসীর অনুসরণ করে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ হ'তে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো শুধু কল্পনার অনুসরণ করে ও অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' (আন'আম ১১৬)।

তৃতীয়তঃ উক্ত হাদীছটি নিম্নোক্ত ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইসলাম স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে অপরিচিত অবস্থায় সূচনা লাভ করেছিল এবং অচিরেই সে অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব সুসংবাদ সেই স্বল্পসংখ্যক লোকের জন্য'। *-মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯ 'ঈমান' অধ্যায়; 'কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করা' অনুচ্ছেদঃ।*

এক্ষণে তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য উক্ত বইয়ের হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও এতে চার মাযহাবকে বড় জামা'আত ঘোষণার কোন দলীল নেই এবং তা দ্বারা চার মাযহাবের পায়রবী করাও বুঝায় না।

কারণ প্রথমতঃ চার মাযহাব একটি দল নয়, বরং চারটি দল। দ্বিতীয়তঃ চার মাযহাব ৪র্থ শতাব্দীর নিন্দিত যুগে সৃষ্টি। এর বহু পূর্বেই ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। আর ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আত ছিল প্রকৃত অর্থে বড় জামা'আত। তৃতীয়তঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'হক-এর অনুসারী দলই বড় দল, যদিও তুমি একাকী হও'। *-ইবনু আসাকির সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত ১/৬১ পৃঃ টীকা নং ৫।*

অতএব যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী তারাই প্রকৃত অর্থে হক পন্থী এবং তারাই হ'ল বড় দল। আর তাঁরা হ'লেন- সালাফে ছালেহীন ও আয়েম্মায়ে মুহাদ্দেছীন এবং তাদের অনুসারী প্রকৃত আহলেহাদীছগণ।

প্রশ্ন (৪/৫৪)ঃ আমার আব্বা ও আম্মার মৃত্যুর পর ইমাম ছাহেব জানাযার ছালাত পড়ানোর সময় আমাকে তাঁদের ক্বাযা ছালাত আদায় করার জন্য দায়িত্ব অর্পন করেন এবং আমি উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করি। এখন আমার প্রশ্নঃ আমি কিভাবে উক্ত ক্বাযা ছালাত আদায় করব? কুরআন ও হাদীছের আলোকে সমাধান দিলে খুশী হব।

-মুহাম্মাদ ইয়াদ আলী মোল্লা
গ্রামঃ বহরমপুর
জিপিও - ৬০০০
রাজশাহী।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব আপনাকে ক্বাযা ছালাত আদায় করার দায়িত্ব দিলেন আর আপনি তা গ্রহণ করলেন। প্রশ্ন হওয়া উচিৎ ছিল যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হ'তে ছালাত আদায় করা যাবে কি-না?

যাই হোক মৃত ব্যক্তির অছিয়ত ও নযর পুরণ করার ব্যাপারে হাদীছ পাওয়া যায়। এমনিভাবে দো'আ ও ছাদাক্বা জায়েয হবার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু ছালাত ও ছিয়াম যদি তা অছিয়ত বা নযর না হ'য়ে থাকে তাহ'লে মৃতের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে, এর কোন দলীল পাওয়া যায় না। আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেন, 'কেউ কারু পক্ষ থেকে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে পারে না'। *-মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৯৪; নাসাঈ, আলবানী, মিশকাত 'ক্বাযা ছওম' অনুচ্ছেদ, হা/২০৩০, ফাৎহুল বারী ১১/১১৫ পৃঃ।* অবশ্য মানতের ছিয়াম থাকলে সে কথা আলাদা।

প্রশ্ন (৫/৫৫)ঃ ওয়াক্ফ লিল্লাহ কৃত বই, যার গায়ে লেখা থাকে 'বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য', ঐ বই বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করা যাবে কি?

-কামাল আহমাদ
২০ আব্দুল আযীয রোড কাযীপাড়া,
যশোর-৭৪০০।

উত্তরঃ ওয়াক্ফ কৃত বই বিক্রি করা যাবে না এবং এই পন্থায় কোন অর্থ উপার্জন করাও বৈধ নয়। কেউ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করলে তা অবৈধ বা হারাম হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলমানের জন্য আরেক মুসলমানের উপরে হারাম হ'ল তার ইয্যত, মাল ও রক্ত...'। *-আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/১৫৭২।* অন্য হাদীছে এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা যুলম করো না। সাবধান! খুশীমনে দেওয়া ব্যতীত এক জনের মাল অন্য জনের জন্য হালাল নয়' *-বায়হাক্বী, দারাকুৎনী, আলবানী, ছহীহ জামে ছগীর হা/৭৬৬২; ঐ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৪৫৯।*

প্রশ্ন (৬/৫৬)ঃ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করার কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা তো ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যেই সৃষ্টি করতে পারতেন। এর কতটুকু কুরআন ও হাদীছে পাওয়া যায় বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

-বাক্বী বিল্লাহ
সোনাবাড়িয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল, শরীয়তের যেকোন আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করা। ঐ আদেশ-নিষেধ প্রবর্তনের কারণ জানা আবশ্যক নয়। বরং তা মাথা পেতে মেনে নেয়াই আবশ্যক। মুমিনের পরিচয় প্রসংগে আল্লাহ বলেন, 'মুমিনের কথা হ'ল এই যে, যখন তাদের মধ্যে ফায়ছালার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে যে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম' (নূর ৫১)।

আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করার রহশ্য নবী করীম (ছাঃ) -এর পক্ষ থেকে আমরা অবগত হ'তে পারিনি। তবে কোন কোন তাফসীরকার এর কারণ দর্শিয়েছেন নিম্নভাবে-

১- ইমাম কুরতুবী বলেন, সপ্তাকাশ ও যমীনকে মুহূর্তের মধ্যে সৃজনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন বান্দাদেরকে নম্রতা ও সকল কিছু ধীর স্থিরতার মাধ্যমে সম্পাদন করার শিক্ষাদানের জন্য। *-তাফসীরে কুরতুবী ৭ম খণ্ড ১৪০ পৃঃ।*

২- সাঈদ বিন জুবায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমিষে সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্ম পক্কতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এতে ছয়দিন ব্যয় করা হয়েছে। *-মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৪৪৫।*

৩- ছয়দিনে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন যে, আল্লাহ্র নিকট প্রত্যেকটি বস্তুর একটি সময় সীমা (নির্দিষ্ট মেয়াদ) আছে। *-কুরতুবী ও শাওকানী দ্রষ্টব্য; তাফসীরে কুরতুবী (৭/১৪০); ডঃ মুহাম্মাদ সুলাইমান আব্দুল্লাহ, যুবদাতুত্ তাফসীর পৃঃ ২০১, এহয়াউত্তুরাস কুয়েতঃ কর্তৃক মুদ্রিত।*

প্রকাশ থাকে যে, আসমান-যমীন সৃষ্টির উক্ত কারণগুলি অনুমান মাত্র। এজন্যই প্রখ্যাত তাফসীরবিদ আবূ হাইয়ান বলেন, আল্লাহ্র সৃষ্টি করা এক মুহূর্তে অথবা দীর্ঘ সময় ধরে এতে তাঁর কুদরতের দিক থেকে কোনই পার্থক্য নেই। এর কারণ দর্শানো, যেমন কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, তা দলীল বিহীন কথা। সুতরাং আমরা এর উল্লেখ করে স্বীয় কিতাব মসীলিপ্ত করতে চাই না। মহান আল্লাহ একক ভাবে এ বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। *-আল বাহরুল মুহীত্ব (প্রথম সংস্করণ ১৪১৩ হিঃ/ ১৯৯৩ খৃঃ) ৪র্থ খণ্ড ৩০৯ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৭/৫৭)ঃ এক দম্পতির একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার দুই বৎসরের মধ্যে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হয়। তখন স্ত্রী কন্যা সন্তানটি নিয়ে তার বাপের বাড়ীতে চলে আসে। কিছুদিন পর মহিলাটির দ্বিতীয় বিয়ে হয়। কন্যা সন্তানটিও ২য় স্বামীর বাড়ীতে লালিত-পালিত হ'তে থাকে এবং মাঝে মধ্যে নিজ পিতার বাড়ী যাতায়াত করতে থাকে। এমনি করে কন্যা সন্তানটি বাবালিকা হয়ে উঠে। তখন তার বিয়ে পড়ানোর সময় যদি নিজ পিতার নাম উল্লেখ না করে যিনি লালন-পালন করেছেন তার নাম উল্লেখ করে বিয়ে পড়ানো হয়, তবে তা শরীয়ত সম্মত হবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান
মৌভাষা খলীফার বাজার
রংপুর।

উত্তরঃ মেয়ের বিবাহ পড়ানোর সময় মেয়ের পিতার নাম উল্লেখ করাই শরীয়ত সম্মত। তবে মেয়ের পিতার নাম উল্লেখ না করে শুধু মেয়ের নাম উল্লেখ করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। *-আবুদাঊদ, আদ্দারারিল মাযিইয়াহ পৃঃ ১৭৫ (জমঈয়তে এহইয়াউত্তুরাস আল-ইসলামী কর্তৃক ছাপা)।* এমনকি মেয়ের নাম উল্লেখ না করে বড় মেয়ে, ছোট মেয়ে ইত্যাদি গুণ উল্লেখ করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হ'ল, ঐ অবস্থায় বরের নিকট কিংবা বরের অভিভাবকের নিকট পাত্রীর পূর্ণ

পরিচিতি থাকতে হবে। হযরত শু'আইব (আঃ) মূসা (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই...' (ক্বাছাছ ২৭)।

নবী করীম (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, (যার নিকটে বিয়ের মোহর দেয়ার মত কিছুই ছিলনা। তবে কুরআন শরীফের কিছু সূরা জানা ছিল) 'তোমার সাথে মেয়েটির বিবাহ দিয়ে দিলাম কুরআন -এর সূরা হ'তে যা তোমার কাছে আছে তার বিনিময়ে'। *-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২ 'বিবাহ' অধ্যায়; 'মোহর' অনুচ্ছেদ।*

প্রশ্ন (৮/৫৮)ঃ কবর পাকা করা হারাম। কিন্তু আমাদের গ্রামে একটি গোরস্থান আছে বেড়াবিহীন। ফলে গরু, ছাগল, মানুষ সেখানে গিয়ে পেশাব পায়খানা করে। আমি উহা সংরক্ষণের জন্য কবরস্থানের চার পাশে পাকা করার ইচ্ছা করেছি। ছহীহ হাদীছ মুতাবেক এরূপ করা চলবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ আব্দুছ ছামাদ
অধ্যক্ষ, বগুড়া হোমিওপ্যাথিক
মেডিকেল কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ সংরক্ষণের জন্য গোরস্থানের চার পার্শ্বে পাকা করা বা বেড়া দেওয়া শরীয়ত সম্মত। তবে বিশেষ একটি কবরকে কেন্দ্র করে নয়। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন, কবরে চুনকাম করতে, এর উপর লিখতে এবং একে পায়ে পদদলিত করতে। - *আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আলবানী, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ, হা/১৭০৯।*

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরের উপর দিয়ে চলাফেরা করা অনুচিত। সুতরাং গোরস্থানের চারপার্শ্বে পাকা করা বা অন্য কিছু দিয়ে বেড়া দেওয়া জায়েয।

প্রশ্ন (৯/৫৯)ঃ ভ্রুর চুল উঠালে কি গুনাহ হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বি, এ (অনার্স) ইংরেজী,
সরকারী আযীযুল হক বিশ্বঃ কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা কবীরাহ গুনাহ। এরূপ পরিবর্তন কারীর উপরে আল্লাহ পাক লা'নত করেছেন। তবে চুল কাটা, নখ কাটা ইত্যাদি যেগুলো সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ এসেছে সেগুলি ব্যতিরেকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন এমন সব নারীর উপর যারা অপরের অঙ্গে উল্কি করে এবং নিজের অঙ্গেও করায়, যারা কপাল বা ভ্রুর চুল উপড়িয়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও এর ফাঁক বড় করে এবং যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পাল্টিয়ে দেয়'। এসময় জনৈকা মহিলা ইবনে মাসঊদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি শুনতে পেলাম আপনি নাকি এমন এমন নারীদের লা'নত করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি কেন তাদের উপর লা'নত করব না যাদের উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন?....। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'পোষাক' অধ্যায় হা/৪৪৩১।* অনেকে চুল কাটা ও উপড়ানোকে পৃথক মনে করে এবং সে দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রুর চুল উপড়ানো নিষেধ হলেও কাটাকে জায়েয মনে করেন। এটি ঠিক নয়। কারণ দু'টির ফলাফল এক।

প্রশ্ন (১০/৬০)ঃ জানাযার ছালাতে আরবীতে নিয়ত করতে হবে না বাংলায়? যদি আরবীতে করতে হয়, তাহ'লে বাংলায় আরবী নিয়তটি লিখে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-ছাইফুল ইসলাম
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সকল শুভ কাজের শুরুতে নিয়ত করা যরূরী (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১)। নিয়ত অর্থ-সংকল্প করা। জানাযার ছালাতে হোক বা অন্য কোন ছালাত বা ইবাদতে হোক, মুখে আরবী বা বাংলায় নিয়ত পড়া বিদ'আত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ কখনোই নিয়ত উচ্চারণ করেননি।

জানাযার সময় ইমাম ছাহেবরা মুছল্লীদেরকে নিয়ত পড়ার জন্য মুখে যে আরবী নিয়ত শুনিয়ে থাকেন, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বরং মুছল্লীদেরকে জানাযার দো'আ মুখস্ত করানো উচিত।

প্রশ্ন (১১/৬১)ঃ বর্তমানে বাজারে রং-বেরংয়ের জায়নামায পাওয়া যায়। সেগুলিতে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা বুঝিয়ে দিলে উপকৃত হব।

-ওবায়দুল ইসলাম
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকলে এরূপ জায়নামাযে ছালাত আদায় করা জায়েয। তবে একাগ্রতা বিনষ্টের আশংকা থাকলে এ ধরণের জায়নামায পরিত্যাগ করা ভাল। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি চাদরে ছালাত আদায় করলেন, যাতে কিছু চিহ্ন ছিল। তিনি সেই চিহ্নের দিকে একবার নযর করলেন এবং ছালাত শেষ করে বললেন, চাদরটি প্রদানকারী আবু জাহ্‌মের নিকট নিয়ে যাও এবং তার 'আম্বেজানিয়া'টি (এক প্রকার চিহ্ন বিহীন কাপড় যা শামদেশে তৈরী হ'ত) নিয়ে এসো। কেননা এটি এখনই আমাকে আমার

ছালাতে একাগ্রতা হতে বিরত রেখেছিল। -*বুখারী, মুসলিম*। বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি এর চিহ্নের দিকে নযর করছিলাম। অথচ তখন আমি ছালাতে। সুতরাং আমার ভয় হচ্ছে এটি আমাকে গোলমালে ফেলবে। -*মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায়; 'সতর' অনুচ্ছেদঃ হা/৭৫৭*। উক্ত হাদীছ হতে বুঝা যায় যে, এর ফলে ছালাত নষ্ট হবে না। তবে ছালাতে এমন কোন জিনিষ ব্যবহার করা উচিৎ নয় যা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে।

প্রশ্ন (১২/৬২)ঃ আমাদের এলাকায় বিবাহ পড়ানোর সময় মসজিদের খত্বীব বা কোন মোল্লাকে দেখা যায় দর কষাকষি করে বর পক্ষের নিকট থেকে টাকা আদায় করে। এরূপ দর কষাকষি শরীয়তে বৈধ কি? অথবা যদি বর পক্ষ স্বেচ্ছায় কিছু টাকা-পয়সা প্রদান করে, তাহ'লে কি তারা তা গ্রহণ করতে পারে? ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মমতাজ বিবি
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এরূপ টাকা আদায় ঠিক নয়। তবে স্বেচ্ছায় টাকা-পয়সা প্রদান করলে তা গ্রহণ করতে পারে। হযরত বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী কারীম (ছাঃ) বলেন, 'যে লোককে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি। যদি সে পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তবে তা খিয়ানত হবে'। -*আবুদাঊদ, মিশকাত হাদীছ নং ৩৭৪৮ সনদ ছহীহ*।

উক্ত হাদীছ হ'তে প্রমাণিত হয় যে, খত্বীব বা কোন মোল্লাকে বিবাহ পড়ানোর জন্য যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, উক্ত দায়িত্বের বিনিময়ে তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদিত কোন ধর্মীয় আমলের বিনিময় গ্রহণ করা উচিৎ নয়, বরং আল্লাহ্র নিকট হ'তে এর জাযা প্রার্থনা করা উচিৎ।

প্রশ্ন (১৩/৬৩)ঃ *অমুসলিমদের তাদের রীতিতে অথবা প্রচলিত ইসলামী রীতিতে সালাম দেওয়া যায় কি? তারা যদি ইসলামী রীতিতে সালাম দেয়, তবে উত্তরে 'ওয়া আলায়কুমুস সালাম' বলা যাবে কি?*

-হোসনেআরা আফরোয
সাং+পোঃ বোহাইল
বগুড়া।

উত্তরঃ অমুসলিমদের তাদের রীতিতে সালাম দেওয়া যাবেনা। কেননা সালাম আদান-প্রদান একটি উত্তম ইবাদত। আর ইবাদত ইসলামী রীতি বহির্ভূত ভাবে পালন করা যায় না। অপরদিকে প্রচলিত ইসলামী রীতিতেও তাদের সালাম দেওয়া যাবেনা। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা ইয়াহুদ-নাছারাদেরকে প্রথমে সালাম দিবেনা। -*বুখারী, মুসলিম, 'অনুমতি গ্রহণ' অধ্যায়*। আনাস (রাঃ) বলেন, আহলে কিতাবদের সালামের উত্তরে 'ওয়া আলায়কুম'-এর বেশী না বলতে আমাদেরকে বলা হয়েছে।

তবে প্রয়োজনে অপ্রচলিত আরেক ইসলামী রীতিতে তাদের সালাম দেওয়া ও নেওয়া যায়। যেমন- মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পত্রে রুমের বাদশা হিরাক্লিয়াসকে সালাম দিয়েছিলেন। আর তাহ'ল 'আস্সালা-মু আলা মানিত্তাবা'আল হুদা'। -*বুখারী, 'ইসতিযান' অধ্যায়*। তোমরা যখন মুশরিকদের সালাম দেবে, তখন বলবে 'আস্সালামু আলাইনা ওয়া 'আলা ইবা-দাল্লা-হিছ ছালেহীন...। -*ফাৎহুল বারী ১১ খণ্ড 'ইসতিযান' অধ্যায়*। অপ্রচলিত ইসলামী রীতিতে তাদের সালাম গ্রহণের রীতিটি হ'ল শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বা একবচনে 'ওয়া আলায়কা' বলা'। -*বুখারী, 'ইসতিযান' অধ্যায়*।

প্রশ্ন (১৪/৬৪)ঃ আফগানিস্তানে তালেবান ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে, এতে উভয় পক্ষের অনেক লোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু উভয় পক্ষই মুসলমান। এদের মধ্যে কাদের নিহত ব্যক্তি শহীদ? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দিলে বাধিত হব।

-মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ
চাতরা ইসলামী কাল্চারাল ইন্সটিটিউট
শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র তারাই শহীদ হিসাবে বিবেচিত হবেন, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন। অথবা স্বীয় জান-মাল, দ্বীন ও পরিবার পরিজনকে অন্যায় আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাহে অতঃপর মারে ও মরে' (তওবাহ ১১১)। 'আর যে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে অতঃপর সে প্রাণ হারায়, আমি অবশ্যই তাকে মহা প্রতিদান দিব' (নিসা ৭৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয় বা মৃত্যুবরণ করে, সে ব্যক্তি শহীদ (মুসলিম, মিশকাত 'জিহাদ' অধ্যায়, হা/৩৮১১। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ। -*বুখারী, 'কিতাবুল মাযালিম' হাদীছ সংখ্যা ২৪৮০*। অন্য বর্ণনায়

রয়েছে যে ব্যক্তি স্বীয় মাল রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ, 'যে ব্যক্তি স্বীয় জীবন রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ (তুহফা-র মধ্যে উক্ত হাদীছে 'স্বীয় পরিবার রক্ষার্থে' অংশটিও হাদীছের অংশ হিসাবে যুক্ত রয়েছে)। *-তিরমিযী, 'দিয়াত' অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭০; ছহীহ তিরমিযী হা/১১৪৮।* উল্লেখ্য যে, অন্য হাদীছে আক্রমনকারী প্রাণ হারালে সে জাহান্নামে যাবে বলে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। *-ফাৎহুল বারী 'মাযালিম' অধ্যায় ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪।* ওমর ফারূক (রাঃ) একদা খুৎবায় বলেন, তোমরা বলে থাক যে, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। তোমরা এরূপ বলো না। বরং ঐরূপ বলো যেরূপ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলতেন। সেটি হ'লঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যু বরণ করেছে বা নিহত হয়েছে, সে ব্যক্তি শহীদ'। -আহমাদ, সনদ হাসান; ফৎহুলবারী 'জিহাদ' অধ্যায়।

হাদীছে বর্ণিত উল্লেখিত অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারালে বিশেষভাবে উভয় পক্ষ যদি মুসলমান হয়, তবে সে সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) -এর হুঁশিয়ারী হল 'উভয় পক্ষেরই হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে'। *-বুখারী, 'ঈমান' অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা ৩১।*

উপরোক্ত দলীল সমূহের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আফগানিস্তানের যুদ্ধ যতদিন যাবৎ রাশিয়ার আগ্রাসন প্রতিহত কল্পে জারি ছিল, ততদিন যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের শহীদের মর্যাদা লাভের আশা করা যায়। কিন্তু আফগানিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধরত যে মুসলিম উপদল গুলো স্ব স্ব ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তার করতে আপোষে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, এই সংঘর্ষে কোন পক্ষেই শহীদের মর্যাদা পাওয়ার আশা করা মুশকিল। তবে তালেবানরা প্রথমতঃ যুদ্ধরত উপদল সমূহকে রক্তপাত বন্ধ করে নিজেদের হঠকারিতা পরিহার করে ঐক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা তথা ইসলামী বিধান জারী করার আহবান জানায় এবং এর প্রয়াসও চালায়। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত 'মুনকার' প্রতিরোধ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত শারঈ বিধান অনুসারে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উপদল গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও রক্তপাত বন্ধ করতঃ শারঈ বিধান জারী করার পথে অগ্রসর হ'তে বাধ্য হয় এবং এ পথে তারা উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করে। ফলে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় রক্তপাত বন্ধ হয় এবং ইসলামী আইন তাৎক্ষনিকভাবে বলবৎ করা হয়। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে অন্যান্য উপদলগুলি তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় শারঈ বিধান বলবৎ করেছে বলে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বরং তাদের পক্ষ থেকে ইসলামী আইনের বিরোধিতা করারই সংবাদ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় যদি তালেবান পক্ষ মাযহাবী সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে নিরপেক্ষভাবে কিতাব ও সুন্নাহ্র বিধান বলবৎ করে ও করতে থাকে, তবে তালেবান ইসলামী সরকারের পক্ষে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি শহীদ হওয়ার আশা রাখতে পারে। অন্য উপদল সমূহের উচিৎ যুদ্ধ বন্ধ করে তালেবান সরকারে যোগ দিয়ে আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা।

প্রশ্ন (১৫/৬৫)ঃ পাঁচ ওয়াক্তের ইমামতি করে, জুম'আ বা ঈদের ছালাত শেষে ইমাম ছাহেবকে তার পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
প্রভাষক,
কালীগঞ্জহাট কলেজ,
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় আমল সম্পাদন করা উত্তম। কেননা নবীগণ স্ব স্ব দ্বীনী দাওয়াতের বিনিময়ে কোনরূপ মজুরী গ্রহণ করেননি (ফুরকান ৫৭)। কিন্তু যারা বাধ্য ও মুখাপেক্ষী, তারা প্রয়োজন মত সম্মানী ভাতা নিতে পারবেন এবং জনগণও তাদেরকে সম্মানী হিসাবে দিতে পারবেন। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষী হীন সে যেন বিরত থাকে এবং যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষী সে যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে ভক্ষণ করে' (নিসা ৬)। অবশ্য ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় কাজের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হ'লে তার দায়িত্বের বিনিময়ে সম্মান জনক রূযীর ব্যবস্থা সমাজকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরশাদ করেন,

'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি আমরা তার রুযীর ব্যবস্থা করে থাকি। এর বাইরে যদি সে নেয় তবে তা খেয়ানত হবে'। *-আবুদাঊদ সনদ ছহীহ, হাদীছ সংখ্যা ৩৫৮৮; মিশকাত, দায়িত্বশীলদের ভাতা অধ্যায়, হা/৩৭৪৮।* মোট কথা কোন ধর্মীয় আমলের বিনিময় আদায়ের জন্য দরাদরী করা যাবে না। তবে সরকার বা সমাজকে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের মর্যাদা সমুন্নত রেখে সর্বোত্তম সম্মান জনক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নইলে দ্বীন পরাজিত ও বিপর্যস্ত হবে এবং বাতিল অগ্রগতি লাভ করবে।